উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

**জঙ্গি ও মদতদাতাদের রেয়াত নয়**
সন্ত্রাসবাদী ও তাদের আশ্রয়দাতাদের একই বন্ধনীতে রাখে ভারত। সোমবার নাম না করেই পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। » ৭

**সৌদিতে মৃত্যু ৪৫ ভারতীয় পুণ্যার্থীর**
সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৫ জন ভারতীয় পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। মক্কা থেকে মদিনার পথে হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছেন মাত্র একজন। » ৭

**আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা**

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৯° সর্বোচ্চ | ১৬° সর্বনিম্ন | ২৯° সর্বোচ্চ | ১৬° সর্বনিম্ন | ৩০° সর্বোচ্চ | ১৬° সর্বনিম্ন | ২৭° সর্বোচ্চ | ১৫° সর্বনিম্ন |

**রাজভবনে ডগ স্কোয়াডের তল্লাশি** » ৫

১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 18 November 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 179

## কারা অভিযুক্ত

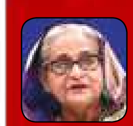

■ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ভারতে আছেন)

■ প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল (পলাতক)

■ পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লা আল মামুন (রাজসাক্ষী)

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত ট্রাইবিউনাল আমার বিরুদ্ধে যে রায় ঘোষণা করেছে, তা অগণতান্ত্রিক। এটা পক্ষপাতদুষ্ট এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই রায় শেষ নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লিগকে মুছে ফেলার অপচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। পাশাপাশি সরকারের মধ্যে থাকা কট্টরপন্থীদের মানসিকতাকেও তুলে ধরে।

-শেখ হাসিনা

# বিচারের বাণী!

১ উসকানিমূলক ভাষণের অভিযোগে আমৃত্যু কারাদণ্ড হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের

২ বাকি অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের

৩ ৫ বছরের কারাদণ্ড আল মামুনের

কার কী শাস্তি

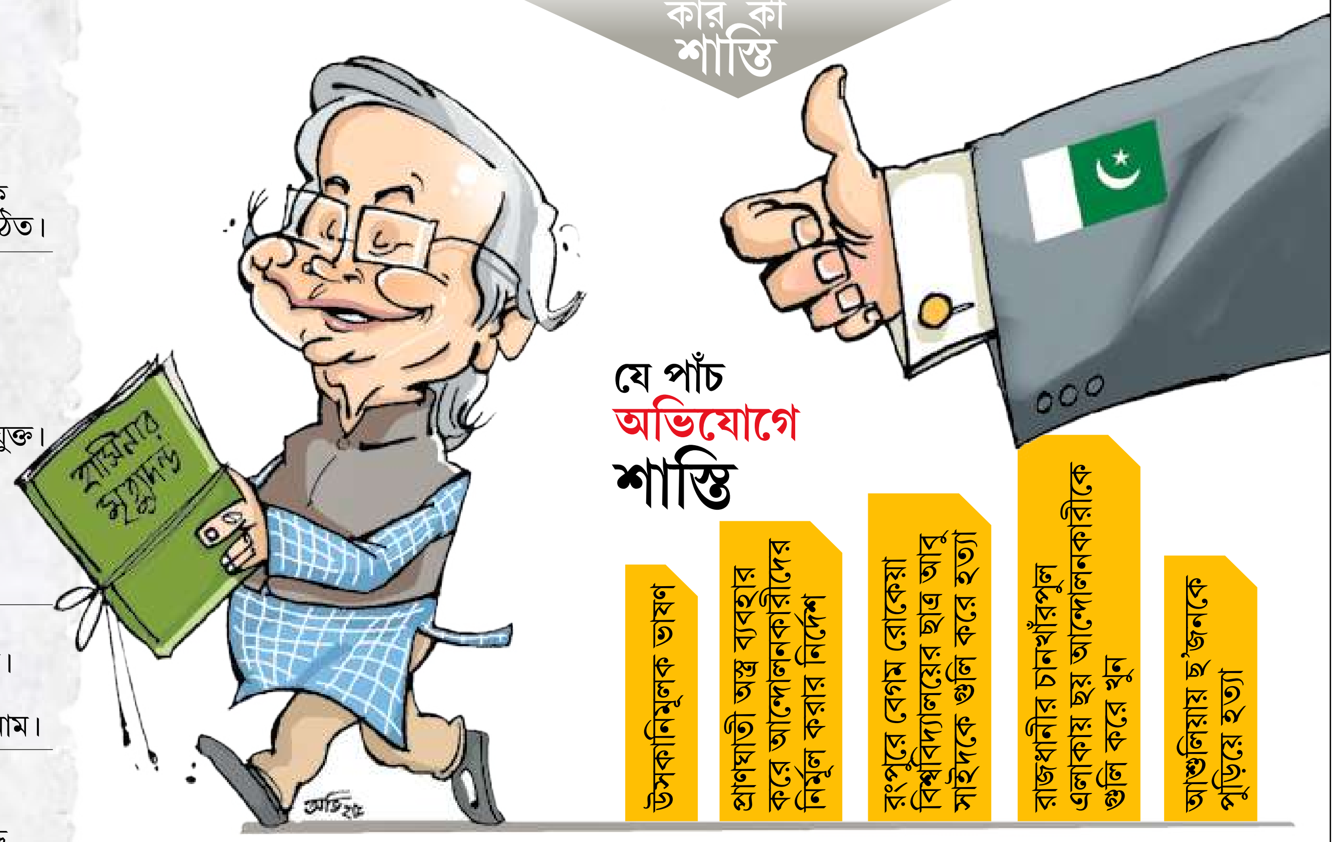


## বিচারের দিনলিপি

■ ২০২৪

**৫ অগাস্ট :** হাসিনা সরকারের পতন। আন্তর্জাতিক ট্রাইবিউনাল পুনর্গঠিত।

**১৭ অক্টোবর :** হাসিনার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। প্রথমে হাসিনা একা অভিযুক্ত।

■ ২০২৫

**১৬ মার্চ :** মামুনও অভিযুক্ত।

**১২ মে :** তদন্ত রিপোর্ট পেশ। রিপোর্টে প্রথমবার আসাদুজ্জামানের নাম।

**১ জুন :** হাসিনা সহ তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল ট্রাইবিউনালে।

**১০ জুলাই :** অভিযোগ গঠন ট্রাইবিউনালের। রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন মামুনের।

**৩ অগাস্ট :** বিচার শুরু। প্রথম সাক্ষ্য গণ আন্দোলনে আহত খোকনচন্দ্র বর্মনের।

**৮ অক্টোবর :** সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ। ৫৪ জন সাক্ষী।

**২৩ অক্টোবর :** শেষ সওয়ালজবাব।

**১৩ নভেম্বর :** ট্রাইবিউনাল জানায়, ১৭ নভেম্বর রায় ঘোষণা।

**১৭ নভেম্বর :** রায় দিল আদালত।

# হাসিনা দিল্লিতে, মৃত্যুদণ্ড ঢাকায়

## পরোয়া করি না, ঘোষণা বঙ্গবন্ধু-কন্যার

**ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই বটে।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট নিজের হাতে তৈরি দেশের কিছু সেনাকর্তার গুলিতে সপরিবার নিহত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৫০ বছর পর বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল তাঁরই হাতে তৈরি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল (আইসিটি-বিডি)।

ঘটনাচক্রে এই দিনটি মুজিব-কন্যার বিবাহবার্ষিকী। ৫৮ বছর আগে এই দিনে বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী এমএ ওয়াজেদ মিয়াঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

সোমবার দুপুরে ভিড়ে ঠাসা এজলাসে ট্রাইবিউনাল-১'এর বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চ মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়। একই অভিযোগে বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালেরও ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে রাজসাক্ষী হওয়ায় প্রাক্তন পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লা আল মামুনের শাস্তি কমিয়ে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।

ইউনূসের জমানায় হাসিনাকে যে কোনওভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না, সেটা রায় ঘোষণার অনেক আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হাসিনা, তাঁর পরিবার ও আওয়ামী লিগেরও সেটা অজানা ছিল না। তাই ট্রাইবিউনালের রায়কে পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই রায় পক্ষপাতদুষ্ট।' এক বিবৃতিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলির সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বরং তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে বাংলাদেশে মানবাধিকার ও উন্নয়নমূলক নানাবিধ কাজের উল্লেখ করে সেজন্য তিনি গর্বিত বলে জানান। হাসিনার কথায়, 'এই রায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে থাকা চরমপন্থীদের নির্লজ্জ ও খুনি মনোভাবের প্রতিফলন মাত্র। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই রায় দেওয়া হয়েছে। অনির্বাচিত সরকারের অধীন পক্ষপাতদুষ্ট ট্রাইবিউনাল এই রায় দিয়েছে। বাংলাদেশের শেষ নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করতে ও আওয়ামী লিগকে রাজনৈতিকভাবে ভেঙে দিতে কাজটি করা হয়েছে।'

হাসিনার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ স্বীকার করলেন রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ডের রায়ে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘ সবসময়ই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে থাকে।

*ট্রাইবিউনালের রায় ঘোষণার পর ঢাকায় উচ্ছ্বাস। সোমবার। -এএফপি*

*এরপর দশের পাতায়*

# প্রত্যর্পণ চুক্তিই অস্ত্র ভারতের

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** অদ্ভুত পরিস্থিতি। যাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল, তিনি আদালতের হেপাজতে নেই। দেশের মধ্যেই নেই। তাহলে সাজা কার্যকর হবে কীভাবে? শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করাটা তাই এই মুহূর্তে সবথেকে বড় প্রশ্ন।

মুজিব-কন্যা ভারতের আশ্রয়ে থাকায় চর্চা শুরু হয়েছে, ভারত আদৌ কি তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে বাধ্য? বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে বটে, কিন্তু তার ফাঁক গলেই হাসিনাকে আগলে রাখতে পারে নয়াদিল্লি। কী আছে সেই চুক্তিতে?

২০১৩ সালে স্বাক্ষরিত ওই প্রত্যর্পণ চুক্তি ২০১৬ সালে সংশোধিত হয়। যার ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী, 'যদি অপরাধ রাজনৈতিক চরিত্রের হয়, তাহলে প্রত্যর্পণ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে।' যদিও একই চুক্তি অনুযায়ী, কিছু অপরাধকে রাজনৈতিক বলে ধরা হবে না। ধারা ৬(২)-এ হত্যাকাণ্ড, গুম, ভয়ংকর আক্রমণ এবং অস্ত্র ব্যবহারের মতো অপরাধগুলিকে রাজনৈতিক হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

হাসিনাকে যেসব অভিযোগে সেদেশের ট্রাইবিউনাল দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা দিয়েছে, তার মধ্যে অবশ্য হত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ইত্যাদি আছে। যদিও ৪ নম্বর ধারাকে হাতিয়ার করতে পারে ভারত। যেখানে লিপিবদ্ধ আছে, প্রত্যর্পণের আবেদন নাকচ করা যেতে পারে যদি অনুরোধকারী দেশের অভিযোগ 'সৎ বিশ্বাসে এবং ন্যায্যতার স্বার্থে করা না হয়।'

ভারত যুক্তি দিতে পারে যে বাংলাদেশের দাবি ন্যায্য বিচার বা আইনগত স্বার্থের জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অংশ। সেক্ষেত্রে প্রত্যর্পণের আর্জি মঞ্জুর না করার ব্যাখ্যা থাকতে পারে। এছাড়া ৪ নম্বর ধারায় আরেকটি বিধান আছে- যদি প্রত্যর্পণ 'অন্যায় বা অত্যাচারমূলক' হয়, তাহলে অনুরোধ নাকচ করা যেতে পারে।

কার্যত একই ভাষায় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত, 'হাসিনার দলের দাবি অনুযায়ী সেদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল 'একটি রাজনৈতিক আদালত।' যেখানে বিচারপ্রক্রিয়া নয়, প্রতিশোধই মূল উদ্দেশ্য। ভারত চাইলে এই যুক্তিকেই আইনগত ভিত্তি হিসেবে পেশ করতে পারে।'

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের রায় ঘোষণার পরই অবশ্য নয়াদিল্লিকে চিঠি পাঠিয়ে

*এরপর দশের পাতায়*

## কথায় কথায়

# জোটের কাছে রাহুল যেন বোঝা হয়ে উঠছেন

**আশিস ঘোষ**

অনেক দিন আগের কথা। ১৯৯৫ সাল। বিহারের বিধানসভার ভোট। দলের হাল দেখতে গিয়েছেন তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। পাটনার কংগ্রেস অফিস সদাকত আশ্রম থেকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, বিহারে কংগ্রেস ক'টা সিট পাবে বলে মনে হয়? বললাম, বড়জোর কুড়ি-পঁচিশটা। কী বলছিস রে! অবাক হয়ে গেলেন কংগ্রেসের চাণক্য, 'আমাকে যে ওরা বলছে আরও বেশি।' ওরা বলতে দলের স্থানীয় মাথা আর অনুগতজনেরা।

তখন ঝাড়খণ্ড আলাদা রাজ্য হয়নি। লালুপ্রসাদের জনতা দলের লড়াই ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে। তখন বিহারের মোট আসন ৩২৪। শেষপর্যন্ত সেবার কংগ্রেস পেয়েছিল ২৯টা। সেই যে কংগ্রেসের শনির দশা শুরু হল বিহারে, তা আর কাটল না। এখন অবস্থা যা, তাতে ভোটের রেজাল্ট বেরোলে কংগ্রেসকে খুঁজে বের করতে হয়। এবারও তাই। ৬১ আসনে লড়ে কংগ্রেসের হাতে মাত্র হাফ ডজন।

কংগ্রেসকে ঢের পিছনে ফেলে কোথায় চলে গিয়েছে বিজেপি, নীতীশ কুমাররা! জাতপাতের অঙ্কে পিছিয়ে পড়েছে কংগ্রেস। একের পর এক ভোটে হারতে হারতে হারার অভ্যেস করে ফেলেছে শতাব্দীপ্রাচীন দলটা। হাতেগোনা একটি-দুটি রাজ্যে টিমটিম করে সরকারে টিকে রয়েছে এখন। বিহারে এবার অভূতপূর্ব হারের পর তারা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করছে বলে জানা যাচ্ছে, যেমনটা প্রত্যেকবার হয়ে থাকে।

রাহুল সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, এই লড়াই গণতন্ত্র এবং সংবিধান বাঁচানোর লড়াই। কংগ্রেস এই ফলাফল পর্যালোচনা করবে এবং গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই আরও জোরদার করবে। সঙ্গে অবশ্যই বলেছেন ভোট চুরির কথা, নির্বাচন কমিশনের কথা। কবেই জমিদারি গিয়েছে। রয়ে গিয়েছে শুধু জমিদারি মেজাজ।

*এরপর দশের পাতায়*

# মউ-এর আসল নথি উধাও পুরসভা থেকে

**মালবাজার, ১৭ নভেম্বর :** ৬০০ কোটির প্রকল্পের মউ স্বাক্ষরের নথিপত্র মাল পুরসভা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। এদিকে, রবিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে 'আসল নথি' হাতে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন মালের প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। সোমবার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে একাধিক কাউন্সিলার ওই নথি সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি জানিয়ে দেন, ওই সংক্রান্ত কোনও নথি পুরসভায় নেই।

সোমবার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে চেয়ারম্যানের কাছে ওই মউ সংক্রান্ত তথ্য জানতে চান কাউন্সিলার অজয় লোহার। পরে অজয় লোহার বলেন, খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, পুরসভায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এমন কোনও মউ সংক্রান্ত নথি নেই। পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়িও বলেছেন, 'মণিপুরের এই বিষয়টি সদ্য জানতে পেরেছি। তবে এমন কোনও মউ স্বাক্ষরের তথ্য পুরসভায় থাকার কথা হলেও এই ক্ষেত্রে সেটা নেই।' কাউন্সিলারদের একাংশ প্রশ্ন তুলছেন, পুরসভায় থাকা এই সংক্রান্ত আসল নথি কি তা হলে স্বপন সাহার কাছেই রয়েছে? রবিবার রাতে সাংবাদিক সম্মেলনেও স্বপন সেই দাবি করেছেন। সোমবার স্বপন বলেছেন, 'চুক্তি বাতিল করা হয়েছিল আগেই। তাই সেই নথি পুরসভায় থাকার কোনও মানে হয় না।' এদিন মণিপুরের ওই সংস্থার প্রোজেক্ট ডিরেক্টর আরকে রাজেন সিং জানিয়েছেন, চুক্তি বাতিলের কথা লিখিতভাবে তাঁর কোম্পানিকে জানানো হয়নি। শুধু তাই নয়, কেন চুক্তি বাতিল করা হল এবং সেকথা কেন তাঁকে জানানো হয়নি, তা জানতে চেয়ে মাল পুরসভাকে আইনি চিঠি দিচ্ছে তাঁর কোম্পানি।

মাল পুরসভা এবং মণিপুর স্টেট কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন সংস্থার মধ্যে ২০২২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ৬০০ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত মউ স্বাক্ষরিত হয়। তৎকালীন চেয়ারম্যান কক্ষেই মণিপুরের সংস্থার প্রোজেক্ট ডিরেক্টর আরকে রাজেন সিং এবং স্বপন সাহা স্বাক্ষর করেন মউ-এ। সেখানে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর ছিল ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথের। মউ স্বাক্ষরের পর রাজেন সিং নিজের কপি নিয়ে চলে যান মণিপুরে। কিন্তু

*সোমবার মাল পুরসভায় বোর্ড মিটিং।*

### কোথায় বিতর্ক

■ সোমবার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে ৬০০ কোটির প্রকল্পের নথি নিয়ে জানতে চান কাউন্সিলাররা

■ চেয়ারম্যান জানিয়েদেন, ওই মউ স্বাক্ষরের কোনও নথি পুরসভায় নেই

■ রবিবার আসল নথি বলে দাবি করে কাগজ দেখিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন স্বপন

অভিযোগ, চুক্তির নথি জমা হয়নি পুরসভার রেকর্ড রুমে। সম্প্রতি মণিপুরের সংস্থার প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মাল পুরসভায় এসে চুক্তির একটি কপি দিয়ে যান বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির কাছে। তখনই সামনে আসে এই রহস্য। চুক্তিপত্রের আসল কপি মাল পুরসভার রেকর্ড রুমে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলছেন বিরোধীরাও। সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'সরকারি কাগজ অফিসে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেই নথি স্বপনের হাতে থাকায় সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে।' বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনমাফিক পদক্ষেপ করা উচিত।'

# দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে খুলল তিন চা বাগান

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ১৭ নভেম্বর :** প্রায় দু'মাস পর একযোগে খুলল তিন চা বাগান। সোমবার থেকে ফের কাজে গেলেন ধরণীপুর, রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর বাগানের শ্রমিকরা। তবে, এদিন শ্রমিকদের উপস্থিতি কম ছিল। অনেকেই বিঘা শ্রমিকের কাজে আশপাশের বাগানে চলে যাওয়ার কারণে এই গরহাজিরা। তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে বাগান পরিচালকদের আশা। ফের কাজে যোগ দেওয়ার সেই চেনা সাইরেনের শব্দ ভেসে আসায় শ্রমিকরা খুশি। তাঁরা বকেয়া পাওনা প্রাপ্তি নিয়েও আশা প্রকাশ করেছেন।

যদিও শঙ্কার চোরাস্রোত কিন্তু রয়েই যাচ্ছে। ৩ বাগানই যার মাধ্যমে নতুন করে পথ চলা শুরু করল সেই ঋত্বিক ভট্টাচার্য বলছেন, 'শীতের শুখা মরশুমে বাগান খুলেছি। দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক বাকি বকেয়াও মিটিয়ে দেওয়া হবে। তবে জমির লিজ না পেলে অদূরভবিষ্যতে বাগানগুলি চালানো সম্ভব হবে না। দ্রুত লিজের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করব।'

পুজোর আগে সেপ্টেম্বরে বোনাস ইস্যুকে কেন্দ্র করে ধরণীপুর বন্ধ হয়েছিল। তিন শতাধিক শ্রমিকের ওই বাগানটির পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছিল। বাড়ছিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে, সেপ্টেম্বরেই রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর বাগান দুটিও অচল হয়ে ছিল বকেয়াকে কেন্দ্র করে। সেখান থেকেও শ্রমিকরা দ্রুত বাগান খোলার দাবিতে সরব হচ্ছিলেন। গত ৮ নভেম্বর দুটি শ্রমিক সংগঠন- তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন ও ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বর্তমান মালিকপক্ষের শিলিগুড়িতে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেখানে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়। সেই মোতাবেক ৩ বাগান এদিন থেকে খোলে।

ধরণীপুরের বিরষো টোপ্পো নামে এক শ্রমিক বলেন, 'বাগান আর কয়েকদিন বন্ধ থাকলেই হাহাকারের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যেত। সবার পক্ষে অন্য বাগানে গিয়ে বিঘাশ্রমিকের কাজ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া শীত এসে যাওয়ায় আর কয়েকদিন পর থেকে বিঘা কাজও বন্ধ হয়ে যাবে।' ওই বাগানেরই রজনী মুন্ডা নামে এক শ্রমিকের কথায়, 'আশা করছি দ্রুত বকেয়া বোনাস সহ ও বকেয়া মজুরিও পেয়ে যাব। গত ২২ বছর ধরে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের সাক্ষী রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর। সেখানেও আপাতত খুশির হাওয়া।' সাজন লিম্বু নামে এক দফাদার বলেন, নিয়মিত মজুরি হোক এটাই আমাদের বড় চাওয়া।'

এদিন সব মিলিয়ে সাড়ে ৩০০-র মতো শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে বাড়বে। কাঁচা পাতা তোলার ফাঁকেই এক শ্রমিক অমৃতা প্রধান বলেন, 'বন্ধ থাকলে কী দশা হয় তা আমাদের থেকে ভালো আর কে-ই বা জানে। সব অন্ধকার কেটে যাক এটাই একমাত্র প্রার্থনা।' সুরেন্দ্রনগর চা বাগানের জুলফে বিশ্বকর্মার কথায়, 'আশা করছি মালিকপক্ষ চুক্তি মোতাবেক বাগান চালাবেন। আমাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতায় কোনও কার্পণ্য থাকবে না।'

*কাজ হচ্ছে রেডব্যাংক চা বাগানে। সোমবার সকালে।*

## পাহাড় নিয়ে সংঘাত, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর ফের চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে

# মধ্যস্থতাকারীর কাজ শুরু দিল্লিতে

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** রাজ্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও দার্জিলিং পাহাড়ের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত মধ্যস্থতাকারী কাজ শুরু করেছেন। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে অবিলম্বে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের নির্দেশিকা বাতিল করার দাবি জানালেন তিনি। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) অ্যাক্ট লঙ্ঘন করা হচ্ছে। দেশের সংবিধানের কোনও ধারাতেই এভাবে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের কথা বলা নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গও যে কেন্দ্রের ওই অসাংবিধানিক সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না তাও এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর এমন অবস্থানকে পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা স্বাগত জানালেও বিজেপি সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এর বিরোধিতায় সরব হয়েছে।

এব্যাপারে পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে কেন্দ্র কোনওভাবেই পাহাড় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের ঘটনায় রাজ্য বিরোধিতা করেছে। ফলে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে অফিস খুলে বা পাহাড়ে এসে তিনি আর কী করবেন?' অন্যদিকে বিরোধীদের বক্তব্য, কেন্দ্র জিটিএ ব্যবস্থায় খুশি নয়। তাই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে। এতে সমস্যা কোথায়? গত ১৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজতে প্রাক্তন আমলা পঙ্কজকুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিয়োগ করেছে। যা নিয়ে বর্তমানে শুধু পাহাড়ই নয়, রাজ্য রাজনীতিতেও তোলপাড়।

**রাজ্য বনাম কেন্দ্র**

- দার্জিলিং পাহাড়ের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত মধ্যস্থতাকারী কাজ শুরু করেছেন
- ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী সোমবার ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে নির্দেশিকা বাতিল করার দাবি জানালেন
- মুখ্যমন্ত্রীর এমন অবস্থানকে পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা স্বাগত জানায়
- তবে বিজেপি সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এর বিরোধিতায় সরব হয়েছে

রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা না বলে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে গত ১৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেন। মমতা লিখেছিলেন, দার্জিলিং পাহাড় পশ্চিমবঙ্গের অংশ। অথচ রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে কেন্দ্রের তরফে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করার প্রক্রিয়া সংবিধান বিরোধী। জিটিএ অ্যাক্টেও এমন সুযোগ নেই এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হস্তক্ষেপ বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। তাই দ্রুত এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিও তোলা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই চিঠি পাওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র অফিসে চিঠি দিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়। তবে ওই মধ্যস্থতাকারী ইতিমধ্যেই অফিস চালু করেছেন বলে নবান্নের কাছে খবর রয়েছে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সোমবার ফের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।

এপ্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের নেতা মহেন্দ্র ছেত্রীর বক্তব্য, 'জিটিএ চুক্তিতে কেন্দ্র, রাজ্য এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সই করেছিল। এখন কেন্দ্র এবং মোর্চা দু'পক্ষই জিটিএ ব্যবস্থায় খুশি নয়। তাই মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ হয়েছে। রাজ্য বিরোধিতা করলেও কিছু যায় আসে না। কারণ কেন্দ্রের পদক্ষেপকে পাহাড়ের মানুষ স্বাগত জানিয়েছে।' অন্যদিকে মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলেছেন, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত। জিটিএ চুক্তিতেও গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আলোচনা চলবে বলে লেখা রয়েছে। কাজেই পাহাড়বাসীর স্বপ্ন পূরণে আলোচনার রাস্তা খুললে তা তো ভালো কথা। মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা না করে স্বাগত জানানো উচিত।' এদিকে, রাজ্যের অবস্থানে ক্ষুব্ধ বিজেপিও। দলের দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে যত কম কথা বলবেন ততই ভালো।'

## রামকৃষ্ণ মিশনে শিশু সপ্তাহ

**বৈষ্ণবনগর, ১৭ নভেম্বর :** সোমবার কালিয়াচক-৩ ব্লকের দাঁড়িয়াপুর ভাদুটোলায় পালিত হল শিশু সপ্তাহ। এদিন বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সৃজনশীল বিকাশকে কেন্দ্র করে সারাদিন ধরে বিভিন্ন শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্যাকেটজাত ও রাস্তার খাবারের ক্ষতিকর প্রভাব, ট্রাফিক সিগন্যালের গুরুত্ব, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

## শংসাপত্র

**গাজোল, ১৭ নভেম্বর :** উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ পেলেন ১৫ জন ব্যক্তি। ক্ষুদ্র বস্ত্রশিল্পের ওপরে ৩৩ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। পাশ করেছেন ২৭ জন। সোমবার দুপুরে গাজোলের ধরণী ধর সরকার অতিথি নিবাসের সভাগৃহে তাঁদের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

**e-Tender**
Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for **Projects under Urgent Road Repair** in the district of Uttar Dinajpur vide eNIT No. **WBSRDA/URR/12 of 2025-26 [1st Call].** Details can be viewed in http://www.wbtenders.gov.in. on & from 18.11.2025 at 10:00 Hours. Last date for e-submission stands 12.12.2025 upto 16.55 Hrs for the aforesaid eNIT.
Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA. Uttar Dinajpur Division

**কর্মখালি**

শিলিগুড়ি চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ, কাজের সময় সকাল ৮-৩০ থেকে ২ টা। Ph:- 8250106017. (C/119134)

●

শিলিগুড়ি সেবক রোড, চেক পোস্টের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রী)। বেতন : 10,000/- - 11,500/-. (M):- 8797633557. (C/119134)

●

Required Computer teachers for Vivekananda Sishu Mandir, Vivekananda Sishu o Vidyamandir, Malda. Cont : 91263-36407. (C/119134)

**কিডনি চাই**

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা, বয়স 35 এর মধ্যে। Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No. 8016140555. (C/119327)

**Quotation**
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited Quotation vide APAS Quotation no- 03, Memo No- 3631/M, Dated- 17/11/2025 for different types of Development works (Apas) under Jalpaiguri Municipality. Last date of bidding dated: 24/11/2025 at 3.00 P.M Details which are available in the official notice board.
**Executive Officer**
**Jalpaiguri Municipality**

**অ্যাফিডেভিট**

আমার ভোটার কার্ডে নাম Jiten Das আছে গত 16-05-2025 তারিখে নোটারী পাবলিক জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Domashu Das এবং Jiten Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118591)

●

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 10860/14 তাং 26-05-2014 নাম ভুল থাকায় গত 11.11.25, J.M. 2nd চাঁচল কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার ছেলে Iftikar Alam এবং Iftikar Alam (Ayan) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল। - Md Jahangir Alam, S/o-Talebul Islam, পূর্ব তালসুর, বাঘুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা। (S/T)

●

আমি Bikash Ghosh S/o-Suren Ghosh. Vill- Khaihatta, P.O.- Mangalbari, P.S+Dist- Malda. আমার প্যান কার্ডে যার নং AMLPG 2153P. আমার বাবার নাম ও আমার জন্ম তারিখ ভুল থাকায় গত 12/11/2025 তারিখে E.M Court মালদায় অ্যাফিডেফিট বলে ভুল সংশোধন করে Bikas Ghosh S/o- Surendra Nath Ghosh থেকে Bikash Ghosh S/o- Suren Ghosh করা হল। এবং আমার জন্ম তারিখ 05/08/1980 থেকে 10/08/1986 করা হল। Bikas Ghosh S/o- Surendra Nath Ghosh ও Bikash Ghosh S/o-Suren Ghosh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M/115438)

**নিলাম নোটিশ**
যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে ৪১তম ব্যাটালিয়ন এসএসবি রানিডাঙ্গা/সীমান্ত মুখ্যালয়/ক্ষত্রিয় মুখ্যালয় রানিডাঙ্গা, পিন- ৭৩৪০১২, জেলা- দার্জিলিংয়ে, নিম্নোক্ত তারিখ ও সময়ে অব্যবহারযোগ্য স্টোর্সের নিষ্পত্তির জন্য প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে, স্থান ঃ ৪১তম ব্যাটালিয়ন এসএসবি ক্যাম্প রানিডাঙ্গা, ডাকঘর, সুশ্রুতনগর, জেলা- দার্জিলিং (পঃবঃ), তারিখ ও সময় - ২১/১১/২০২৫ ১০.০০ ঘটিকা। সকল দরদাতা/আগ্রহী ব্যক্তিগণকে অতএব নিলামে নিয়ম ও শর্তাবলি অনুযায়ী নিলামের নিয়ম অনুসারে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। নিয়ম ও শর্তাবলির বিস্তারিত বিবরণ এসএসবি ওয়েবসাইট https://ssb.gov.in কন্ট্রোল রুম নং - 9435756308 এতে পাওয়া যাবে।
তরফে কমান্ডান্ট
৪১তম ব্যাটালিয়ন সশস্ত্র সীমাবল
রানিডাঙ্গা

জাতীয় সড়কে গাড়ির চাকায় পিষ্ট চিতাবাঘ।

# গাড়ির ধাক্কায় ফের মৃত্যু চিতাবাঘের

**শুভদীপ শর্মা**

লাটাগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : গাড়ির ধাক্কায় ফের মৃত্যু হল বন্যপ্রাণীর। সোমবার দুপুর নাগাদ গরুমারা সেন্ট্রাল ওয়ান ও লাটাগুড়ি জঙ্গলের সুরশ্রুতি ৫ নম্বর কম্পার্টমেন্টের মাঝে জাতীয় সড়কে একটি চিতাবাঘের পিষে যাওয়া দেহ উদ্ধার হয়েছে। বন দপ্তর জানাচ্ছে, চিতাবাঘটির মৃত্যুর পর সেটির ওপর দিয়ে এতবার গাড়ির চাকা গিয়েছে যে চিতাবাঘটি মর্দা না মাদি তা চিহ্নিত করা যায়নি। এনিয়ে পরপর দু'দিনে লাটাগুড়ি ও গরুমারা জঙ্গলের মাঝের জাতীয় সড়কে তিনটি বুনোর মৃত্যু হল। যদিও উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'গাড়িগুলিকে চিহ্নিতকরণ করার চেষ্টা চলছে।'

এদিন প্রায় থেঁতলে যাওয়া চিতাবাঘটির দেহ উদ্ধার করে লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, প্রাণীটি পূর্ণবয়স্ক ছিল না। ময়নাতদন্ত করার পর সেটিকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গত কয়েক বছরে গাড়ির ধাক্কায় একের পর এক বাইসন, চিতাবাঘ, হরিণ সহ একাধিক ছোট-বড় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। রবিবারও জঙ্গলের এই পথে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি সম্বর ও একটি মাদি বার্কিং ডিয়ারের দেহ উদ্ধার হয়। দুটি প্রাণীরই গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল। পরের দিনই ওই ঘটনাস্থল থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে ফের একটি চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। এভাবে জাতীয় সড়কের ওপর একটি বন্যপ্রাণীর দেহ পড়ে থাকার পরও তার ওপর দিয়ে কীভাবে একের পর এক গাড়ি চলে গেল তা নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে? অভিযোগ, ওই পথে গাড়ির গতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট গতির মাত্রা ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটলেও সেব্যাপারে নজরদারি করার কোনও ব্যবস্থাই নেই। দীর্ঘদিন থেকেই পরিবেশপ্রেমীদের দাবি ছিল যাতে রাতে ওই পথে গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

# সীমান্তে চিন্তা বাংলাদেশিদের

**দীপেন রায়**

**মেখলিগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর :** প্রতিদিনের চেনা ছবিটা সোমবার যেন কিছুটা অন্যরকম। মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডর দিয়ে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দহগ্রাম অঙ্গারপোতার যোগাযোগ সম্পন্ন হয়। প্রতিদিন প্রচুর বাংলাদেশি ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু সোমবার সেই যাতায়াত উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। এদিন আন্তর্জাতিক ট্রাইবিউনালের বিচারে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ এসেছে। সোমবার দুপুরের মধ্যে বিশ্বজুড়ে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে চিন্তিত রোজ করিডর ধরে এপারে আসা বাংলাদেশিরাও। তবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর এমন সাজা ঘোষণায় তাঁদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। এদিন তিনবিঘা করিডর পার হওয়া বাংলাদেশের এক টোটোচালক বললেন, 'বাংলাদেশ আরও উত্তপ্ত হবে। আমাদের রুটিরুজিতেও তার প্রভাব পড়বে।'

অন্যদিকে, রংপুর থেকে এদেশে বেড়াতে আসা একটি পরিবারও পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বধূর মতে, হাসিনার আমলেই অনেক রাস্তাঘাটের কাজ হয়েছে। তার পরে উন্নয়ন থমকে গিয়েছে। অন্যদিকে, বিপরীত মতও পোষণ করেছেন অনেকে। দহগ্রাম অঙ্গারপোতার দিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে করিডর পার হওয়া আরেক ব্যক্তির বক্তব্য, 'শেখ হাসিনার নির্দেশে রংপুরে শহিদ আবু সাহিদের মতো হাজার হাজার ছাত্র-যুবদের রক্ত ঝরেছে। তাই তাঁর ফাঁসির সাজাই যথাযথ বিচার।' আবার বাইকে তিনবিঘা করিডরে আসা ফিরোজ আলম নামে আরেক তরুণ প্রশ্ন ছুড়লেন, 'শেখ হাসিনাকে নিয়ে শুধুই রাজনীতি চলছে। তিনি যদি ভারতে থাকেন, তবে কীভাবে তাঁর ফাঁসি দেওয়া হবে?' চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে ভিসাধারী পর্যটকদের যাতায়াত সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা কমছে। ওপারের রংপুর থেকে কোচবিহারে মেয়ের বাড়ি যেতে আসছিলেন ষাটোর্ধ্ব ভারতীরানি রায়। তিনি চোখের চশমা খুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অবশ্যই খুব খারাপ লাগছে। এতদিন দেশকে আগলে রাখার পর এটাই কি প্রাপ্য?'

ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরার পথে হাতিবান্ধার এক স্কুল শিক্ষক আবার বললেন, 'এখনও আমাদের ওদিকে বড় কোনও গোলমাল নেই। মোটামুটি শান্তিতে আছি। তবে ভবিষ্যতে কী হবে জানা নেই।' তাঁর মতে, এর থেকে বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না। কারণ, ওই দেশেই থাকতে হবে।

তিনবিঘা করিডর দিয়ে বাংলাদেশিদের স্বাভাবিক যাতায়াত। সোমবার।

**আশঙ্কা**

- মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডর দিয়ে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দহগ্রাম অঙ্গারপোতার যোগাযোগ সম্পন্ন হয়
- প্রতিদিন প্রচুর বাংলাদেশি ওই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন
- এদিন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশে চিন্তিত রোজ করিডর ধরে এপারে আসা বাংলাদেশিরাও

# পণ্যবাহী ট্রেনে সজাগ 'দৃষ্টি'

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** পণ্যবাহী ট্রেন থেকে সামগ্রী চুরি ঠেকানোই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল 'দৃষ্টি' নামে এআইভিত্তিক নতুন একটি নজরদারি ব্যবস্থা চালু করছে। গুয়াহাটি আইআইটি'র তৈরি এই দেশীয় প্রযুক্তি ইতিমধ্যে সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে।

গত বছর ১৯ নভেম্বর গুয়াহাটি আইআইটি'র সঙ্গে এ বিষয়ে মৌ স্বাক্ষর করেছিল উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'মালবাহী ট্রেনের বগিগুলিতে দৃষ্টি নামে এই এআইভিত্তিক যন্ত্রটি বসানো থাকবে। এটি দিয়ে চলন্ত ট্রেনেও হাইস্পিড ছবি তোলার পাশাপাশি জোরালো নজরদারি সম্ভব হচ্ছে। সামগ্রী লোডিং ও আনলোডিংয়ের সময় কোনেও বগির দরজা খোলা থাকলে যন্ত্রটি অ্যালার্ম দিয়ে জানিয়েও দেবে।' চলতি মাসের শেষ দিকে মালগাড়িতে এই যন্ত্রগুলি স্থায়ীভাবে বসানো হবে বলে রেলের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন।

**ABRIDGED E-TENDER NOTICE**
Tenders are hereby invited vide Tender Reference e-NIT No. **e-NIT NO: DHUPGURI/BDO/NIT-007/2025-26,** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.
visit **www.wbetenders.gov.in** and Office Notice Board for further details.
**Block Development Officer**
**Dhupguri Development Block**

**e-TENDER NOTICE**
**Office of the BDO&E.O., Banarhat Block, Jalpaiguri**
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT NO **BANARHAT/BDO/NIT-015/2025-26.** Last date of online bid submission 11/12/2025 Hrs 11.00 A.M. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি**
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং স্টলের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। ই নিলাম ক্যাটালগ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ সিএটিজি-এমএলডিটি-ডিইসি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০১.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট।
**মালদা ডিভিসনে ক্যাটারিং স্টল-এর জন্য ই-নিলাম**
এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ ঃ এএ/১, সিএটিজি- এমএলডিটি- ডিএনআরই- জিএমইউ-২-২২-১, ধনৌরী। এএ/২, সিএটিজি- এমএলডিটি- ডিআরটিপি- জিএমইউ-৫-২২-১, দশরথপুর। এএ/৩, সিএটিজি- এমএলডিটি- এনআইএলই- জিএমইউ-১১২-২৫-১, নিমতিতা। এবি/১, সিএটিজি- আরপিইউআর- এসএমইউ-১০-২৪-১, রতনপুর। এবি/২, সিএটিজি- এমএলডিটি- বিএইচডব্লু- এসএমইউ-৬৬-২৪-১, বারহারওয়া। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-230/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি**
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি), সুলতানগঞ্জ (এসজিজি), পীরপৈন্তী (পিপিটি) এবং মুঙ্গের (এমজিআর) স্টেশনে সুলভ শৌচালয় পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিইউ-এমএলডিটি-২৫-১৩। নিলাম শুরু ঃ ০১.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ।**
(১) পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি -টিওআই-৫০-২৫-১ এবং শিবনারায়ণপুর।
(২) পিএনইউ-এমএলডিটি- এসজিজি -টিওআই-৪১-২৫-২ এবং সুলতানগঞ্জ।
(৩) পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি -টিওআই-৩৪-২৫-১ এবং পীরপৈন্তী,
(৪) পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি -টিওআই-৫১-২৫-১ এবং শিবনারায়ণপুর।
(৫) পিএনইউ-এমএলডিটি- এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৫-১ এবং মুঙ্গের। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-228/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**সোনা ও রুপোর দর**

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৩৭০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৪৩০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১১৮১৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১৫৬০০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১৫৬১০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

**আজকের দিনটি**

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আপনার কথার ভুলে সংসারে অশান্তি হতে পারে। মূল্যবান কোনও কাগজ হারিয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৃষ : পরিচিত কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে সহযোগিতা পেতে পারেন। প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্তদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মিথুন : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগের সুফল পাবেন। নিজের বা স্ত্রীর শরীর নিয়ে একটু চিন্তা হতে পারে। সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি বাড়বে। বাড়ির কোনও বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা হবে। সিংহ : স্কুলবেলার কোনও বন্ধুর সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। সামান্য কাজের জন্য বাইরের কোনও লোকের সাহায্য না নেওয়াই ভালো। কন্যা : অলসতার কারণে নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ হারাতে হতে পারে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। তুলা : সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটলেও সন্ধের পর ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে মন শান্ত হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। বৃশ্চিক : বাড়ির সমস্যা নিয়ে বন্ধুমহলে আলাপ আলোচনা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সন্ধের পর ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। ধনু : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের স্বপ্নপূরণ হবে। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রু আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। মকর : জমি, বাড়ি কেনাবেচার শুভ দিন। উচ্চশিক্ষায় ব্যাপক সাফল্যে উচ্চপদে চাকরি। প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কুম্ভ : ব্যবসা সম্প্রসারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিলে উপকৃত হবেন। যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে। মীন : নিকট আত্মীয়ের চক্রান্তে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেলে রাখা কাজ শুরু করুন।

**দিনপঞ্জি**

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ কার্ত্তিক, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ১ অঘোন, সংবৎ ১৩ মার্গশীর্ষ বদি অধিক, ২৬ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৭, অঃ ৪।৪৯। মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী দিবা ৭।৩। স্বাতীনক্ষত্র অহোরাত্র। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৯।৪৩। বণিজকরণ দিবা ৭।৩ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।৫৯ গতে শকুনিকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৩ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।১৮ গতে ৮।৪০ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।৩ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান। শ্রীপাদ রামদাস বাবাজি মহারাজের তিরোভাব তিথি উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৫ মধ্যে ও ৭।৩ গতে ১১।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ৯।১৭ গতে ১১।৫৮ মধ্যে ও ১।৪৫ গতে ৩।৩২ মধ্যে ও ৫।১৯ গতে ৫।৫৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩০ মধ্যে।

**আজ টিভিতে**

লাজু-সুদেবকে একসঙ্গে বাড়ির দরজায় দেখে অবাক অনুভব!
**কনে দেখা আলো** রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

**সিনেমা**

**জলসা মুভিজ** : সকাল ১০.১৫ নায়ক, দুপুর ১.০০ লাভেরিয়া, বিকেল ৪.০০ শ্রীমান ভূতনাথ, রাত ১০.০০ গুরু
**কালার্স বাংলা সিনেমা** : সকাল ১০.০০ বড়বউ, দুপুর ১.০০ মান মর্যদা, বিকেল ৪.০০ খোকা ৪২০, সন্ধে ৭.৩০ বারুদ, রাত ১০.৩০ সখী তুমি কার
**জি বাংলা সোনার** : সকাল ৯.৩০ কলঙ্কিনী বধূ, দুপুর ১২.০০ স্বপ্ন, ২.৩০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, বিকেল ৫.০০ মায়া মমতা, রাত ১০.৩০ একান্ত আপন
**কালার্স বাংলা** : দুপুর ২.০০ অন্নদাতা
**আকাশ আট** : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ
**জি সিনেমা** : দুপুর ১২.০৯ দবং-থ্রি, ২.১৩ আরআরআর, বিকেল ৫.৩৯ হিট লিস্ট, সন্ধে ৭.৫৫ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, রাত ১১.০০ ওয়েলকাম ব্যাক
**অ্যান্ড পিকচার্স** : বেলা ১১.২৪ শূরবীর, দুপুর ১.৪২ আ অব লওট চলেঁ, বিকেল ৪.৪৪ তিরঙ্গা, সন্ধে ৭.৩০ হিম্মতওর, রাত ৯.৪৮ কার্তিকেয় টু
**জি অ্যাকশন** : সকাল ১০.৫৪ মার্কেট রাজা, দুপুর ১.৫২ খিলাড়ি তু অনাড়ি, বিকেল ৫.০২ রিয়েল টেভর, সন্ধে ৭.৫৯ অহো বিক্রমার্কা, রাত ১০.২৯ চন্দ্রমুখী
**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি** : দুপুর ১২.২৩ জিরো, বিকেল ৩.০৬ সালাম ভেঙ্কি, বিকেল ৫.২৫ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, সন্ধে ৭.২৭ ওমেরতা, রাত ১০.৫৫ হ্যাপি ভাগ জায়েগি

**শ্রীমান ভূতনাথ** বিকেল ৪.০০
**জলসা মুভিজ**

**আরআরআর** দুপুর ২.১৩
**জি সিনেমা**

**খনার কাহিনী** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

**সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।**

# আনটায়েড ফান্ডের টাকা দেরিতে

## কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতিরা

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** কেন্দ্রের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আনটায়েড খাতের প্রথম কিস্তির টাকা নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আসায় দ্রুত কাজ করা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন জেলা পরিষদের সভাধিপতিরা। এরপর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আগামী বছর পাঠিয়ে দিয়ে চটজলদি পরিকল্পনা উন্নয়নে চাপ দেবে কেন্দ্র বলে মনে করা হচ্ছে। একে তো এসআইআর-এর কাজে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারি কর্মী ও অফিসাররা ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যস্ত আছেন। তার উপর আগে টাকা না দিয়ে বছরের শেষে পাঠানোয় কাজের চাপ বাড়ল বলে মনে করছে জেলা পরিষদগুলি।

কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিত্রা রায় বলেন, ‘এমনিতেই বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অর্থবরাদ্দ বন্ধ রয়েছে। সংশয়ে ছিলাম আদৌ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা মিলবে কি না। কেন্দ্র বরাবর এই খাতে অর্থবরাদ্দে দেরি করে। তারপর পরিকল্পনা রূপায়ণে তড়িঘড়ি করে।’

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব্যর কথায়, ‘আমাদের পরিকল্পনা আগে থেকেই তৈরি করা আছে। প্রকল্প রূপায়ণে সমস্যা হবে না। কিন্তু এইভাবে বছর শেষে প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে কাজের চাপ বাড়ানো কেন্দ্রের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।’

উত্তরবঙ্গের মধ্যে মালদা জেলা পরিষদ সবচেয়ে বেশি ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা পেয়েছে। কোচবিহার জেলা পরিষদ পেয়েছে ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা, উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে ৯৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

এই বরাদ্দ অর্থ আনটায়েড খাতে দেওয়া হয়েছে। এই অর্থে রাস্তা, পথবাতি, নর্দমা, পুকুর খনন, কালভার্ট, ছোট সেতু নির্মাণ সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করতে পারবে জেলা পরিষদগুলি। এই অর্থে স্যানিটেশন এবং পানীয় জলের কোনও কাজ করা যাবে না।

*পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দে রাস্তার কাজ চলছে জলপাইগুড়িতে।*

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন জানিয়েছেন, ২০২৫-’২৬ অর্থ বছর আগামী বছর ৩১ মার্চ শেষ হবে। প্রথম কিস্তির টাকা এত দেরিতে পাঠানোয় দ্রুত কাজ শেষ করে ‘ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট’ জমা করতে হবে। তবেই মিলবে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা। সেই টাকা পেতে আগামী বছর হয়ে যাবে। তার উপর এসআইআর নিয়ে চলছে সকলের ব্যস্ততা। তার বাইরে নতুন বছর পড়তেই শুরু হয়ে যাবে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা। পরিকল্পনা আগেভাগে করা থাকলেও ভোটার তালিকার সংশোধনীতে বড় সংখ্যক কর্মী ব্যস্ত থাকায় রূপায়ণে চাপ বাড়বে।

জেলা পরিষদগুলির পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকেও প্রথম কিস্তির আনটায়েড খাতে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে মালদার ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতিকে মোট ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, কোচবিহারের ১২টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, উত্তর দিনাজপুর জেলার ৯টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, জলপাইগুড়ি জেলায় ৯টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের ৬টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, দক্ষিণ দিনাজপুরের ৮টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা এবং জিটিএ এলাকার ৯টি পঞ্চায়েত সমিতিকে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়েছে কেন্দ্র।

> এমনিতেই বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অর্থবরাদ্দ বন্ধ রয়েছে। সংশয়ে ছিলাম আদৌ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা মিলবে কি না। কেন্দ্র বরাবর এই খাতে অর্থবরাদ্দে দেরি করে। তারপর পরিকল্পনা রূপায়ণে তড়িঘড়ি করে।
>
> **সুমিত্রা রায়** *সভাধিপতি, কোচবিহার জেলা পরিষদ*

# পড়ুয়াদের নতুন ইউনিফর্ম

**নাগরাকাটা, ১৭ নভেম্বর :** প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার স্কুল পড়ুয়াদের সোমবার নতুন স্কুল ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছে। আনন্দধারা প্রকল্পের মাধ্যমে নারী অভিযান সংঘ নামক স্বনির্ভর গোষ্ঠী এদিন বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু টিজি থ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়, টন্ডু স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক বিদ্যালয়, টন্ডু জুনিয়ার হাইস্কুল, নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ মোট ৮টি স্কুলের কর্তৃপক্ষের হাতে ইউনিফর্মগুলি তুলে দেয়। এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন আনন্দধারা প্রকল্পের এরিয়া কোঅর্ডিনেটর মৌমিতা দত্ত।

*খুদেদের হাতে নতুন ইউনিফর্ম।*

গত ৫ অক্টোবরের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বামনডাঙ্গা চা বাগান চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। বামনডাঙ্গা টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু সা বলেন, ‘ওই দুর্যোগে এখানকার মডেল ভিলেজ সহ শ্রমিক মহল্লাগুলি কার্যত ভেসে গিয়েছিল। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর কাছে স্কুলে আসার ইউনিফর্ম ছিল না। তাই পড়ুয়ারা সেভাবে স্কুলে আসত না। নতুন ইউনিফর্ম পেলে পড়ুয়াদের উপকার হবে।’ এমন উদ্যোগে অভিভাবকরা খুশি হয়েছেন।

# বিয়ে না মানায় বিষপান

**ধূপগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** আবার শিরোনামে ধূপগুড়ি।

দুজনে স্কুল পড়ুয়া। প্রেমিক একাদশে, প্রেমিকা পড়ে দশম শ্রেণিতে। সিঁদুরদান করে বিয়ে সম্পন্ন। অপ্রাপ্তবয়স্কদের এই বিয়ে মেনে নেননি প্রেমিকার বাড়ির লোক। চাপে পড়ে প্রেমিকের বাড়িতেই কীটনাশক পান প্রেমিকার। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ধূপগুড়ি ব্লকের একটি গ্রামে।

রবিবার রাতে প্রেমিকা অসুস্থ বোধ করতেই বছর ১৭-র প্রেমিককে জানায়। এরপর আত্মীয় এবং বাড়ির লোকের সহযোগিতায় তাকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক রাজ বর্মন দ্রুত চিকিৎসা শুরু করেন। ছাত্রীটিকে স্থিতিশীল করে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। তবে চিকিৎসক এনিয়ে কিছু বলতে চাননি।

মূল ঘটনার সূত্রপাত শনিবার। এই দুই অপ্রাপ্তবয়স্ক বাড়ি থেকে বেরিয়ে মন্দিরে সিঁদুর পরিয়ে বিয়ের

প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। প্রেমিকের বাড়িতে এসে ওঠে। সবটা বুঝতে পেরে প্রেমিকের বাড়ির লোক মেনেও নেন। কিন্তু বাদ সাধে প্রেমিকার পরিবার। স্কুল পড়ুয়া প্রেমিকের কথায়, ওর বাড়ির লোক মানতে চাইছে না। আমরাও ভীত হয়ে পড়ি। এরই মধ্যে ও কীটনাশক পান করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে, প্রেমিকের মায়ের কথা একটু আলাদা। তাঁর কথায়, আমরা মেনে নিয়েছি ঠিকই, তবে মেয়ের পরিবারে যোগাযোগ করে আপাতত বয়স না হওয়া পর্যন্ত যে যার বাড়িতে থাকার কথাই বলেছিলাম। কিন্তু তাতেও সাড়া দেয়নি মেয়ের বাড়ির লোক। এতেই চাপে পড়ে মেয়েটি কিছু বিষাক্ত দ্রব্য খেয়ে নিয়েছে।

এদিকে, রাতেই সেই ছাত্রীটিকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ হাসপাতালে যায়। সেখানে প্রাথমিক তদন্তও সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিবেশী আত্মীয় জানান, মেয়ের বাড়ির লোকরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রেমিকের বাড়ির লোকের কথায় গুরুত্ব দিতে চায়নি। এতেই নাবালিকা ভীত হয়ে কীটনাশক বা বিষাক্ত কিছু খেয়েছে। ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।

# আদালতে যাচ্ছেন ববিতা, অনামিকা

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) পরীক্ষায় শিলিগুড়ির ববিতা সরকার এবং অনামিকা রায়ের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। নিয়োগে দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হয়েছিল এই ববিতার দায়ের করা মামলায়। এদিকে ফল প্রকাশের পরে তিনি এখন নতুন করে মামলা করার চিন্তা করছেন। পাশাপাশি, ববিতার পাওয়া চাকরি ছিনিয়ে নেওয়া অনামিকাও আইনি পথে হাঁটতে চাইছেন। দুজনেই এবারের নিয়োগ পরীক্ষায় মাত্র ২ নম্বরের জন্য ইন্টারভিউয়ের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। তাঁদের মতো চাকরিরত অনেক শিক্ষক এবার একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার আগে ভেরিফিকেশনের ডাক না পেয়ে হতাশ। অভিযোগ, অনেক পদ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি থাকলে তাঁরাও চাকরি পেতেন।

নতুন নিয়োগের ফলাফলের বিষয়ে ববিতা বলেন, ‘তপশিলি জাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত চারটি পদ বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই চারটি পদ থাকলে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেতাম। কেন চারটি পদ কমানো হল তা নিয়ে মামলা করার পথে এগোচ্ছি।’ তাঁর সংযোজন, ‘কাট অফ-এর থেকে ২ নম্বর কম পেয়েছি। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর যদি এসএসসি বাদ দেয়, সেক্ষেত্রে আমি নিশ্চিত ডাক পাই। নতুন প্রার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিয়েছি। তাই আমার অ্যাকাডেমিক ও লিখিত পরীক্ষার নম্বর যোগ হয়েছে।’ অনামিকাও কাট অফ থেকে দুই নম্বর কম পেয়েছেন।

## কান ধরে ওঠবস কাণ্ডের তদন্ত নিয়ে সংশয়

# স্কুলে এলেন না পরিদর্শক

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনসূয়া চৌধুরী

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাসকে কান ধরে ওঠবস করানো সহ একাধিক বিষয়ে খতিয়ে দেখতে সোমবার জলপাইগুড়ির সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যাওয়ার কথা ছিল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক)। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে এদিন বিদ্যালয় পরিদর্শক সুজিত সরকার পরিদর্শনে এলেন না। এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'অনিবার্য কারণে সোমবার পরিদর্শনে যেতে পারিনি। স্কুল কর্তৃপক্ষকে সেই কথা জানিয়েও দিয়েছি।' কিন্তু ঘটনার পর প্রায় ১০ মাস পেরিয়ে গেলেও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও জেলা শিক্ষা দপ্তরের কাছে কোনও রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়নি। তার ওপর এদিন সুজিত স্কুল পরিদর্শনেও এলেন না। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় শিক্ষা দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

চলতি বছরের ৪ জানুয়ারি স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা সুতপা এবং আর এক শিক্ষিকা অরুণিমা মৈত্রের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায়। সৈকতের আর একটি পরিচয় আছে। তিনি জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান। সম্প্রতি সেই বৈঠকের একটি সিসিটিভি ফুটেজ (ভিডিও-র সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সৈকত সুতপাকে কান ধরে ওঠবস করাচ্ছেন। ওই ভিডিও নিয়ে সমাজমাধ্যমে হইচই পড়ে যায়। যদিও সৈকতের দাবি ওই ভিডিও এআই দিয়ে তৈরি। কিন্তু ঘটনার পর ১০ মাস পেরিয়ে গেলেও শিক্ষা দপ্তরের উদাসীন্য, স্বাভাবিকভাবেই নানান জল্পনার জন্ম দিচ্ছে।

এই বিষয়ে সুতপা বলেন, 'বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রথমে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন পরিদর্শনে আসবেন। তারপর আবার জানালেন পরিদর্শনে আসবেন না।' তিনি যোগ করেন, 'ঘটনার ১০ মাস পেরিয়ে গেলেও কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বা বারবার কেন পরিদর্শন পিছিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না।'

সুতপা এবং অরুণিমার বিরুদ্ধে স্কুলের বাকি শিক্ষিকাদের অনেক অভিযোগ রয়েছে। এই বিষয়ে তাঁরা শিক্ষা দপ্তরের কাছে অভিযোগও জানিয়েছিলেন। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করতেই শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে পরিদর্শনে আসার কথা ছিল বলে জানা গিয়েছে। পরিদর্শন পিছিয়ে যাওয়ায় তাঁরাও অসন্তুষ্ট।

এই প্রসঙ্গে স্কুলের শিক্ষিকা মিতালি লাহা বলেন, 'বুঝতে পারছি না কেন শিক্ষা দপ্তরের পরিদর্শন পিছিয়ে গেল। প্রকৃত সত্যটি সামনে আসুক সেটাই চাই।' আরেক শিক্ষিকা মধুপর্ণা রায় বলেন, 'শুনেছিলাম শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শনে আসবেন। আপাতত পিছিয়ে গেলেও আমরা আশাবাদী তাঁরা স্কুলে আসবেন।'

সুতপা ঘটনার বিস্তারিত ফুটেজ সহ ৭ জানুয়ারি তৎকালীন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। শিক্ষিকা অভিযোগপত্র ১৪ জানুয়ারি রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা ওই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার পরেই এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

### যা ঘটেছে

- মিড-ডে মিলের গরমিল সহ নানান বিষয়ে সৈকত এবং সুতপার বচসা হয়
- তড়িঘড়ি অরুণিমা মৈত্রকে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ করা নিয়েও মতানৈক্য হয়
- অন্য শিক্ষিকারাও সুতপা এবং অরুণিমার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন
- শুভেন্দু কান ধরে ওঠবস করানোর ফুটেজ পোস্ট করলে এই ঘটনা নিয়ে শোরগোল হয়

শিকার।। সোমবার শিলিগুড়ির রাঙ্গাপানিতে এশিয়ান গ্রিন বি ইটার্স-এর ছবিটি তুলেছেন মান্তু রায় দেব।

# কাজে যোগ দিলেন না শ্রমিকরা

## বকেয়া মজুরি মেটানোর দাবি

অনুপ সাহা

**ওদলাবাড়ি, ১৭ নভেম্বর :** বকেয়া মজুরির দাবিতে সোমবার বাগ্রাকোট চা বাগানের শ্রমিকরা কাজে যোগ দিলেন না। এদিন সকালে কাজ করতে এসে শ্রমিকরা জানতে পারেন বকেয়া মজুরি মেটানো হবে না। এরপর বাগানের গেটের সামনে দলমতনির্বিশেষে সমস্ত চা শ্রমিক একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। প্রায় দু'ঘণ্টা এভাবে চলার পর শ্রমিকরা কাজ না করে বাড়ি ফিরে যান। বাগানের সিটু অনুমোদিত চা শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব পবন প্রধান বলেন, 'কালীপুজোর আগে শেষবার শ্রমিক, স্টাফ ও সাব-স্টাফদের মজুরি, বেতন মেটানো হয়। যদিও সেটা অগাস্ট মাসের বকেয়া পাওনা ছিল। তারপর থেকে মালিকপক্ষ কোনও পেমেন্ট করেনি। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের মনে ক্ষোভ জন্মেছে। এদিন কাজ না করে শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।'

চম্পা প্রধান, অনিমা থাপা ও সুমিত্রা ওরাওঁদের মতো সাধারণ চা শ্রমিকদের অভিযোগ, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের দুটি করে চারটি পাক্ষিকের পর নভেম্বর মাসে আরও একটা পাক্ষিক কাজ করেছেন।

গত আড়াই মাস ধরে মালিকপক্ষ পাঁচটি পাক্ষিকের মজুরি আটকে রেখেছে। বারবার আবেদন করলেও বকেয়া মেটানো নিয়ে মালিকপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। এদিকে, অর্থাভাবে সংসারের খরচ চালানো ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। চম্পা প্রধান জানান, মজুরির টাকা না পেলে বাগ্রাকোটের কোনও শ্রমিক কাজ করতে যাবেন না।

বাগানের মালিকপক্ষ সম্মেলন টি অ্যান্ড বেভারেজেস প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সীর বক্তব্য, ''নিয়মিত পরিচর্যার পর এবছর বাগানে ভালো পরিমাণ চা পাতা এসেছিল। শ্রমিকরা নিয়ম মেনে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ চা পাতা তুললে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলের অঙ্গুলিহেলনে সাদাসিধে শ্রমিকদের ভুল বুঝিয়ে মহিলা শ্রমিকদের 'গো স্লো' করানো হয়েছে। এর ফলে চা পাতা গাছে নষ্ট হয়েছে। ক্ষতির বহর বেড়েছে।'' তাঁর সংযোজন, 'এখন যেভাবে বাগ্রাকোট চা বাগানে দৈনিক মাত্র ৫-১০ হাজার কেজি চা পাতা তোলা হচ্ছে তাতে প্রতিদিনের খরচ মেটানো কঠিন। চা পাতা তোলার পরিমাণ বাড়াতে হবে।' পাশাপাশি শীঘ্রই শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মেটানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বিজেপির ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্ব লরেন্স লাকড়া জানান, গত জুলাই মাস থেকে বাগানের ফ্যাক্টরি বন্ধ পড়ে রয়েছে। পেমেন্ট অনিয়মিত। মালিকপক্ষ কাঁচা পাতা বিক্রি করে চালানোর চেষ্টা করছে। এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে পারে না। অবিলম্বে তিনি সমস্ত বকেয়া মজুরি সহ শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি মেটানোর দাবি জানিয়েছেন।

বাগ্রাকোট চা বাগানের গেটে মহিলা শ্রমিকদের জটলা। সোমবার।

### ক্ষোভ

এদিন সকালে কাজ করতে এসে শ্রমিকরা জানতে পারেন বকেয়া মজুরি মেটানো হবে না

বাগানের গেটের সামনে দলমতনির্বিশেষে সমস্ত চা শ্রমিক একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান

প্রায় দু'ঘণ্টা এভাবে চলার পর শ্রমিকরা কাজ না করে বাড়ি ফিরে যান

## টুকরো খবর

### বৈদিক সংগীতানুষ্ঠান

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** সোমবার জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার মণ্ডলঘাটের সদানন্দপাড়ায় সন্তানদলের পক্ষ থেকে বৈদিক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গরিব দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। আগামী ১৪ ডিসেম্বর মাথাভাঙ্গার নিশিগঞ্জে সংগঠনের প্রতিবাদ মহামিছিলের প্রস্তুতি হিসেবে এদিন মণ্ডলঘাটে সন্তানদলের নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রচারক দেবাশিস দত্ত, কিশোর দাস, যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ ফিরোজ আলি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জিত দাস উপস্থিত ছিলেন।

### গোরুকে ধাক্কা

**নাগরাকাটা, ১৭ নভেম্বর :** জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা গোরুকে ধাক্কা মেরে জখম হলেন এক বাইকচালক ও আরোহী। ঘটনাটি ঘটে সোমবার সন্ধ্যায় নাগরাকাটার গ্রামমোড় চা বাগানের ৪ নম্বর গেট লাগোয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। ওই দুই তরুণের বাড়ি বানারহাটের পলাশবাড়ি চা বাগান এলাকায়। দুর্ঘটনার পর পুলিশ ও স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুজনকেই মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

### সামগ্রী বিলি

**ধূপগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** পশ্চিম মল্লিকপাড়ার প্লাবনকবলিত এলাকায় ডালশস্য ও অনুখাদ্য সহ একাধিক কৃষিজ সামগ্রী বিলি করল কৃষি দপ্তর। মূলত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিমা করা ছাড়াও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে অনুখাদ্য বিলি করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় কয়েকদিন আগে ওই এলাকার কৃষকরা অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন। ওই অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে যান জেলা কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। তখনই পুনরায় ডালশস্য সহ আরও বিপুল পরিমাণে অনুখাদ্য বিলি করা হয়।

### সফরে পড়ুয়ারা

**বানারহাট, ১৭ নভেম্বর :** সোমবার ভারতীয় সেনার সঙ্গে 'ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ট্যুর'-এ রওনা দিল বানারহাট হাইস্কুলের, নবম ও দশম শ্রেণির ১২ জন পড়ুয়া। আগামী ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত তাদের এই সফর চলবে। সফরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনির ব্রিগেডিয়ার জয় প্রকাশ। সফরে থাকছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য, শিক্ষিকা বনানী সাহা।

### নামকীর্তন

**বেলাকোবা, ১৭ নভেম্বর :** পানিকৌরির স্টেশন কলোনিতে সোমবার নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় চার দশকের পুরোনো স্টেশন কলোনির কীর্তন অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তা গৌর দাস বলেন, 'এবছর চারটি কীর্তনের দল অংশগ্রহণ করছে। স্থানীয় দুটি দল ছাড়াও হলদিবাড়ি ও চাঁচাপাড়া থেকে একটি দল এসেছে।'

## মৃতদের বাড়িতে ঋতব্রত, গৌতম

**মানিকগঞ্জ ও রাজগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর :** আমবাড়ির খামারডিটা গ্রামের বাসিন্দা ভুবনচন্দ্র রায় এসআইআর-এর আতঙ্কে মারা গিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। সোমবার সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন ঋতব্রত। সঙ্গে ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, আইএনটিটিইউসির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি তপন দে।

এদিন বিকেলে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির সদস্য রূপবীর মজুমদার ও বিন্নাগুড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তুষার দত্ত-ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। গৌতম বলেন, 'স্বাধীনতারও আগে থেকে ভুবনচন্দ্র রায় ও তাঁর পরিবার এখানে বাস করছে। কিন্তু মেয়ের নামে এনুমারেশন ফর্ম না আসায় তিনি আতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।'

অন্যদিকে, এদিন এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী বলে দাবি করা, সাতকুড়ার বাসিন্দা কমলা রায়ের বাড়িতেও গিয়েছিলেন ঋতব্রত। তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, ব্লক সভাপতি বিমল দাস প্রমুখ সঙ্গে ছিলেন।

প্রতিবেশীদের দাবি, বাংলাদেশ থেকে আসার কারণে দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। গত বুধবার গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পেশায় টোটোচালক কমলার পরিবারে তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র রয়েছেন। এদিন ঋতব্রত তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। সরকারের তরফে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। ঋতব্রত বলেন, 'শেষমেশ এসআইআর-এর আতঙ্কে তাঁকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হল। এরপরেও ঘটনা কখনওই কাম্য নয়। বিজেপি বাংলার মানুষকে হয়রানির মধ্যে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে।'

অন্যদিকে, ২০২৬-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের মসনদে বসানোর ডাক দিয়ে এদিন এনজেপিতে আইএনটিটিইউসি-র তরফে শ্রমিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মৃতরা কেউই মুসলিম নন। এদিকে এসআইআর-এ আসল ভোটারদের নাম বাদ চলে যাচ্ছে। বিজেপি নেতারা আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন। তাই ওঁদেরই মৃত্যুর দায় নিতে হবে।

ভালো আছি।। কোচবিহারের টুপামারি গ্রামে ছবিটি তুলেছেন দেবজিৎ বর্মন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

### সমাপ্তি অনুষ্ঠান

**ওদলাবাড়ি, ১৭ নভেম্বর :** সারাবছরব্যাপী উদযাপনের পর ওদলাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৫তম বর্ষের জমকালো সমাপ্তি অনুষ্ঠান হতে চলেছে আগামী ১২ ও ১৩ জানুয়ারি। স্কুলের টিচার ইনচার্জ তথা উৎসব কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জমোহন রায় বলেছেন, 'আগামী ১২ জানুয়ারি পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন করা হবে। পরদিন অর্থাৎ ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যাকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে।'

### জখম ২

**বেলাকোবা, ১৭ নভেম্বর :** বেলাকোবা-আমবাড়ি রাজ্য সড়কের বটতলার কাছে সোমবার একটি টোটোর সঙ্গে ছোট গাড়ির সংঘর্ষে জখম হয়েছেন দুজন যাত্রী। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। ক্ষতিগ্রস্ত টোটোটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

### স্বাস্থ্য শিবির

**বানারহাট, ১৭ নভেম্বর :** চামুর্চি চেকপোস্ট সংলগ্ন আহমদিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে সোমবার আহমদিয়া মুসলিম কমিউনিটির উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। মোট ১১৫ জনের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি তাঁদের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করা হয়।

# ভোট টানতে গোর্খা মুখই ভরসা

শুভজিৎ দত্ত

**নাগরাকাটা, ১৭ নভেম্বর :** লক্ষ্য বিধানসভা নির্বাচন। তাই এবার নাগরাকাটার ক্ষমতা টানতে দলের পাঁচটি অঞ্চল কমিটির মধ্যে তিনটির সভাপতি পদে গোর্খা মুখ এনে নতুন কৌশল নিল তৃণমূল। সম্প্রতি পেশায় শিক্ষক অশোক বিশ্বকর্মাকে চম্পাগুড়ি পঞ্চায়েত এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান রমেশ তিরকি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, লুকসান ওই পদে পুনর্বহাল হয়েছেন সঞ্জীব সুব্বা। চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আনা হয়েছে বিনোদ কুজুরকে। পেডংখাওয়া নেতা রাজেন ফুয়েলকে আংরাভাসা-১ অঞ্চল কমিটিতে ফের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সেখানে চেয়ারম্যান হয়েছেন পুরোনো সভাপতি পৃথ্বীরাজ ছেত্রী। শুধু তাই নয়। সুলকাপাড়া অঞ্চল কমিটিতে সভাপতি পদে লতিফুল ইসলামকে রেখে দেওয়ার পাশাপাশি চেয়ারম্যান পদে আরেক গোর্খা নেতা দীপেন শর্মাকে নিয়ে আসা হয়েছে। আবার আংরাভাসা-২ অঞ্চল কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দয়াল রায়কে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেখানে চেয়ারম্যান হয়েছেন মনসুর আলি।

সোমবার চম্পাগুড়িতে নয়া সভাপতি অশোককে সংবর্ধনা দেন এলাকার তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। উচ্ছ্বাসে আতশবাজিও পোড়ানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির নেতা গোবিন লামা, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেতা বৈজুনাথ নায়েক সহ আরও অনেকে। অশোক বলেন, 'সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ও নানা সরকারি প্রকল্পকে হাতিয়ার করে মানুষের কাছে যাব। এবার আমাদের জয় আটকানোর ক্ষমতা কারও নেই।'

এদিকে ওই এলাকায় ঘাসফুল শিবির বর্তমান ব্লক সভাপতি প্রেম ছেত্রীও গোর্খা সম্প্রদায়ের। তিনি অবশ্য নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কৌশলের কথা মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'এর মধ্যে কোনও কৌশল নেই। দল যাকে ভালো মনে করেছে, তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অঞ্চল কিংবা ব্লক কমিটিগুলির অন্যান্য পদে সমস্ত সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে শূন্য করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।' ডুয়ার্সের চা বলয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত নাগরাকাটায় ভোটে জয়পরাজয়ের জরুরি ফ্যাক্টর হলেন আদিবাসী ও গোর্খা সম্প্রদায়ের ভোটাররা। তফশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত এই আসনটি বর্তমানে বিজেপির দখলে। তৃণমূল ওই ব্লকের ভোটকে নিজেদের ঝুলিতে টানতেই গোর্খা নেতাদের সামনের সারিতে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

অশোক বিশ্বকর্মাকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। সোমবার নাগরাকাটায়।

মৃত্যুর ঘটনায় শোকাহত পরিবার। -সংবাদচিত্র

# খুনের অস্ত্র কোথায়, ধন্দ দম্পতির মৃত্যুতে

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার থারুঘাটিতে দম্পতির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ক্রমেই রহস্য বেড়ে চলেছে। ঘটনায় মৃত অনিমা রায় ও তপন রায়ের গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, তপন তাঁর স্ত্রীকে খুন করে সেই অস্ত্র দিয়েই নিজের গলায় আঘাত করেছিলেন। যদিও নিজের গলায় আঘাতের পর তপন সেই অস্ত্র কোথায় ফেলেছিলেন, সেই প্রশ্ন এখন দম্পতির পরিবার-পরিজনের। পুলিশের আত্মহত্যার দাবি অস্ত্র লোপাটের কাছে পরবর্তীতে শোপে টিকবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, ঘটনাস্থল থেকে শুরু করে সাহু নদীর পাড় বরাবর সোমবার সারাদিন তল্লাশির পরেও সেই অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেননি তদন্তকারীরা। প্রশ্ন আরও রয়েছে। তপন যদি নিজের গলায় আঘাত করেন তাহলে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। তাহলে পরবর্তীতে তপন দড়ি পেলেন কোথা থেকে?

এসব উত্তর এখনও পর্যন্ত পুলিশের কাছে না থাকায় পরিবারের লোকজন খুনের অভিযোগেই আরও জোর দিচ্ছেন। অনিমার দাদা ভবেশ মণ্ডল এদিনও বলেছেন, 'ওরা নিজেরা কোনওদিনই এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে না। আমরা প্রথম থেকেই এই কথা বলে আসছি যে ওদের খুন করা হয়েছে।'

পুলিশ ও পরিবার দম্পতির মৃত্যু নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করলেও ঘটনার পেছনের রহস্য কী, সে ব্যাপারে ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও অন্ধকারে রয়েছে দু'পক্ষই। এদিকে, এদিন দম্পতির পরিবারকে আশিঘর ফাঁড়িতে ডাকা হয়। পরিবারের সদস্যদের বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদও করেন তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'ঘটনার পেছনের কারণ আমাদের কাছে এখনও পরিষ্কার নয়। তবে স্ত্রীকে খুন করে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন।' স্ত্রীকে খুন করে ব্যক্তির আত্মহত্যার তত্ত্বই উঠে আসছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগ থেকেও।

# প্রেমিকের গলায় কোপ প্রেমিকার বাবার

সুভাষ বর্মন

**ফালাকাটা, ১৭ নভেম্বর :** সোমবার আচমকা ফালাকাটা থানায় হাজির হন বছর চব্বিশের এক তরুণ। তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। হাতের আঙুলও কেটেছে। ওই অবস্থায় সটান ঢুকে পড়েন আইসি'র চেম্বারে। তরুণের এমন পরিস্থিতি দেখে প্রথমে হতবাক হয়ে যান অন্য পুলিশকর্মীরা। অবাক হন আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যও। পরে পুলিশ জানতে পারে প্রেমিকার বাবা ওই তরুণকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করেছেন। তবে পুলিশ তড়িঘড়ি জখম তরুণকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

ঘটনা ফালাকাটার ৬ মাইল এলাকার। প্রতিবেশী তরুণের সঙ্গে বছর উনিশের তরুণীর প্রণয়ের সম্পর্ক ৫-৬ বছরের পুরোনো। ছেলেটি পেশায় গাড়ির চালক। বাড়িতে কৃষিকাজও করেন। এদিকে, কলেজ পড়ুয়া ওই তরুণীর অন্যত্র বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল পরিবার। প্রেমের সম্পর্ক মেনে নেননি মেয়ের বাড়ির লোকজন। তাই এদিন সকালে বাধ্য হয়ে ছেলের বাড়িতে চলে আসেন ওই তরুণী। তারপর সেই বাড়িতেই পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছিল। সেই সময় আচমকাই সেখানে চড়াও হন মেয়ের বাবা। অভিযোগ, তাঁর হাতে ছিল ছুরি ও হাঁসুয়া। প্রথমে তিনি নিজের মেয়েকে মারতে উদ্যত হন। তবে মেয়ে কোনওভাবে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে বেঁচে যান। এরপর সবার সামনেই ছেলের হাতে কোপ মারেন বলে অভিযোগ। তাঁকে বাঁচাতে এক প্রতিবেশী এগিয়ে এলে তিনিও সামান্য জখম হন। পরে ছেলের মাকেও লাথি মারেন বলে অভিযোগ। তবে ছেলের ওপর আক্রমণ শুধু একবার নয়। দু'বার করা হয়। বাড়ির বাইরে ওই তরুণকে দ্বিতীয়বার ছুরি দিয়ে গলায় আঘাত করেন বলে অভিযোগ। তখনই আলোচনা ভেস্তে যায়। এরপরই সোজা থানায় যান প্রেমিক। ফালাকাটা থানার আইসি বলেন, 'ছেলেটি আমার চেম্বারে যখন এসেছিল তখন গলা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। তাই তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এলাকায় পুলিশ গিয়েছে। মেয়ের বাবা পলাতক। তাঁকে খোঁজার চেষ্টা চলছে।'

ওই তরুণকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। তবে পরিবার শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তরুণকে ভর্তি করে। এখন সেখানেই আছেন তাঁর প্রেমিকাও। ফোনে প্রেমিকার বক্তব্য, 'বাবা প্রথমে আমাকেই মারতে চেয়েছিল। আমাদের ৫-৬ বছরের সম্পর্ক। বাড়ির লোকজন অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে চাইছিল। তাই আমি ওর বাড়িতে চলে আসি। কিন্তু আমাকে মারতে না পেরে বাবা ওকে আক্রমণ করে। আমি ওর সঙ্গেই বাকি জীবন কাটাব। বাপের বাড়িতে আর যাব না।' চিকিৎসাধীন ওই তরুণের শারীরিক পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীল। ফোনে ওই তরুণের মা বলেন, 'আমার ছেলে তো কোনও দোষ করেনি। মেয়েটিই বাড়িতে চলে আসে। পঞ্চায়েতকে ডেকে আলোচনা করছিলাম। তখনই মেয়ের বাবা এসে এভাবে আক্রমণ করলেন।'

এমন ঘটনায় তাজ্জব বনে গিয়েছেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য পরেশ বর্মন। তাঁর কথায়, 'মেয়ে যেহেতু ছেলের বাড়িতে চলে গিয়েছে তাই আমরা গিয়ে আলোচনা করছিলাম। আর ছেলেমেয়ে উভয়েই সাবালক। তাই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছিল। তখন আচমকাই মেয়ের বাবা এসে এভাবে আক্রমণ করবেন তা আমরা ভাবতেই পারিনি।'

### আচমকা চড়াও

- প্রতিবেশী তরুণের সঙ্গে বছর উনিশের তরুণীর প্রণয়ের সম্পর্ক ৫-৬ বছরের পুরোনো
- কলেজ পড়ুয়া ওই তরুণীর অন্যত্র বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল পরিবার
- বাধ্য হয়ে ছেলের বাড়িতে চলে আসেন ওই তরুণী
- আচমকাই সেখানে চড়াও হন মেয়ের বাবা

## রায়ের বিরুদ্ধে

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আলোচনা শুরু করেছে বিধানসভার সচিবালয়। সোমবার এজি'র সঙ্গে অধ্যক্ষের বৈঠক হয় বিধানসভায়।

## কাঁচিতে রক্তাক্ত

স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া সন্দেহে প্রতিবেশীকে কাঁচি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। হাওড়ার বাঁকড়ার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চিকিৎসাধীন রয়েছেন জখম তরুণ।

## দাদার 'কীর্তি'

নাবালিকা খুড়তুতো বোনকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে। উস্তি থানা এলাকার ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। তাঁকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

## স্টান্টের বলি

বাইক নিয়ে স্টান্ট করতে গিয়ে বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরে মৃত্যু হল ২১ বছরের এক কলেজ পড়ুয়ার। বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডওয়ালে ধাক্কা মারে। ইতিমধ্যেই দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

## এসআইআর-এ কমিশনের হেল্পলাইন

অরূপ দত্ত

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** এসআইআর-র কাজ খতিয়ে দেখতে সোমবার কলকাতায় এলেন রাজ্যের উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী সহ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার থেকে আগামী চারদিন রাজ্যের কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের ৫ জেলার এসআইআর-এর অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন তাঁরা।

ভোটারদের এসআইআর সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান করতে এদিন বিশেষ হেল্পলাইন পরিষেবার সূচনা করেছে রাজ্যের সিইও দপ্তর। এই পরিষেবা প্রসঙ্গে সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, এখন থেকে এই হেল্পলাইন পরিষেবার মাধ্যমে সরাসরি ফোন করে ভোটাররা তাঁদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

হেল্পলাইন পরিষেবা পাওয়া যাবে- ১৯৫০ টোল ফ্রি নম্বরে অথবা ০৩৩-২২৩১০৮৫০ নম্বরে (অফিসের দিন সকাল ১০টা ৩০ থেকে বিকাল ৫টা ৩০ পর্যন্ত), হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯৮৩০০৭৮২৫০, ই-মেল আইডি ceowbcomplaints2024@gmail.com/ceo-election-wb@nic.in

১) এনুমারেশন ফর্মে আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের নীচে নির্দিষ্ট জায়গায় পুরো নাম সহ স্বাক্ষর করতে হবে। অথবা বুড়ো আঙুলের ছাপ দিতে হবে।

২) আবেদনপত্র পূরণ করতে গিয়ে ভুল হলে তা সংশোধনের জন্যে ভুল অংশটির ওপর একটি লাইন টেনে কেটে দিয়ে পাশের ফাঁকা জায়গায় সঠিকটি লিখতে হবে।

৩) পরিযায়ী শ্রমিক বা অনুপস্থিত ভোটারদের ক্ষেত্রে যেখানে আবেদনকারীর হয়ে ওই পরিবারের অন্য কেউ (যার নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত রয়েছে) স্বাক্ষর করতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্বাক্ষরকারীর পুরো নাম এবং তার সঙ্গে আবেদনকারীর সম্পর্ক স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

৪) প্রত্যেক আবেদনকারীকে দু-কপি করে ফর্ম পূরণ করতে হবে। পূরণ করা ফর্মের একটি আবেদনকারীর কাছে থাকবে। অন্যটি বিএলও নিয়ে যাবেন। দুটি ফর্মেই আবেদনকারীর স্বাক্ষর এবং বিএলও'র স্বাক্ষর রয়েছে কি না সে ব্যাপারে ফর্ম হস্তান্তরের সময় আবেদনকারী এবং বিএলও-কে নিশ্চিত হতে হবে।

৫) মৃত, স্থানান্তরিত অথবা ডুপ্লিকেট ভোটারদের বিষয়ে সঠিক তথ্য জানাতে হবে বিএলও-কে। এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজড হওয়ার কারণে সব তথ্য, নথি, নাম, স্বাক্ষর ছবি ডিজিটাল রেকর্ডে থাকবে। আবেদনকারী বা বিএলও ভুল করলে আইন অনুযায়ী তাঁদের শাস্তি হবে।

৬) প্রত্যেক এনুমারেশন ফর্মের ওপর ডানদিকে ভোটারের ছবি দেওয়া আছে। ওই ছবির পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় ভোটারকে তাঁর সাম্প্রতিক ছবি সাঁটাতে হবে। যদিও তা বাধ্যতামূলক নয়।

৭) ফর্মে দেওয়া তথ্য যাচাই করে সই করবেন বিএলও। যদি বিএলও ভুল যাচাই না করেন তার জন্য শাস্তি পেতে হবে বিএলও-কে। এনুমারেশন ফর্মের অপব্যবহার করে ভোটার সম্পর্কে গুরুত্ব দিলে সর্বোচ্চ একবছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।

৮) যেসব ক্ষেত্রে বিএলএ-রা (রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্ট) বিএলও-কে ফর্ম জমা দিচ্ছেন (দৈনিক গড়ে ৫০টি করে) সেক্ষেত্রে ফর্মে দেওয়া তথ্য সঠিক এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে ওই বিএলএ-কে। সাদা কাগজে নিজের ফোন নম্বর, ঠিকানা, পার্ট নম্বর, সিরিয়াল নম্বর সহ স্বাক্ষর করে ওই ফর্মের সঙ্গে জমা দিতে হবে বিএলও-কে।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ নতুন চাকরিপ্রার্থীদের। সোমবার। -রাজীব মণ্ডল

# বাড়তে পারে শূন্যপদ, এবার পথে নতুনরাও

## ইন্টারভিউয়ের তালিকাকে চ্যালেঞ্জ মামলায়

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** দীর্ঘ আন্দোলনের দাবি মেনে শূন্যপদ বাড়াতে পারে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সোমবার এই কথা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিকে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর বাতিলের দাবিতে বিকাশ ভবনের অনতিদূরে উন্নয়ন ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন। যদিও সন্ধের পর অবস্থান তুলে দেয় পুলিশ। ইন্টারভিউয়ের তালিকাকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে মামলাও। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বিষয়টি উল্লেখ করে মামলার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শূন্যপদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্রাত্য। তিনি বলেন, 'সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হলে যোগ্যরা কেউ বাদ গেল কি না তা আমরা দেখব। আইনি পরামর্শ নিয়ে তবেই শূন্যপদ বৃদ্ধি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, 'শূন্যপদ বৃদ্ধির ভাবনা সম্পূর্ণ বেআইনি।' সম্প্রতি প্রকাশিত ইন্টারভিউয়ের তালিকায় রায়গঞ্জের 'অযোগ্য' চাকরিপ্রার্থী নীতীশরঞ্জন বর্মনের নাম থাকা নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের যুক্তি, বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের ছাড় দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ব্রাত্য জানান, আদালতের নির্দেশের বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন আইনজীবীরা। অভিজ্ঞতায় বেশি নম্বর পাওয়া নিয়ে ঈশিতা চক্রবর্তী নামের এক পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধেও যে অভিযোগ উঠেছে, তার সত্যতা খতিয়ে দেখছে এসএসসি। ফিরদৌসের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না 'অযোগ্য' প্রার্থীরা। প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা, স্বাস্থ্যকর্মী ও আংশিক সময়ের জন্য কাজ করার অভিজ্ঞতা দেখিয়ে অনেকেই ১০ নম্বর পেয়েছেন। ব্রাত্যর আশ্বাস, কোনওরকম ভুল তথ্য থাকলে ভেরিফিকেশনের সময় তা বাতিল করে দেওয়া হবে।

এদিন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার পাশাপাশি নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার আরও একাধিক বিষয় নিয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারির অভিযোগ, 'আংশিক সময়ের কর্মরতদের পূর্ব শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দিতে নারাজ কমিশন।' মামলাগুলি বুধবার শুনানির জন্য ধার্য করা হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় ফুল মার্কস পেয়েও ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাননি বহু নতুন চাকরিপ্রার্থী। এই অভিযোগ তুলে এদিন সকালে করুণাময়ী থেকে বিকাশ ভবন পর্যন্ত অভিযান শুরু করেন তাঁরা। দক্ষিণ দিনাজপুরের অমিত হালদার, নরোত্তম সূত্রধর, মালদার জাহাঙ্গির আলম, জলপাইগুড়ির নীতীশ রায় সহ আন্দোলনকারীদের দাবি, ১ লক্ষ শূন্যপদ তৈরির পাশাপাশি ওএমআর শিট প্রকাশ্যে আনতে হবে। রাত ৮টা পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রাজ্য সরকারকে তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন, 'মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকে ১০ নম্বর বাদ দিয়ে ভেরিফিকেশনের নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে এসএসসিকে। নয়তো আন্দোলন আরও জোরালো হবে।' মঙ্গলবার পুলিশের অনুমতি নিয়ে টানা ধর্না অবস্থানে বসা হবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। ব্রাত্য বলেন, 'নতুন চাকরিপ্রার্থীরা কী চান সেই অভিযোগ জমা পড়লে তারপর সেই নিয়ে আলোচনা হবে।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ঠ্যালার নাম বাবাজি। এই সরকার যতদিন থাকবে ততদিন ঘুষ ছাড়া চাকরি হবে না। বিজেপি সহ চাকরিপ্রার্থীদের ঠ্যালায় সরকার শূন্যপদ বাড়াচ্ছে।'

চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক সুমন বিশ্বাস সহ কয়েকজন শিক্ষক এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আন্দোলনে পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানান। মঙ্গলবার 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ' বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে। এসএসসি জানিয়েছে, নথি যাচাইয়ের জন্য দৈনিক গড়ে ১০০০-১৫০০ চাকরিপ্রার্থীকে ডাকা হবে। ১৫টি টেবিলের প্রত্যেকটিতে ১০ জন করে প্রার্থীর নথি যাচাই হবে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া।

# প্রয়োজনে আরও তল্লাশি করুন : বোস

## ডগ স্কোয়াড কিছুই খুঁজে পেল না রাজভবনে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** রাজভবন থেকে 'বিজেপির গুন্ডাদের' অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই সোমবার উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা ফিরে বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডকে দিয়ে রাজভবনের একাংশে রীতিমতো তল্লাশি চালানোর ব্যবস্থা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, রাজভবনের কর্মীদের সকলকে বাইরে বের করে দেওয়া হবে। সেই মতো বেলা ২টোর আগেই রাজভবনের কর্মীরা নর্থ গেটের সামনে জড়ো হয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছোন কলকাতা পুলিশের বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডের অফিসারেরা। রাজ্যপাল তাঁদের আহ্বান জানিয়ে শুরু করতে বলেন তল্লাশি।

কলকাতা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে রাজ্যপাল নিজেই তল্লাশির তদারকি করতে শুরু করেন। মিনিট বিশেক একতলায় তল্লাশি অভিযান চলার পর দোতলায় তাঁদের নিয়ে যান রাজ্যপাল। সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়। তবে কিছুই মেলেনি। এরপর রাজ্যপাল বম্ব স্কোয়াডের এক অফিসারের উদ্দেশে বলেন, 'কিছু পাওয়া গেল নাকি? প্রয়োজনে আপনারা আরও তল্লাশি করুন।'

তখনই বোঝা গেল রাজভবন তল্লাশি করানোর জন্য রাজ্যপালের আগ্রহের কারণ। সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানিয়ে দেন, এবার কল্যাণের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের রাস্তায় যাচ্ছেন তিনি। বলেন, 'একজন সাংসদ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে, রাজভবনের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল, ওই সাংসদ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছেন ও রাজ্যপালের মানহানি করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এবার কঠোর আইনি পদক্ষেপ করব। একই সঙ্গে একজন সাংসদের এই ধরনের অসংসদীয় আচরণের জন্য লোকসভার অধ্যক্ষকেও আমি চিঠি দেব। তার আগে আমি নিজে স্বচ্ছতার প্রমাণ দিলাম।'এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যপালকে পালটা চ্যালেঞ্জ করলেন কল্যাণ। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'এই অসাংবিধনিক ও রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বলার জন্য আমার বিরুদ্ধে যা খুশি উনি করতে পারেন। আইনি পদক্ষেপ করার জন্য আমিও প্রস্তুত আছি। উনি আইন জানেন না। এতদিন রাজ্যপাল সম্পর্কে আমরা সংসদে কোনও আলোচনা করার সুযোগ পেতাম না। আমি চাইছি উনি দ্রুত সংসদের অধ্যক্ষকে চিঠি দিন। তাহলে আমরা বিরোধীরা দেশে এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট রাজ্যপালদের নিয়ে সংসদে আলোচনার সুযোগ পাব। আমরা এই সুযোগটাই চাইছি।'

সোমবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সার্ধশত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সিউড়িতে এক শোভাযাত্রায় বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'রাজভবনে বোমা না পাওয়া গেলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমা চাইতে হবে।'

তল্লাশি চালাচ্ছে ডগ স্কোয়াড। উপস্থিত রাজ্যপাল স্বয়ং। -রাজীব মণ্ডল

## নজরদারি বাড়ল সীমান্তে

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** এসআইআর আবহে অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক মাথা চাড়া দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল ওই দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির সাজা ঘোষণা করতেই নজরদারি বাড়ল এপার বাংলার সীমান্ত এলাকায়। বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্ত এলাকাগুলিতে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা। জানা গিয়েছে, বসিরহাটের ইছামতী সেতু, স্বরূপনগরের তেঁতুলিয়া ব্রিজ, হাসনাবাদের বনবিবি সেতু, হেমনগরের নবদুর্গা মোড়, বাদুড়িয়া সহ একাধিক এলাকায় জোর কদমে চলছে নাকা তল্লাশি। বসিরহাট জেলা পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, 'এই কদিন ধরে আমাদের তল্লাশি চলবে। নিরাপত্তার বিষয় রয়েছে। দিল্লি বিস্ফোরণের পর থেকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।'

## ভোটারের ছবি যাচাইয়ে এআই

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** ডুপ্লিকেট ভোটার আটকাতে এআই নির্ভর বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন। এনুমারেশন ফর্মের সঙ্গে আবেদনকারী বা নির্বাচকের যে ছবি থাকবে সেই ছবি প্রকৃতই ওই ব্যক্তির কি না, তা যাচাই করে দেখতে এই বিশেষ প্রযুক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল একথা জানিয়েছেন। অনলাইনে যাঁরা ফর্ম পূরণ করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ছবি তোলার জন্য প্রয়োজনে বিএলও-দের ফের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে।

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দিল্লি থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভার্চুয়াল বৈঠকে এই নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

## ইডি-তে হাজির সুজিতের জামাই

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবার দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর জামাই হাজিরা দিলেন কলকাতার ইডি দপ্তরে। জানা গিয়েছে, মন্ত্রীর জামাই রাহুল সিংকে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিক লেনদেন খতিয়ে দেখতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁর থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ইডির ডাক পেয়েছেন মন্ত্রীর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে। তাঁদের চলতি সপ্তাহে হাজিরা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

# অনশন ভঙ্গ মতুয়াদের, অসুস্থ মমতাবালা

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** ১৩ দিনের মাথায় অনশন প্রত্যাহার করল মতুয়া মহাসংঘ। সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ অনশন ভঙ্গ করার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন সংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর। মন্ত্রী শশী পাঁজা ও স্নেহাশিস চক্রবর্তী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি নিয়ে রবিবার অনশন মঞ্চে পৌঁছে ছিলেন। সেই চিঠিতে অভিষেকের বার্তা মেনে এদিন অনশন ভঙ্গ করলেন মমতাবালা। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনশন মঞ্চেই তাঁকে স্যালাইন দেওয়া হয়। তারপর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর চিকিৎসা চলছে।

৫ নভেম্বর থেকে নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে অনশন চালাচ্ছিলেন মমতাবালাপন্থী মতুয়ারা। এদিন অনশন মঞ্চে মমতাবালা অসুস্থ হয়ে পড়লে মতুয়া গোঁসাইরা তাঁর মুখে ফলের রস দিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। একই সঙ্গে অন্যান্য অনশনকারীও অনশন প্রত্যাহার করে নেন। মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী বলেন, 'আন্দোলন এবার দিল্লির বুকে হবে।'

অভিষেক চিঠি পাঠিয়ে এই অনশন তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অনশন শুরুর দিন মঞ্চে মমতাবালার উপস্থিত না থাকা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এদিন আন্দোলনকারীদের কথায়, সরকার যতদিন দাবি না মানছে, ততদিন এই আন্দোলন চলবে। অসুস্থতা নিয়ে মমতাবালা বলেন, 'এতদিন ধরে কিছুই না খেয়ে রয়েছি। তাই দুর্বল লাগছে। কিছু শারীরিক সমস্যাও হচ্ছে।'

# চিকিৎসায় মাইলস্টোন

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** ৭ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে রাজ্য সরকারের টেলিমেডিসিন পরিষেবা তথা 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত'। সোমবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামীণ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুবিধা দেওয়ার জন্য ২০২০ সালে করোনা আবহে এই পরিষেবা শুরু করেছিল রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বর্তমানে ১১ হাজারের বেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৬৩টি হাব থেকে টেলি কনসালটেশন পাওয়া যায়। দৈনিক ৯ হাজারেরও বেশি চিকিৎসক ৮০ হাজারের বেশি রোগীকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। রোগীরা ভিডিও কলের মাধ্যমে পরামর্শ করেন এই পদ্ধতিতে। চিকিৎসকরা অনলাইনেই প্রেসক্রিপশন লিখে রোগীকে পাঠিয়ে দেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতালের সংখ্যা কম। সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল বাড়ি থেকে অনেক দূরে। ফলে অধিকাংশ রোগী যথাযথ পরিষেবার সুযোগ পান না। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর হারও বাড়ে। এই সমস্যা দূর করাই 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
সুভাষগ্রাম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, সুভাষগ্রাম- এর একজন বাসিন্দা অশোক মাঝি - কে 22.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98D 36653 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনের পথ চলা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়। ভাগ্যের ভূমিকা জীবনে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। আমারও ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য ডিয়ার লটারির একটি টিকিট কেনার কথা মাথায় আসে, আর সেই সিদ্ধান্তের ফলেই আজ আমার আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির সাহায্যে আমি কোটিপতি হতে পেরেছি, তাই তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

## গ্রহণযোগ্য নয়

মুখ ফসকে বলে ফেলার সাফাইটা বড্ড জোলো। কোনও তথ্যে বা তত্ত্বে যাঁর বিশ্বাস নেই, তা মুখ ফসকেও কখনও বের হতে পারে না। কথা মানুষের ভেতর থেকে আসে। কথাটা চেতনে না থাকলেও বিশ্বাসের অবচেতনেও থাকতে পারে। কিন্তু যাতে বিশ্বাস নেই, মুখ ফসকালেও তা বেরিয়ে আসা অসম্ভব। মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ইন্দর সিং পারমারের মুখ ফসকানোর যুক্তি তাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তাছাড়া উচ্চশিক্ষামন্ত্রী পদমর্যাদার একজন জনপ্রতিনিধির মুখে যেসব কথা বেরিয়ে এসেছে, তা অসচেতনতার পরিচয় বহন করছে। অসচেতনতা ও পিছিয়ে পড়া মানসিকতা আছে বলেই তো রামমোহন রায়কে ব্রিটিশের দালাল বলার মতো মন্তব্য বেরিয়ে এসেছে শ্রীযুক্ত পারমারের মুখে। মধ্যপ্রদেশের ওই মন্ত্রীর বক্তব্য আসলে ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা থেকে এসেছে। যা হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান মানসিকতার ফসল। কেননা, ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে তাঁর ভূমিকাকে নস্যাৎ করতেই তো পারমারের মুখে রাজা রামমোহনের নিন্দা শোনা গেল।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধমক খেয়ে শেষপর্যন্ত মুখ ফসকে ওই নিন্দাবাক্য বেরিয়ে এসেছে বলে পারমারের যুক্তি অত্যন্ত লঘু। ক্ষমা চেয়ে তিনি যা বলেছেন, তা হাস্যকরও বটে। বিরসা মুন্ডার কর্মজীবনের ওপর বলতে গিয়ে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গে তিনি নাকি ভুল করে রামমোহনকে ব্রিটিশের দালাল বলে ফেলেছেন। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে রামমোহনের কী সম্পর্ক, তা কিন্তু মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বোঝাতে পারেননি।

এই সত্য তো অস্বীকার করার নয় যে, ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে অগ্রণীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় অন্যতম। তিনি ও অন্যরা সেই উদ্যোগ না নিলে আধুনিক শিক্ষার আলো থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিতই থাকত। শিক্ষাক্ষেত্রে সেই যুগান্তকারী অবদানের জন্য যদি কেউ রাজা রামমোহনকে ব্রিটিশের দালাল বলে চিহ্নিত করেন, তাহলে তা তাঁর চূড়ান্ত অসচেতনতা ও কূপমণ্ডূকতার পরিচায়ক।

কয়েক মাসের মধ্যে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন না থাকলে দলের নির্দেশে পারমার ক্ষমা চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলতেন কি না সন্দেহ। তবে প্রায়শ্চিত্ত করলেও এমন মন্তব্য করার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি। ক্ষমা চাওয়া ছাড়া তাঁর গত্যন্তরও ছিল না। কেননা, বাংলার বিজেপি নেতৃত্ব যেভাবে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর বক্তব্যকে তুলোধোনা করেছে এবং দিল্লির নেতৃত্ব এরাজ্যে ওই বক্তব্যের প্রভাবের কথা ভেবে প্রমাদ গুনেছে, তাতে আর কোনও পথ খোলা ছিল না।

প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে তিনি করবেন, তা ইন্দর সিং বলেননি। সেই প্রায়শ্চিত্ত করলেও অবশ্য রামমোহন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের ধাক্কা থেকেই যায়। শুধু ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন নয়, কুখ্যাত সতীদাহ প্রথা বন্ধে রামমোহনের অবদান চিরস্মরণীয়। যে প্রথা বন্ধ করার জন্য সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির তৎকালীন ধারক-বাহকদের বিরুদ্ধে কীরকম লড়াই রামমোহনকে লড়তে হয়েছে, তা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ব্রিটিশের দালাল বলে রামমোহনের সেই কৃতিত্বকেও কি তাহলে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন বিজেপির ওই মন্ত্রী। যাঁরা সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির পক্ষে সওয়াল করেন, তাঁরা কি এখনও সতীদাহ প্রথা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি কি না, সেই প্রশ্নও চাগাড় দেয়। শুধু বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বলে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' এদেশে গাওয়াকে দেশদ্রোহিতার শামিল বলে ইতিমধ্যে মামলা হয়েছে।

অসম সরকারের সেই মানসিকতার সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য কোথাও যেন খাপ খেয়ে যাচ্ছে। যে মনোভাব আসলে রবীন্দ্রনাথ, রামমোহনের মতো বাংলার আরও অনেক মনীষীর অবদানকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা। এই মনীষীদের কার্যকলাপ, অবদান ও সৃষ্টি কিন্তু বাংলার গণ্ডিতে আটকে থাকেনি। সারা ভারতবর্ষে তো বটেই, দেশের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়েছে তাঁদের কীর্তি। সেই অবদানকে খাটো করার চেষ্টা বাস্তবে ইতিহাসকে অস্বীকার করা। আধুনিক, প্রগতিশীল ভাবমূর্তির দেশ গড়ার অন্তরায়ও বটে।

## অমৃতধারা

যারা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করে তারা আসলে দুর্বল, তারা তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা জানে না। তুমি যত দুর্বল হবে ততই অধিকার সচেতনতা বাড়বে। অধিকারের জন্য লড়াই তোমাকে অসহায় ও একঘরে করে তোলে। অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে যারা লড়াই করে তারা আবার এতে গর্বও বোধ করে। কেউ কারও অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। অধিকার সবসময়েই স্বপ্রতিষ্ঠিত। সাহসী লোকেরা অধিকারবোধ ত্যাগ করে। এই ত্যাগেই তোমার শক্তি, তোমার মুক্তি। কারণ অধিকার থাকলে তবেই না অধিকারবোধ ত্যাগ করা যায়। যেমন 'অধিকার চাই', 'অধিকার চাই' বলে চ্যাঁচালেই তুমি অধিকার পেয়ে যাবে না, তেমনি ত্যাগ করলেও তোমার অধিকার হারিয়ে যাবে না।

- শ্রীশ্রী রবিশংকর

# সময়ের তুলনায় ১০০ বছর এগিয়ে

কাল সলিল চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী। বিরল প্রতিভাধর এই সুরস্রষ্টা নিজ ছটায় আজও সমানভাবে উজ্জ্বল।

ভি গৌরব

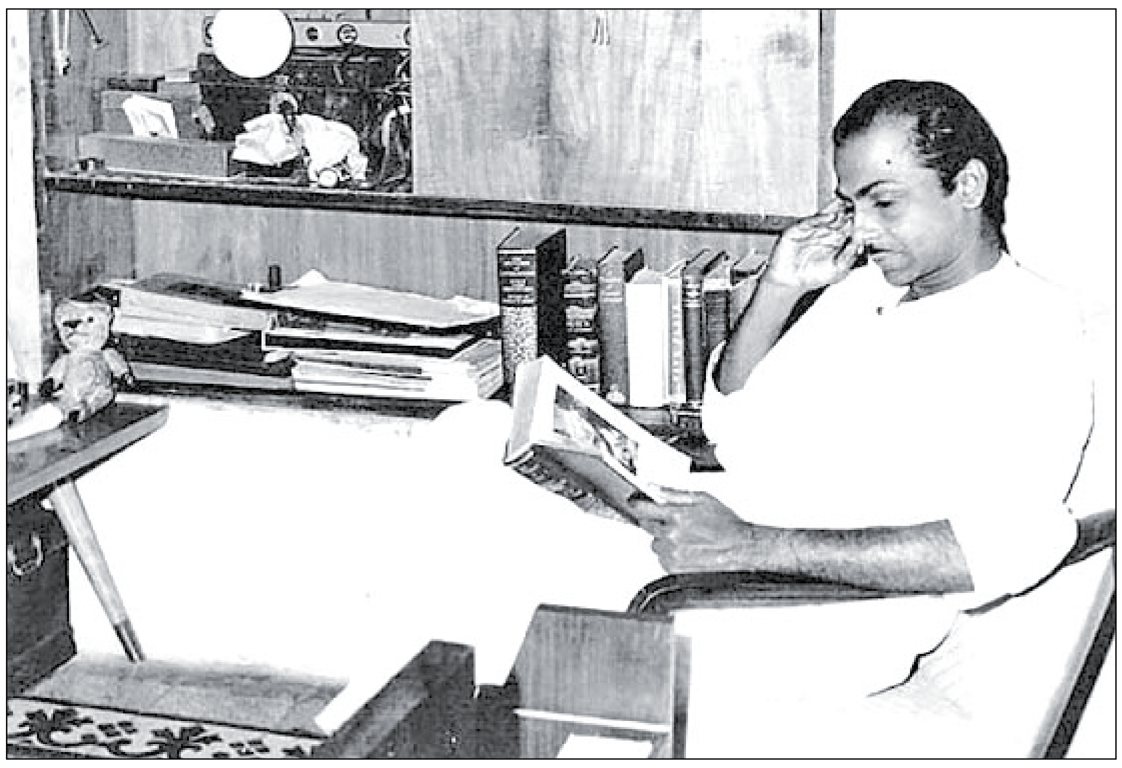

ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর ও সংগীতস্রষ্টা সলিল চৌধুরী দুজনে যেন একই আকাশের চন্দ্র-সূর্য, অনায়াসে একে অপরের পরিপূরক। 'সলিল চৌধুরী রচনা সংগ্রহ' বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে লতা মঙ্গেশকর সলিলবাবুকে বিরলদের মধ্যে বিরলতম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর সুরারোপিত অনেক জনপ্রিয় গানে কণ্ঠ দিয়েছেন লতা। এর মধ্যে বাংলা গান ৪৬টি। ভারতীয় সংগীতজগতের সৌভাগ্য যে লতা ও সলিল প্রায় একই সময়ে জন্মেছিলেন। নইলে অনেক মূল্যবান গান হয়তো সৃষ্টিই হত না।

সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯২৫ সালের ১৯ নভেম্বর। ১৯৪৪-এ সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। ১৯৪৯-এ 'গাঁয়ের বধূ' রেকর্ড প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর সাড়া জাগানো আবির্ভাব। ১৯৫৩-তে 'দো বিঘা জমিন' ছবিতে সুরারোপ করতে মুম্বই পাড়ি দেন। এরপরে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে শতাধিক চলচ্চিত্রে সুরারোপ করেছেন। বাংলা, হিন্দি সহ বিভিন্ন ভাষার সিনেমায় তাঁর উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক অবদান মনে দাগ কাটার মতো। গীতিকার ও সুরকার হিসেবে সলিল চৌধুরীর বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড বাংলা আধুনিক গানকেও সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৫৮-তে বোম্বে ইউথ কয়্যার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় সংগীতে সেকুলার কয়্যার ও পলিফোনিক কণ্ঠের ব্যবহার শুরু করেন। সংগীতসৃজনে নিবেদিতপ্রাণ ও বহুমুখী সাহিত্যপ্রতিভায় দীপ্ত এই বিরল ব্যক্তিত্বের কর্মজীবনের অবসান ঘটে ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার গাজিপুর গ্রামে জন্ম হলেও তাঁর প্রথম জীবনের বহুদিন কেটেছে অসমের একরাজান চা বাগানে। সেখানে তাঁর বাবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী চাকরি করতেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথবাবু পেশায় চিকিৎসক হলেও নেশায় ছিলেন একজন সুদক্ষ সংগীতজ্ঞ। তাঁদের পারিবারিক সংগ্রহে ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা ধরনের সংগীতের রেকর্ড। তাই সিম্ফনি, বিঠোফেন, মোৎসার্ট তাঁর কাছে বিদেশি সংগীত মনে হয়নি। অন্য দিকে, অসমের চা বাগানের কুলিকামিনরা ছিল তাঁর খেলার সঙ্গী। তাঁদের লোকায়ত গান শৈশবের সলিলকে ভরিয়ে রাখত।

পারিবারিক সূত্রে ১৯৩৩-এ প্রথমে কলকাতায় ও পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোদালিয়ায় থাকতে শুরু করেন। সেখানেই তাঁর প্রথাগত শিক্ষার হাতেখড়ি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম পাঠ। সংগীত পরিচালক নিখিল চৌধুরী ছিলেন তাঁর জেঠতুতো দাদা। নিখিলবাবুর বাড়িতে মিলন পরিষদ নামে অর্কেস্ট্রা ছিল। সেখানে পিয়ানো, তবলা, বাঁশি, বেহালা, এসরাজ, সেতার, গিটার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হন সলিল। কোনও গুরুর কাছে কোনওদিন প্রথাগত তালিম নেননি। অথচ আট বছর বয়সেই বাঁশি বাজিয়ে তিনি সবাইকে মোহিত করে দিতে পারতেন। বঙ্গবাসী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। সাংগীতিক জীবনের সূচনায় তিনি নিজেকে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে গড়ে তোলেন। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উন্মেষ। পেশাদারি সংগীতসৃজনের জগতে এক বলিষ্ঠ কম্পোজার হিসেবে জ্বলে উঠলেন তিনি।

সত্তরের দশকের শেষের দিকে পরিবর্তিত গণরুচির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারলেন না। সংগীতে নিম্নভাবনার চটুলতাকে তিনি প্রশ্রয় দিলেন না। ক্ষণস্থায়ী উদ্দীপনা তাঁর কাছে অনভিপ্রেত ছিল। সংগীতের হৃদয়গ্রাহী স্থায়ী আবেদনই তাঁর লক্ষ্য। সেই জায়গা থেকে তিনি বিচ্যুত হতে চাননি। তাই ফিরে এলেন কলকাতায়। তৈরি করলেন সংগীত গবেষণার ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর মিউজিক রিসার্চ'। 'একটু চুপ করে শোনো' শিরোনামে এখানকার প্রথম রেকর্ড। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কোনও ঠুনকো সুর ও চাতুরির সঙ্গে সমঝোতা করেননি তিনি।

দীর্ঘ সংগীতজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে পেয়েছেন প্রচুর পুরস্কার ও সম্মাননা। ১৯৫৮-তে তিনি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পান। ১৯৭৩-এ বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার, ১৯৮৫-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আলাউদ্দিন স্মৃতি পুরস্কার, ১৯৮৮-তে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির সম্মান ও ১৯৯০-এ মহারাষ্ট্র গৌরব পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মানে ভূষিত করেছে। খাদ্য আন্দোলন, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জরুরি অবস্থা জারি-- বড় মাপের এমন রাজনৈতিক ঘনঘটায় সলিল চৌধুরী ছিলেন প্রথম সারির প্রতিবাদী শিল্পী। এজন্যই তাঁর প্রেমের গানেও উঠে এসেছে সামাজিক দায়বদ্ধতার বাণী। 'আজ নয় গুনগুন গুঞ্জন প্রেমে' গানটি তাঁর এই ভাবনারই উৎকৃষ্ট ফসল।

প্রায় ৬০টি হিন্দি ছবি ও ৪৫টি বাংলা ছবিতে সুরারোপ করেছেন সলিল। ২৫টি মালয়ালম ছবি সহ বেশ কিছু তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মারাঠি, গুজরাটি, অসমিয়া ও ওড়িয়া ছবিতে স্বচ্ছন্দ সুর বসিয়েছেন। 'মধুমতী', 'জাগতে রহো', 'ছায়া', 'আনন্দ' প্রভৃতি হিন্দি ছবি, 'একদিন রাত্রে', 'মর্জিনা আবদুল্লা', 'কিনু গোয়ালার গলি' প্রভৃতি বাংলা ছবি ও 'চেম্মিন'-এর মতো মালয়ালম ছবিতে সলিল চৌধুরীর সংগীতায়োজন চলচ্চিত্র-সংগীতের ইতিহাসে চিরকালীন জায়গা করে নিয়েছে। গান ছাড়াও শুধু সাংগীতিক যন্ত্রানুষঙ্গের আয়োজনে বিআর চোপড়ার 'কানুন' বা 'ইত্তেফাক'-এর মতো ছবিতে জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। দেশের প্রথম সারির বহু দিকপাল শিল্পী তাঁর গান গেয়েছেন। লতা মঙ্গেশকর, মহম্মদ রফি, মুকেশ, কিশোরকুমার, আশা ভোঁসলে, জেসুদাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সবিতা চৌধুরী, অন্তরা চৌধুরী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সুচিত্রা মিত্র, মান্না দে, দেবব্রত বিশ্বাস, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, নির্মলা মিশ্র, সুবীর সেন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কণ্ঠে সলিল চৌধুরীর গান অমর হয়ে থাকবে।

অ্যারেঞ্জমেন্টের বিষয়ে ভীষণ নিষ্ঠাবান ছিলেন সলিলবাবু। পরীক্ষানিরীক্ষা করে একেবারে নিখুঁত সুর বের করে আনতেন। রেকর্ডিংয়ের সময় যন্ত্রশিল্পীরা তাই অতি সতর্ক থাকতেন। কেউ ঠিকঠাক বাজাতে না পারলে তিনি নিজেই বাজিয়ে দিতেন। কিন্তু কোনও বকাঝকা করতেন না। একবার 'রায় বাহাদুর' ছবিতে 'সবই পেয়েছি তবু' গানটি রেকর্ডিংয়ের সময় অ্যাকোর্ডিয়ানবাদক দেরি করে আসেন। নোটেশন দেখে সঙ্গে সঙ্গে সলিল চৌধুরীর কম্পোজিশন তোলা সহজ নয়। তাই সেই বাদক আধ ঘণ্টা ধরে মিউজিক পার্ট তুললেন। সলিলবাবু শান্ত হয়ে অপেক্ষা করে গেলেন। আর একবার মুম্বইয়ে ধীরাজ নামে এক নতুন মিউজিশিয়ান অ্যাকোর্ডিয়ান বাজাতে আসেন। কিন্তু রেকর্ডিংয়ের সময় তাঁর যন্ত্রের ডি-শার্প নোটটা ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সলিলবাবু এমনভাবে কম্পোজিশন বদলে দিলেন যাতে ওই রিডটি আর বাজাতে না হয়।

গণসংগীত হিসেবে এক ঝাঁক অমূল্য রত্ন উপহার দিয়েছেন সলিল। 'অবাক পৃথিবী'র সুরারোপ করতে গিয়ে তিনি অন্তত একশোবার কবিতাটিকে আবৃত্তি করেছেন। গানটির মধ্যে বিদ্রোহের অনুষঙ্গ তৈরি করার সময় এক অনন্য অভিনবত্ব এনেছেন। 'রানার' গানটি তৈরিতেও এক অদ্ভুত বিচিত্রতা ধরা পড়েছে। গানটির মধ্যে স্থায়ীতে ফেরার ব্যাপার নেই। গানটিতে ছয়বার ষড়জ পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ 'সা'-এর অবস্থান বারবার বদলে যেতে যেতে রানার তার গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। 'পালকির গান'-এর ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছে। তাই শুধু গলা মেলানো নয়, গণসংগীতের প্রকৃত শিল্পী হতে গেলে সংগীতদক্ষতা থাকাও জরুরি। কেউ গণ আন্দোলনে সক্রিয় হলেই গণসংগীত নির্মাণ করতে পারবেন তা নয়।

সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে তাঁর কন্যা অন্তরা চৌধুরীর অভিব্যক্তি, 'আমার বাবা সময়ের তুলনায় একশো বছর আগেই জন্মেছিলেন।' সত্যিই তা-ই। সলিল আজও ব্যতিক্রমী, আজও নির্বিকল্প, আজও মৌলিক। তাঁর গানগুলি সলিল সংগীত হিসেবে ইদানীং পৃথক মর্যাদা পাচ্ছে। মূলত পারিবারিক উদ্যোগেই তাঁর সৃজনসম্ভারকে সংরক্ষণের ব্যবস্থার কাজ চলছে। শতবর্ষে সলিল-অনুরাগী শিল্পীরা একক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানৈবেদ্য উৎসর্গ করছেন বছরভর। কেউ কেউ সামাজিক মাধ্যমেই অঞ্জলি নিবেদন করছেন। ১৯ নভেম্বর তাঁর জন্মের ১০০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। দেশজুড়েই তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে।

*(লেখক গীতিকার)*

## আজ

**১৯১০**

বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

**১৯৭২**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক জুবিন গর্গ।

## আলোচিত

সারা বিশ্ব জানে, আবু সঈদ বুক পেতে গুলি খেয়েছেন। আমি ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাকে জায়গা দিয়েছিলাম। তাঁরা নির্যাতিত ছিলেন। এর চেয়ে মানবিক কাজ আর কী হতে পারে? আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যে। মামলা দিয়ে আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবে না।

- শেখ হাসিনা

## ভাইরাল/১

শখে গাড়ি কিনেছিলেন পুনের এক ব্যক্তি। কেনার পরই সেটির ত্রুটি ধরা পড়ে। ডিলারকে ফোন করেও সুরাহা হয়নি। তাই ব্যস্ত রাস্তায় বাজনা বাজিয়ে দুটি গাধা দিয়ে টেনে গাড়িটি শোরুমে ফেরত আনেন। গাধায় টানা গাড়ি দেখে অবাক পথযাত্রীরা।

## ভাইরাল/২

নাক-NoGe, কান-EaRe, চোখ-IeY। এভাবে ভুলভাল ইংরেজি বানান লিখলেন ছত্তিশগড়ের এক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। অক্ষরগুলি দেখিয়ে উচ্চারণ করে পড়াচ্ছেন তিনি। ছোট্ট পড়ুয়ারাও সেগুলি চেঁচিয়ে পড়ছে। প্রাথমিক ইংরেজিগুলি ভুল শেখানোর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ তৈরি করেছে। সাসপেন্ড শিক্ষক।

জনমন
জনমত

## সভ্যতার আগ্রাসনে নদীর আর্তনাদ

উত্তরবঙ্গের তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা, বালাসন, রায়ডাক, কালজানি, গদাধর এবং করলা— সব নদীই আজ সভ্যতার আগ্রাসনে ক্ষতবিক্ষত। কোথাও নদীর বুকে অবৈধভাবে চলছে বালি-পাথর তোলা, কোথাও তীর ও চর দখল করে বসতবাড়ি নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলছে। আবার কোথাও নদীবাঁধ কেটে চাষের জমি বিস্তারের অফুরন্ত লোভ-লালসা নিজের অজান্তেই বিপদ ডেকে নিয়ে আসছে। মহানন্দা ও বালাসনের ঝুপড়ি সভ্যতা জলের স্রোতে ভেসে গেলে হয়তো বলতে শোনা যাবে মহানন্দার গ্রাসে শিলিগুড়িবাসী, কিন্তু মহানন্দাকে অপহরণের কাহিনী আমাদের মনে ভাসবে না।

পাহাড় থেকে বয়ে আসা ছোট-বড় প্রায় সব নদীই উত্তরবঙ্গের শহরগুলোর যেন এককেটি বড় নিকাশিনালা। নদীগুলো বর্তমানে শহরের বর্জ্য পরিবহণের অবৈতনিক সাফাইওয়ালা। মানুষের পরিত্যক্ত বর্জ্য নদীর বুকে জমতে জমতে নদীর গতিপথ বদলে যাচ্ছে, জলস্তর নেমে যাচ্ছে, বর্ষায় ভাঙন- হরপার দাপটে মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। কিন্তু শুষ্ক মরশুমে সেই নদীই পরিণত হচ্ছে আবর্জনার ভাগাড়ে।

মানুষের এই স্বার্থপরতা ও প্রশাসনিক উদাসীনতাই নদীর মৃত্যুর প্রধান কারণ। আমরা ভুলে যাচ্ছি, নদী কেবল জল নয়- এ এক জীবন্ত সত্তা, এক প্রাণ। নদী মরে গেলে সভ্যতাও মরবে। অফুরন্ত রসদে ভরপুর উত্তরবঙ্গের নদীগুলো আজ জল্লাদের হাতে।

সাম্প্রতিক সময়ে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার অন্তরালেও রয়েছে নিষ্ঠুরভাবে নদীকে শাসন ও শোষণের করুণ দৃশ্য। একদিকে যেমন নদীতে বাঁধ দিয়ে তার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তেমনই অপরদিকে অবৈধ ও অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি ও পাথর উত্তোলন নদীর বুকে ক্ষত তৈরি করেছে। উত্তরবঙ্গের নদীগুলোতে এখন হড়পা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আগে তেমন শোনা যেত না। তাই একটু ভারী বৃষ্টিতেই নদীর তাণ্ডবলীলা প্রতিদান ও প্রতিশোধ নয় কি? আপাতদৃষ্টিতে নদী মানুষের ঘরবাড়ি ও গবাদিপশুকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও এই নদীকে যে আগেও গ্রাস করা হয়েছে তার খবর ক'জন রাখি? ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আগেই নদীকে অপহরণের লালসা আর কবে মিটবে? সভ্যতা আজ নিজেই নিজের সাইলেন্ট কিলার।

এখনও সময় আছে। নদীর তীর দখলমুক্ত করতে হবে, বালি-পাথর উত্তোলনে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে, প্লাস্টিক ও নিকাশিনালার বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে হবে। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে কৃষক ও সাধারণ মানুষ- সবাইকে নদী রক্ষার আন্দোলনে যুক্ত হতে হবে।

নদী শুধু অতীতের স্মৃতি নয়, ভবিষ্যতের আশাও। নদীকে রক্ষা করা মানে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা। সভ্যতার প্রকৃত উন্নয়ন তখনই হবে, যখন আমরা নদীর সঙ্গে সহাবস্থান শিখব- শাসন নয়, মায়ের মতো স্নেহ ও মমতা দিয়ে।

**ডঃ রঞ্জিত বর্মন, জলপাইগুড়ি।**

**পত্রলেখকদের প্রতি**

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

# সামাজিক ঐক্য দৃঢ় করার উৎসব

নতুন চালকে কেন্দ্র করে এই উৎসবে গোটা বাংলার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তের পরিবারগুলিও সানন্দে মেতে ওঠে।

মনোমিতা চক্রবর্তী

হেমন্তের সোনালি ধানের খেত জানান দিচ্ছে বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উৎসব নবান্ন হাজির। হেমন্তে কার্তিক মাসের শেষে এবং অঘ্রান মাসের শুরুতে সোনা রোদ আর মৃদু হিমস্পর্শে ফসল কাটা এবং নব অন্নকে কেন্দ্র করে এই উৎসবের সূচনা হয়। মূলত পয়লা অঘ্রানে পালিত হলেও কোনও সমস্যা হলে এই মাসের ৩, ৫, ৭ কিংবা ৯ তারিখেও এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। নবান্ন অর্থাৎ নব অন্ন (নতুন চালের) তথা নতুন খাবারকে কেন্দ্র করে এই উৎসবে গোটা বাংলার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তের পরিবারগুলিও সানন্দে মেতে ওঠে। এই উৎসব মূলত গ্রামাঞ্চলে খুব বেশি করে প্রচলিত। নিজে হাতে যাঁরা অন্ন ফলান, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে তাঁদের খুশির অন্ত থাকে না।

কার্তিকের শেষে কুয়াশা ভেজা মাঠ থেকে সবুজ থেকে সোনালি হয়ে আসা নতুন ধান কেটে কৃষকেরা ঘরে তোলেন। গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে এই ধান মাড়াই করবার পর সেই নতুন ধানের চালকে বা অন্নকে কেন্দ্র করে উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে নবান্ন উৎসবের প্রচলন রয়েছে। তবে এর রীতিনীতি কিন্তু একটু আলাদা। নবান্ন উৎসবের দিন উত্তরের রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাড়িগুলোতে বাড়ির সদস্যরা উপবাস থেকে নতুন চাল দিয়ে প্রসাদ তৈরি করে দেবতাদের অর্পণ করার পাশাপাশি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণও করেন। এই পুজোতে যজ্ঞ হয়। ঠাকুরপাঠ সুন্দর করে লেপে মুছে সুন্দর

করে সাজিয়ে কলার খোল, আম পাতা, ঘি, ফুল, ফল, ধূপ, দীপ ও নতুন চালের প্রসাদ সহযোগে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে অধিকারীমশাই পুজো করেন। এই পুজোয় মূলত নতুন ধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং ভবিষ্যতে ভালো ফসল পাওয়ার প্রার্থনা করা হয়।

উত্তরের নবান্ন উৎসব এমন এক উৎসব যেখানে পাখি, কুকুর-শিয়ালকেও শামিল করা হয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সন্ধ্যার দিকে কুকুর-শিয়ালকে খাবার দেওয়ার রীতি রয়েছে। উত্তরের গ্রামের মানুষ এই উৎসবে আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবদের রাতের খাবারে আমন্ত্রণ জানান। সকলে মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া চলে। নতুন চালের ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত, নতুন কোনও শাকভাজা, কলাই ডাল, ছোট মাছভাজা বা ছোট মাছের চচ্চড়ি, আলু ফুলকপি দিয়ে রুই কিংবা কাতলা মাছের ঝোলে জমজমাট খাওয়াদাওয়া হয়। অনেকে খাবারের তালিকায় মাংসও রাখেন।

নবান্ন উৎসব আসলে আহারে বিহারে আনন্দ ভাগ করে নেবার এক উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে পারিবারিক সম্পর্ক যেমন দৃঢ় হয় তেমনই বাইরের অনেকের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও বৃদ্ধি পায়। সাধারণ বিষয় অনায়াসে অসাধারণ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। আজকাল নানা উৎসবে আন্তরিকতা কমছে, আড়ম্বর বাড়ছে। নবান্ন কিন্তু আন্তরিকতা বৃদ্ধির পক্ষেই জোর সওয়াল করে।

*(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯৫

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ৫ | | | | | |
| ৬ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ৭ | | ৮ |
| ৯ | | ১০ | | ১১ | | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১২ | | | ★ | ১৩ | | | |

**পাশাপাশি :** ১। আজেবাজে, অবজ্ঞার যোগ্য, তুচ্ছ ৩। শ্রমবিমুখ, কুঁড়ে, অবসন্ন ৫। মতলবি, ফন্দিবাজ, কৌশলী, স্বার্থপর ৬। প্রাপ্তিস্বীকারপত্র, প্রাপ্তি নিদর্শন ৭। ফল, গাছ বা অন্য কিছুর নির্যাস, চোয়ানো মদ ৯। অলীক কল্পনা, অবাস্তব ভাবনা ১২। বিজয় দশমীর উৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে অনুষ্ঠেয় স্নানের পর্ব ১৩। ঘর, বাসস্থান।

**উপর-নীচ :** ১। হাতযন্ত্র, ছোট যন্ত্রপাতি ২। থেমে থাকা, ক্ষান্ত, নিরস্ত ৩। অনটন, দারিদ্র্য ৪। অনায়াসসাধ্য, সুবোধ, সরল, সহোদর ৫। গর্ব, অহংকার, সুরা ৭। ফলবিশেষ, সাধারণ, সাধারণ লোকবিষয়ক ৮। মধুর শব্দ ৯। বিপদ, দুর্দশা, দুঃখ, অনভিপ্রেত ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয় ১০। চিনি ১১। এক রকম মোটা ও কারুকাজ করা বিছানার চাদর।

**সমাধান ■ ৪২৯৪**

**পাশাপাশি :** ১। আনাজ ৪। টিকলি ৫। জিভ ৭। কমলা ৮। জিন্দাপির ৯। বনস্পতি ১১। পনস ১৩। তৎ ১৪। বিভব ১৫। নচ্ছার।

**উপর-নীচ :** ১। আদ্দেক ২। জটিলা ৩। গলিখুঁজি ৬। বদর ৯। বনাত ১০। তিড়বিড় ১১। পবন ১২। সরোজ।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar**
**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

## বরাতজোরে প্রাণরক্ষা এক বাসযাত্রীর

# সৌদিতে মৃত্যু ৪৫ ভারতীয় পুণ্যার্থীর

**রিয়াধ, ১৭ নভেম্বর :** সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৫ জন ভারতীয় পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। মক্কা থেকে মদিনার পথে এক হাইওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুণ্যার্থীদের প্রায় সকলেই তেলেঙ্গানার বাসিন্দা। হায়দরাবাদের পুলিশ কমিশনার ভিসি সজ্জনার জানান, 'দুর্ঘটনায় ৪৫ জন মারা গিয়েছেন। অলৌকিকভাবে শুধু একজন বেঁচে গিয়েছেন। তাঁর নাম মহম্মদ আবদুল শোয়েব (২৪)। তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।'

**দুর্ঘটনা**

- মক্কা থেকে মদিনায় ফেরার পথে ডিজেল ট্যাংকারের সঙ্গে পুণ্যার্থীদের বাসের সংঘর্ষ
- মৃতদের প্রায় সকলেই তেলেঙ্গানার বাসিন্দা
- একমাত্র জীবিত যাত্রী মহম্মদ আবদুল শোয়েব (২৪)
- ভারতীয় দূতাবাস ও কনস্যুলেটে জরুরি হেল্পলাইন চালু করেছে
- মৃতদের শনাক্তকরণ ও সব দেহ দেশে ফেরাতে তৎপর ভারত ও সৌদি প্রশাসন

শোয়েবের প্রায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছে আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনাকে। কিন্তু তিনি বাঁচলেন কী করে? প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বছর চব্বিশের ওই তরুণ বাসে বসেছিলেন চালকের আসনের ঠিক পাশেই। রাত দেড়টা নাগাদ যাত্রীবাহী বাসটি একটি ডিজেল ট্যাংকারের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার পর তাঁকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই খবর প্রথম জানানো হয়। ইতিমধ্যে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজখবর নিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাস এবং জেড্ডায় ভারতীয় কনস্যুলেটে একটি জরুরি হেল্পলাইন চালু করেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক সৌদি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং মৃতদেহ শনাক্তকরণ ও দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সবরকম সহায়তা নিশ্চিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'যাঁরা আপনজনকে হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারগুলির কথা ভাবছি। যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন—এই প্রার্থনা করছি।'

রবিবার মাঝরাতে ডিজেল ট্যাংকারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে বাসে আগুন ধরে যায়। ঘুমন্ত অবস্থাতেই বলসে মৃত্যু হয় ৪৫ যাত্রীর। যে সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে, সেইসময় যাত্রীরা সকলেই ঘুমোচ্ছিলেন। ফলে বাসে আগুন ধরে গেলেও তা টের পেতে যাত্রীদের অনেক দেরি হয়ে যায়।

মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা এবং শিশু। দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিন প্রজন্মের ১৮ জন সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। ঝলসে যাওয়া দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। শনাক্তকরণের কাজ চলছে। বাসযাত্রীদের মধ্যে একজন বেঁচে গিয়েছেন। তবে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই হায়দরাবাদের বাসিন্দা। ইতিমধ্যে তেলেঙ্গানা সরকার রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। মৃতদের পরিবারকে যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

তেলেঙ্গানার তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ডি শ্রীধর বাবু জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মৃতেরা সকলে মাল্লেপল্লি এলাকার। তবে শনাক্তকরণের পরই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি জানিয়েছেন, রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশন (ডিসিএম) আবু মাথেন জর্জের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন সবরকম সাহায্যের।

সংঘর্ষ... বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের গ্রেনেড নিক্ষেপ। সোমবার ধানমন্ডি শেখ মুজিবের বাড়ির কাছে।

# বিক্ষোভ-প্রতিবাদে উত্তাল বাংলাদেশ

**ঢাকা, ১৭ নভেম্বর :** মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের রায়ের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল বাংলাদেশ। যদিও একই সঙ্গে ওই রায়ের সমর্থনে মুজিব-কন্যার প্রতীকী ফাঁসি দিয়ে উচ্ছ্বাস পালন করে একদল জনতা। এরই পাশাপাশি রায় ঘোষণার দিন বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ির অবশিষ্ট অংশ ভাঙচুরের চেষ্টা চালায় একদল লোক। নিরাপত্তা বাহিনী বাধা দিলে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। বস্তুত, হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণাকে ঘিরে যে গোলমাল, অশান্তি হতে পারে সেই আশঙ্কা ছিলই। সেজন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছিল।

এদিন ট্রাইবিউনালের রায়ের প্রতিবাদে গোপালগঞ্জে ছাত্রলিগের তরফে একটি মিছিল বের হয়। বিকাল সাড়ে চারটের দিকে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার শেখ রাসেল শিশু পার্কের সামনে ওই বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। রায় ঘোষণার পরই গোপালগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করার চেষ্টা করেন ছাত্রলিগের নেতা-কর্মীরা। ঢাকা-খুলনা সড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়ায় পেট্রোল দিয়ে

**হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড**

পাটখড়ি ও টায়ার জ্বালিয়ে কয়েক দফা সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন ছাত্রলিগ ও যুবলিগের নেতা-কর্মীরা।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মো. শাহ আলম বলেন, দু-একটি ঘটনা ছাড়া গোপালগঞ্জে কোনও প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সর্বক্ষণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী টহল দিচ্ছে। অপরদিকে রবিবারের পর সোমবারও কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি পালনের দাবি করেছে আওয়ামি লিগ। এদিকে ঢাকার শাহবাগে হাসিনার ফাঁসি কার্যকর করার প্রতীকী দৃশ্য মঞ্চস্থ করেছে মৌলিক বাংলা নামে একটি সংগঠন। পরে সন্ধ্যায় জাতীয় জাদুঘরের সামনেও এই কর্মসূচি পালিত হয়। অন্যদিকে ধানমন্ডি-৩২ নম্বরের বাড়ির অবশিষ্ট অংশ ভাঙার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে হাসিনা মামলার রায়ে উচ্ছ্বসিত একদল লোক। তাঁরা ঐতিহাসিক বাড়িটির দিকে এগোলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। তখন বিক্ষোভকারীরা ইট-পাটকেল ছোড়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে। দফায় দফায় পুলিশ-বিক্ষোভকারী খণ্ডযুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের খবরে আনন্দ মিছিল বের হয়। এই পরিস্থিতিতে দেশের জনতাকে শান্ত ও সংযত থাকার বার্তা দিয়েছেন ইউনূস সরকার।

## ফের এক মঞ্চে উদ্ধব-রাজ

**মুম্বই, ১৭ নভেম্বর :** সাড়ে চার মাসের মধ্যে তৃতীয়বার এক মঞ্চে দেখা গেল উদ্ধব ঠাকরে ও রাজ ঠাকরেকে। সৌজন্যে বালাসাহেবের ত্রয়োদশ মৃত্যুবার্ষিকী। সোমবার মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে শিবতীর্থের স্মরণসভায় উপস্থিত হয়ে তুতো ভাই সম্মিলিতভাবে লড়ার বার্তা দিলেন।

'হিন্দু হৃদয়সম্রাট' বালাসাহেব ঠাকরেকে শ্রদ্ধা জানাতে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উদ্ধব এবং রাজ ছাড়াও উদ্ধব-জায়া রশ্মি, ছেলে আদিত্য ঠাকরে, মহারাষ্ট্র নবনির্মাণসেনা প্রধান রাজের ছেলে অমিত ঠাকরেও। হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মারাঠি অস্মিতাকে বাঁচাতে চলতি বছরের ৫ জুলাই প্রথম একসঙ্গে লড়ার বার্তা দেন রাজ ও উদ্ধব।

## প্রায় ৩২ কোটি গায়েব মহিলার

**বেঙ্গালুরু, ১৭ নভেম্বর :** বিপুল পরিমাণ অর্থ ডিজিটাল প্রতারণায় খোয়ালেন বেঙ্গালুরুর এক মহিলা। অনলাইন প্রতারকরা তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৩২ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

সূত্রের খবর, প্রতারকরা নিজেদের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই-এর আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়ে মহিলাকে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ফাঁদে ফেলে। তাঁকে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিতে বাধ্য করে বোঝানো হয় যে, তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি যাচাই করা হচ্ছে। এই সুযোগে তারা কৌশলে মহিলার সঞ্চিত টাকাপয়সার একটা

**ডিজিটাল অ্যারেস্ট**

মোটা অংশ নিজেদের অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নেয়। ঘটনায় বিপুল পরিমাণ অর্থ খুইয়েছেন বছর ৫৭-র ওই মহিলা। তিনি বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ফাঁদে পড়েন প্রতারকদের। কয়েক মাস কঠোর পরিশ্রমের পর বিষয়টি বুঝতে পেরে ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে চুপ করে ছিলেন। চলতি বছরের জুন মাসে ছেলের বিয়ে হয়েছে। তারপর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন।

মহিলা জানিয়েছেন, ওই প্রতারকদের সঙ্গে তাঁর ১৮৭ বার লেনদেন হয়েছে। তাতে তাঁর খোয়া গিয়েছে ৩১.৮৩ কোটি টাকা। তিনি পুলিশ কর্তৃপক্ষকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়েছেন। এই বিশাল অঙ্কের প্রতারণার ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাইবার ক্রাইম পুলিশ। দায়ের হয়েছে মামলা।

## বিবাহবার্ষিকীর দিনেই মৃত্যুদণ্ডের রায়

**ঢাকা, ১৭ নভেম্বর :** প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল আদালত। অশান্ত বাংলাদেশ। কিন্তু রায়ের দিন নিয়ে নতুন এক তথ্য সামনে এসেছে। ৫৮ বছর আগে বাংলাদেশের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী এমএ ওয়াজেদ মিয়াঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। সেই দিনটাও ছিল ১৭ নভেম্বর। কাকতালীয়ভাবে মুজিব-কন্যাকে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল বিবাহবার্ষিকির দিনেই। যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল ওই রায় দিয়েছে সেটিও গঠন করেছিলেন স্বয়ং হাসিনাই। ওয়াকিবহাল মহল অবশ্য মনে করছে, দুটি ঘটনার একটিও কাকতালীয় নয়। নেটিজেনদের একাংশ

এমএ ওয়াজেদ মিয়াঁ ও শেখ হাসিনার বিয়ের ছবি।

মনে করছেন, বিবাহবার্ষিকীতে হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইচ্ছাকৃতভাবেই নেওয়া হয়েছে। কারণ, ২৩ অক্টোবর হাসিনা মামলার শুনানি শেষ হয়। প্রথমে রায় ঘোষণার দিন ধার্য হয়েছিল ১৪ নভেম্বর। কিন্তু ১৩ নভেম্বর ট্রাইবিউনাল জানায়, হাসিনা ও তাঁর দুই সহযোগীর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হবে ১৭ নভেম্বর। ১৯৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর ওয়াজেদ মিয়াঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শেখ হাসিনার। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। ২০০৯ সালের মে মাসে তিনি মারা যান।

## 'জঙ্গি ও তাদের মদতদাতাদের রেয়াত নয়'

**নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** সন্ত্রাসবাদী ও তাদের আশ্রয়দাতাদের একই বন্ধনীতে রাখে ভারত। শান্তি বজায় রাখতে ভালো। কিন্তু উলটো কিছু দেখলেই কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে। সোমবার নাম না করে পাকিস্তানকে এই সুরেই স্পষ্ট বার্তা দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

সেনাপ্রধান বলেন, দেশ উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগোতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু কেউ তাতে বাধা দিলে দৃঢ় পদক্ষেপ করা হবে। পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে তাঁর মন্তব্য, 'আলোচনা ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না। রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। শান্তিপ্রক্রিয়া চাই, কিন্তু ততদিন সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মদতদাতাদের একই চোখে দেখা হবে।'

পাকিস্তানের পারমাণবিক হুমকির ইঙ্গিত প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বলেন, ভারত এখন আর কোনও কৌশলগত ব্ল্যাকমেলিংয়ে ভয় পায় না। দেশের নতুন নিরাপত্তা নীতি সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে। তাঁর দাবি, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর কথায়, 'বর্তমান সময়ে ভারতের প্রতিরোধ শক্তি অত্যন্ত কার্যকর।'

জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়েও তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ২০১৯ সালে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর সেখানে সন্ত্রাস অনেকটাই কমেছে এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে।

## মেহবুবার কাঠগড়ায় কেন্দ্র

**শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** লালকেল্লায় বিস্ফোরণে মোদি সরকারকে দুষেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। তাঁর সাফ কথা, মোদি সরকারের কাশ্মীর নীতি না পেরেছে জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি আনতে, না পেরেছে রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। নীতি শান্তির পরিবর্তে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। মেহবুবার পর একই বার্তা দিয়েছে কংগ্রেসও। জম্মু ও কাশ্মীরের কংগ্রেস নেতা হুসেন দালওয়াই বলেছেন, 'দিল্লি বিস্ফোরণে যে ১৩ জন নিহত ও ২০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন, তা জম্মু ও কাশ্মীরের অবিচারের প্রতিফলন।' সরকারের উচিত 'আরএসএসের ভূমিকা' তদন্ত করা।

মেহবুবার এমন মন্তব্যে 'পিডিপি নেত্রী জঙ্গিদের মদত দিচ্ছেন' বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। ঠিক কী বলেছিলেন মেহবুবা? পিডিপি নেত্রী বলেছিলেন, 'আপনি জম্মু ও কাশ্মীরকে নিরাপদ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। পরিবর্তে আপনার নীতি দিল্লিকেও বিপদসংকুল করে তুলেছে। আপনি বারবার বিশ্বকে বলেছেন, কাশ্মীরে সব ঠিক আছে। আসলে ঠিক নেই। কাশ্মীরের সমস্যাগুলোই লালকেল্লার কাছে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তা হল 'কাশ্মীরের যন্ত্রণা'।'

# দুর্ঘটনায় মৃত এক পরিবারের ১৮ জন

**হায়দরাবাদ, ১৭ নভেম্বর :** আনন্দের সফর শেষ হল নিদারুণ বিষাদে। এক দুর্ঘটনায় শেষ একই পরিবারের তিন-তিনটি প্রজন্ম। ধর্মীয় সফরের উদ্দেশে সৌদি আরবে গিয়ে পথ দুর্ঘটনার বলি হলেন হায়দরাবাদের একই পরিবারের তিন প্রজন্মের ৯ জন শিশু সহ ১৮ জন।

উমরাহ পালন করে শনিবার ওই পরিবারটির দেশে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু রবিবার রাত দেড়টার দিকে পথ দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয়।

পরিবারের এক আত্মীয় মহম্মদ আসিফ ভারাক্রান্ত গলায় জানান, 'আমার শ্যালিকা-শালা, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা, নাতি-নাতনিরা—সবাই গিয়েছিল উমরাহ করতে। আট দিন পর তারা ফিরছিল। ১৮ জন একসঙ্গে মারা গেল। কীভাবে মানব এই ক্ষতি?'

মৃতদের মধ্যে ছিলেন ৭০ বছরের নাসিরুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী আখতার বেগম, ছেলে সালাউদ্দিন, তিন কন্যা আমিনা, রিজওয়ানা ও শাবানা এবং তাঁদের শিশু সন্তানেরা। রামনগরের তাঁদের বাড়িতে তালা ঝুলছে। চাবি হাতে ঢুকতেই বোনের আর্তনাদ—'আমার ভাইয়ের পুরো পরিবার শেষ হয়ে গেল।'

# অসমেও নভেম্বরে বিশেষ সংশোধন শুরু

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** ২০২৬ সালের গোড়াতেই পাঁচ রাজ্যে ভোট। তার আগে চার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও কেরলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। কিন্তু এই তালিকায় অন্তত এক রাজ্যকে বাদ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন, অসম। সুপ্রিম কোর্টের নজরদারি, এনআরসির অপূর্ণতা, রাজ্যের নিজস্ব বিধান এসব যুক্তি দেখিয়ে কমিশন জানিয়েছিল, অসমের জন্য আলাদা নির্দেশিকা ও আলাদা সময়সূচি জারি করা হবে। ঠিক সেই কারণেই ২৭ অক্টোবরের ঘোষণায় অসম ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম।

যদিও সোমবার কমিশন জানাল, অসমেও শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকার সংশোধন। তবে এসআইআর নয়, অসমে হবে এসআর অর্থাৎ স্পেশাল রিভিশন। কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী যদিও নাম ভিন্ন, তবে পদ্ধতিতে এটি কার্যত দেশের অন্যান্য রাজ্যে চলা এসআইআরেরই অনুরূপ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাম যাচাই হবে, মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারদের চিহ্নিত করা হবে ও যোগ্য নাগরিকের নাম যেন কোনও অবস্থাতেই বাদ না যায় তা নিশ্চিত করবেন বুথ লেভেল অফিসারেরা।

কমিশন সূত্রের ব্যাখ্যা, অসমের জন্য যা শুরু হচ্ছে, তা প্রচলিত বার্ষিক সংশোধনের মতো শিথিল নয়, আবার এসআইআরের মতো এত গভীরও নয়। একটি মধ্যবর্তী মডেল,

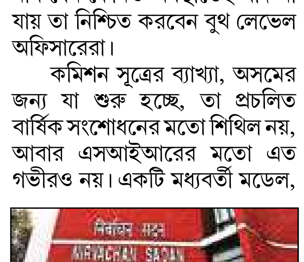



যেখানে বিএলও-রা আগেই পূরণ করা ফর্ম নিয়ে যাবেন ভোটারদের বাড়িতে। এসআইআরের মতো নতুন এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হবে না, বরং আগের নথি মিলিয়ে দেখা হবে।

কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অসমে ১৮ থেকে ২১ নভেম্বর হবে নির্বাচন কর্মীদের প্রশিক্ষণ, ২২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাই, ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাস এবং ভোটার কার্ড সংশোধন হবে। ২৭ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে, ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২২ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অভিযোগ ও দাবি-আপত্তি জানানো যাবে এবং ১০ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ডি-ভোটার বা ডাউটফুল ভোটারদের বিষয়ে কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল বা আদালতের নির্দেশ ছাড়া তাঁদের নাম বদল বা তালিকা থেকে বাদ কোনওটাই হবে না। ২৭ অক্টোবর যখন ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর শুরু হয়, তখনই অসমকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়ে ছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে অসমের এনআরসি ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন, রাজ্যের নিজস্ব আইনি কাঠামো আলাদা, তাই আলাদা নির্দেশিকা জারি করা হবে। তবে সত্যিই কি এনআরসির বাকি ৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গেল? সোমবারের বিজ্ঞপ্তিতে যদিও এর কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

## এলপিজি কিনবে ভারত

**নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ এলপিজি (লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস) আমদানির জন্য চুক্তি করতে চলেছে ভারত। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতে আমদানিকৃত এলপিজির কমপক্ষে ১০ শতাংশ আমেরিকা থেকে আমদানি করা হবে। ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ ট্যারিফ বসিয়েছেন ট্রাম্প। রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণেই ট্রাম্পের এই শুল্ক-বাণ। তারপর থেকে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করতে দুই দেশের আলোচনা চলছে। এরই মধ্যে এলপিজি নিয়ে হতে চলা চুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নয়া চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি ২০২৬ থেকে বার্ষিক মোট আমদানির ১০ শতাংশ আমদানি করবে। মাউন্ট বেলভিউ বেঞ্চমার্কের অধীনে এই আমদানি করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেও এই চুক্তির মাধ্যমে আমজনতাকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলপিজি সরবরাহ করতে পারবে তেল সংস্থাগুলি।

# রাজভবনে নীতীশ

**পাটনা, ১৭ নভেম্বর :** সবকিছু ঠিক থাকলে ২০ নভেম্বর দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নীতীশ কুমার। সোমবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। সেখানেই রাজ্যপালকে তিনি অনুরোধ করেন, ১৯ নভেম্বর যেন বিহারের বিদায়ি বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার আগে সোমবার সকালে রাজ্যের বিদায়ি মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ঠিক হয়, বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার দিনই অর্থাৎ ১৯ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে পারেন নীতীশ কুমার। ওইদিনই রাজ্যপালের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেওয়ার পাশাপাশি নতুন সরকার গঠনের দাবিও জানাবেন তিনি।

তার আগে অবশ্য তাঁকে এনডিএর পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হবে। ইতিমধ্যে বিজেপি ও জেডিইউয়ের পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকা হয়েছে। বিহার বিজেপির সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল জানিয়েছেন, নীতীশ কুমারই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফের শপথ নেবেন। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক গান্ধি ময়দানে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি কেন্দ্রের তাবড় মন্ত্রী এবং এনডিএ ও বিজেপি শাসিত মুখ্যমন্ত্রীরাও ওই অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রিসভায় বিজেপি-জেডিইউয়ের ১৬ জন মন্ত্রী থাকতে পারেন। এলজেপি (রামবিলাস)-এর ৩, হাম (এস) এবং আরএলএমের একজন করে মন্ত্রী থাকতে পারেন। বিজেপি ও চিরাগের দল উপমুখ্যমন্ত্রী পদও পেতে পারে বলে খবর মিলেছে।

এদিকে পরিবারে সংঘাতের মধ্যেই সোমবার আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হয়েছেন। ওই পদটি পেতে গেলে বিধানসভার অন্তত ১০ শতাংশ আসন পেতে হবে একটি দলকে। ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায় সেক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটা ২৫। ঘটনাচক্রে এবার আরজেডি ২৫টি আসনই পেয়েছে।

# 'বিরিয়ানি তৈরি, দাওয়াতের জন্য তৈরি হও'

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর :** লালকেল্লার কাছে ১০ নভেম্বরের বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৫। সোমবার আরও দু'জন আহত এলএনজেপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন। মৃতদের পরিচয় লুকমান (৫০) এবং বিনয় পাঠক (৫০)। এখনও বহু আহত হাসপাতালে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এনআইএ সোমবার উমরের এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি জসির বিলাল ওয়ানি, ওরফে দানিশ, যিনি কাশ্মীরেরই বাসিন্দা।

অন্যদিকে নওগাম থানার বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে মারা যান বিলাল আহমদ ওয়ানি। সোমবার এনআইএ গ্রেপ্তার করেছে তাঁরই ছেলে দানিশ বিলালকে। তাঁকে 'ফিদায়েঁ' হিসাবে তৈরি করছিল ডা. উমর নবি।

দিল্লি বিস্ফোরণে ধৃত অভিযুক্তকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে।

নওগাম থানার বিস্ফোরণ শুধুমাত্র একটা দুর্ঘটনা ছিল কি না তদন্তের আওতায় সেই ঘটনাও।

তদন্তে উঠে এসেছে আরও এক ভয়ংকর তথ্য। ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে গড়ে ওঠা 'হোয়াইট কলার' জঙ্গি মডিউল টেলিগ্রামে দিনের পর দিন বার্তা আদানপ্রদান করেছে বিভিন্ন খাবারের নামে। কখনও কাবাব, কখনও বিরিয়ানি, কখনও দাওয়াতের কথা।

দেখতে সাধারণ কথাবার্তা, কিন্তু এর আড়ালে লুকিয়ে ছিল নির্মম হামলার নির্দেশ। তদন্তকারীদের দাবি, 'বিরিয়ানি' মানে ছিল বিস্ফোরক, 'দাওয়াত' মানে নির্ধারিত হামলার দিন। 'বিরিয়ানি তৈরি। দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত হও।' তদন্তকারীদের মতে, এই বাক্যটিই ছিল শেষ নির্দেশ, হামলা চালানোর চূড়ান্ত সংকেত।

হামলা চালাতে নেপাল থেকে

**দিল্লি বিস্ফোরণে সাংকেতিক বার্তার খোঁজ**

কেনা হয়েছিল ৭টি সেকেন্ড-হ্যান্ড মোবাইল। যোগাযোগ রাখতে ১৭টি সিম কার্ড ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে ৬টি কেনা হয়েছিল কানপুর থেকে। বেকনগঞ্জ এলাকার ভুয়ো আইডিও ব্যবহার করা হয়েছিল। তদন্তকারীদের দাবি, তিন চিকিৎসক হামলার ঠিক এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত সক্রিয় যোগাযোগে ছিলেন। তবে ডা. পারভেজ, ডা. আরিফ এবং ডা. ফারুক তিনজনই এখন আটক। তাদের লাগাতার জেরা করে হামলার গোটা নকশা ও তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত অন্য সহযোগীদের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে এনআইএ।

লালকেল্লা বিস্ফোরণ মামলায় একটি স্বচ্ছ ভাবমূর্তির শিক্ষিত জঙ্গি মডিউলের সন্ধান পেয়েছেন তদন্তকারীরা। মডিউলটি দীর্ঘদিন ধরে ফরিদাবাদ এলাকায় সক্রিয় ছিল। মডিউলটির মূল পরিকল্পনাকারী বা মাস্টারমাইন্ড হিসাবে জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ানের বাসিন্দা ইমাম ইরফান আহমেদের নাম উঠে এসেছে। তিনিই মূলত ডাক্তার উমর উন নবিকে উগ্রপন্থায় দীক্ষিত করেন এবং পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করিয়ে দেন।

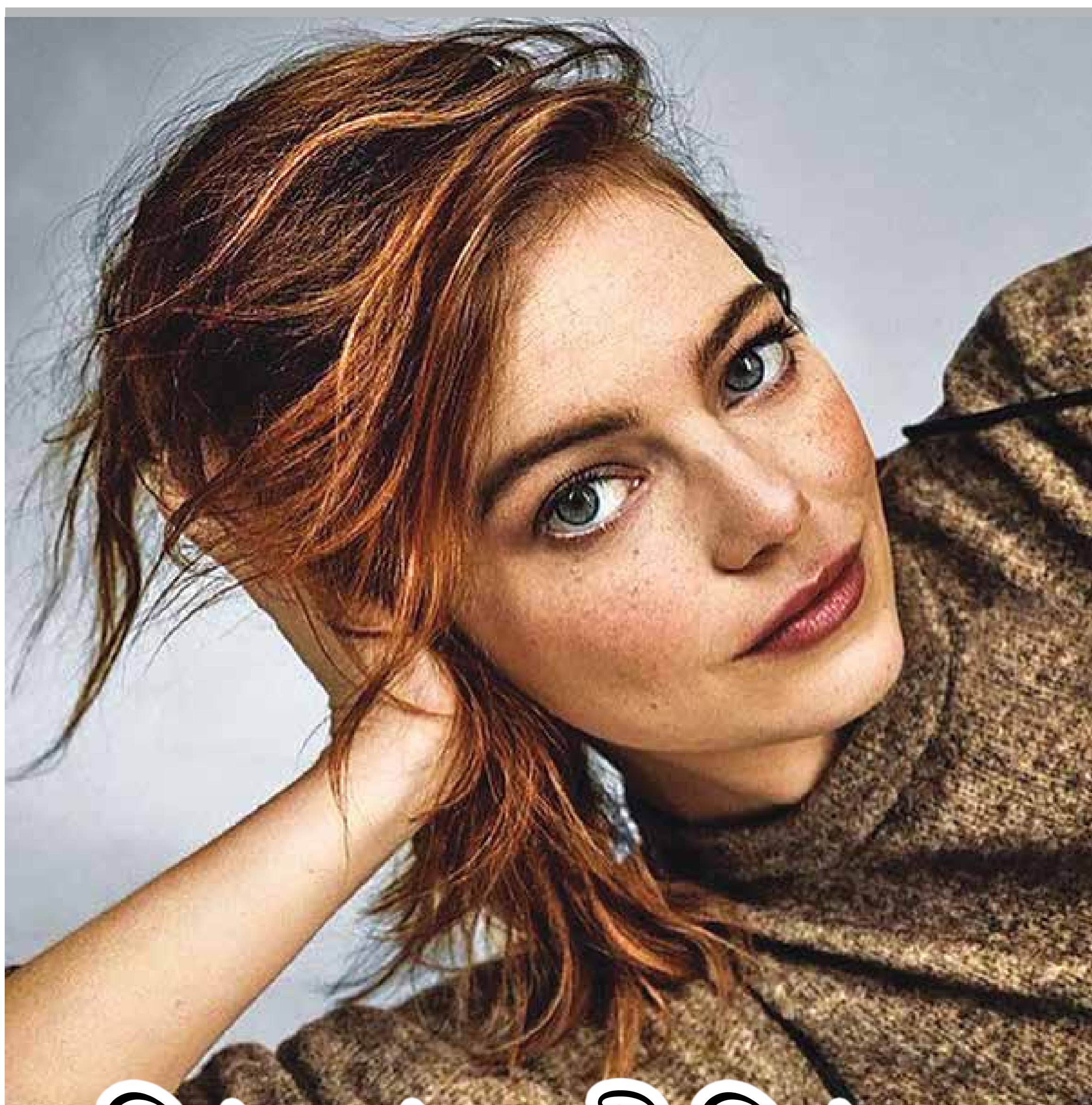

# বিশ্বসেরা সুন্দরী বিচারে ফ্রিডা ৩, ঐশ্বর্য ৮ নম্বরে!

অংকের ফর্মুলা খাটিয়েছেন তিনি। লন্ডনের প্লাস্টিক সার্জন জুলিয়েন ডি সিলভার কথা বলছি। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্বে সুন্দরীদের মধ্যে ঐশ্বর্য রাই আছেন আট নম্বরে। তিনি দুনিয়ার সুন্দরীদের মুখ কম্পিউটারে স্ক্যান করেছেন, মেপেছেন, তারপর এক ম্যাজিক নম্বর ১.৬১৮-এর সঙ্গে মিলিয়ে একটি স্কোর দিয়েছেন। তারই জোরে ঐশ্বর্য রাইকে তিনি ৮ নম্বরে বসিয়েছেন। এই স্কোরের নাম গোল্ডেন রেশিও, যাকে 'পাই' বলে। এটি একটি নির্ণায়ক বা হিসাব। যেকোনও সুন্দর জিনিস তৈরির সময় তার উপাদানের মধ্যে একটা অনুপাত থাকে, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও সেই অনুপাত লাগে। উল্লিখিত নম্বরটি বলে দেয় কোন জিনিসের সঙ্গে কোন জিনিস কত অনুপাতে আছে, যাতে তা চোখের পক্ষে আরামদায়ক লাগছে। তিনি সব সুন্দরীর নাক-চোখ-ঠোঁটের মাপ ও তাদের সৌন্দর্যের অনুপাত নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং যার অনুপাত এই ১.৬১৮ বা তার কাছাকাছি হয়েছে, তাকেই পারফেক্ট আখ্যা দিচ্ছেন। এই অংকে অ্যাশ ৯৩.৪১ শতাংশ পারফেক্ট, তাঁর জায়গা ৮ নম্বরে। ৯৪.৭২ শতাংশ পারফেক্ট হয়ছেন এমা স্টোন, তাই তিনি প্রথমে। ৯৪.৩৪ শতাংশ পারফেকশন নিয়ে ফ্রিডা পিন্টো আছেন তিন নম্বরে। তিনিও ভারতীয়। সৌন্দর্য চর্চায় অ্যাশ যতটা শিরোনামে আসেন, সেই তুলনায় ফ্রিডা পিন্টো আসেন না। তবে অঙ্কের বিচারে তিনি তিনে, ডা. ডি সিলভার মতে।

# ভয়ংকর দৃশ্য নিয়ে ফিরছে 'আনকাট' শোলে

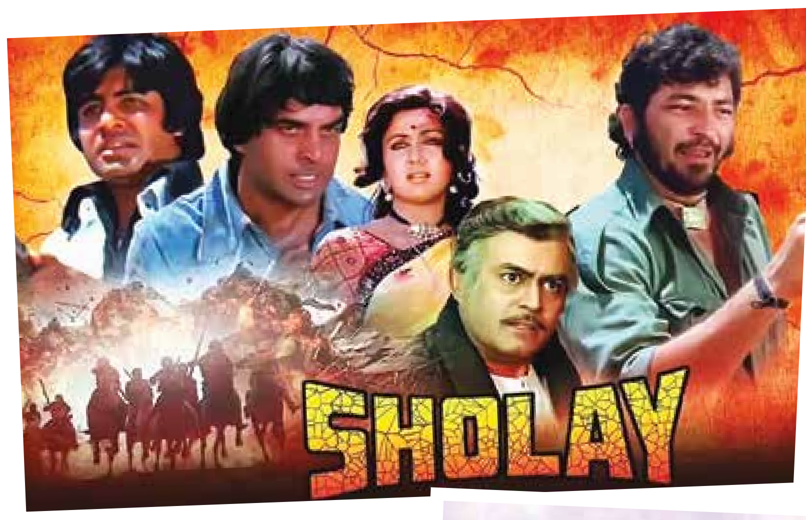


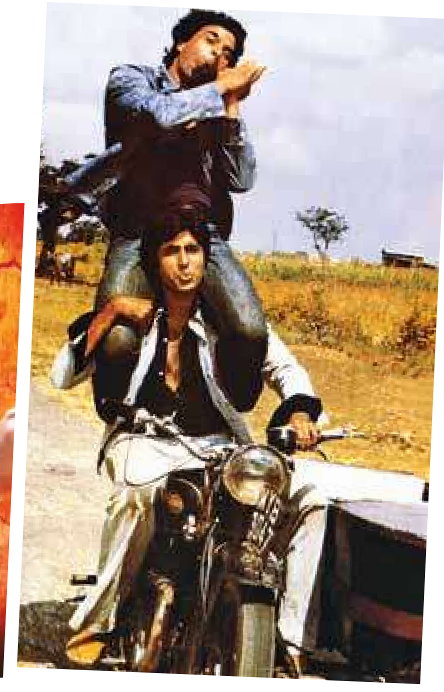

শোলে আসছে। কোথায়? পর্দায়! কী বলছেন–রি রিলিজ? মানে আবার নতুন করে মুক্তি? আজ্ঞে না। এ একেবারে নতুন ছবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র, আমজাদ খান, সঞ্জীব কুমারেরই সেই ছবিটা। তাহলে আবার নতুন করে কীভাবে হল, তাই তো? হল, হল।

আসলে যে সময় শোলে মুক্তি পেয়েছিল, সে সময় সেন্সরের নির্দেশে বেশ কিছু দৃশ্য কাটতে হয়েছিল। আসলে, সে সময় জরুরি অবস্থা চলছিল দেশে। সেন্সর বোর্ড আরও কয়েক গুণ কড়া। রমেশ সিপ্পিকে যে দৃশ্যগুলো কাটতে বলা হল, বিনা বাক্যব্যয়ে সেইসব দৃশ্য উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এর ফলে শেষ দৃশ্য, মানে ক্লাইম্যাক্সটার অনেকখানি কেটে গেল। কারণ সে সময় সেন্সর বোর্ডের মনে হয়েছিল যে, অত হিংস্রতা মানুষ নিতে পারবে না। দেওয়াও ঠিক নয়।

দৃশ্যটা কী ছিল? জুতোর নীচের স্পাইক দিয়ে গব্বরকে মারছেন ঠাকুর সাহাব। সেই স্পাইকের রগড়ানিতে ছটফট করতে করতে মরছে গব্বর। দৃশ্যটা বাদ পড়েছিল তখন। এখন আবার নতুন করে ফিরছে। এই প্রথমবার। শোলের যে যে দৃশ্য কেটে ফেলা হয়েছে, সব দৃশ্য নিয়ে একেবারে 'আনকাট' ভার্সান ফিরছে। এ বছরটা শোলের পঞ্চাশ বছর। সেই উপলক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর অন্তত দেড় হাজার পর্দায় মুক্তি পাবে সেই 'আনএডিটেড' ছবিটা।

মানে সে ছবির সবটা এখনও দেখা হয়নি। এবার নতুন করে দেখবেন।

## একনজরে সেরা ৫

### লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল

রামকমল মুখোপাধ্যায়ের ছবি লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল। ছবির ট্রেলার প্রকাশ্যে এল সম্প্রতি। কলকাতার তিনটি আলাদা আলাদা পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক, সমস্যা, ইতিবাচকতা এবং তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালের তিন ডেইলি প্যাসেঞ্জার—এই নিয়েই ছবির গল্প। অভিনয়ে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, সায়নী ঘোষ, পাওলি দাম, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, রাজনন্দিনী পাল প্রমুখ।

### রেখা নেই

মণীশ মালহোত্রা প্রযোজিত ছবি গুস্তাখ ইশক-এ রেখার একটি চরিত্রে অভিনয়ের কথা ছিল। তবে পরিচালক বিভু পুরি বলেন, এই চরিত্র রেখার তুলনায় খুবই ছোট। তাই তাঁকে আর কিছু বলা হয়নি। মণীশের সঙ্গে রেখার বন্ধুত্ব অনেকদিনের। তিনি একসঙ্গে কাজও করতে চান। মণীশ তাঁর মানানসই চরিত্রের খোঁজে আছেন।

### বিজয়ী টম

গত রবিবার অভিনেতা টম ক্রুজ পেলেন অনারারি অস্কার। টম ছবির সঙ্গে জড়িত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন, 'অভিনয়ের জন্য বিশ্ব ঘুরেছি। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মতকে সম্মান দিতে শিখেছি, আমরা একসঙ্গে আশা করতে শিখেছি, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।' এর আগে চারবার অস্কারের জন্য মনোনীত হন টম, এবার জিতলেন।

### জন্মদিনের উপহার

ধর্মেন্দ্র তাঁর ৯০তম জন্মদিনে বিশেষ উপহার পাবেন। অভিনেতার প্রিয় খাবার সর্সো দা শাগ, মকাই দি রোটি। লুধিয়ানার ডঙ্গো গ্রামের সঙ্গে অভিনেতার সম্পর্ক নিবিড়। এই গ্রাম থেকে এই খাবারই আসছে তাঁর জন্মদিনে, তাঁর বাড়িতে। অনেকদিন আগে তিনি গ্রামবাসীদের কাছে এই খাবার খেতে চেয়েছিলেন, এবার তা পূরণ হবে।

### রাহু কেতু

পুলকিত সম্রাট, বরুণ শর্মা ও শালিনী পান্ডে অভিনীত রাহু কেতু আসছে ১৬ জানুয়ারি ২০২৬-এ। নিজের ইনস্টায় এই খবর দিয়েছেন পুলকিত নিজে। এই জুটি এর আগে ফুকরে, ফুকরে রিটার্নস, ফুকরে ৩, ডলি কি ডোলি ইত্যাদি ছবি করেছে। বিপুল বিগ পরিচালিত ছবিতে এই জুটির মজা পুনরায় উপভোগ করার সুযোগ পাবেন দর্শক।

# ধুরন্ধর, অক্ষয়ের ফার্স্ট লুক

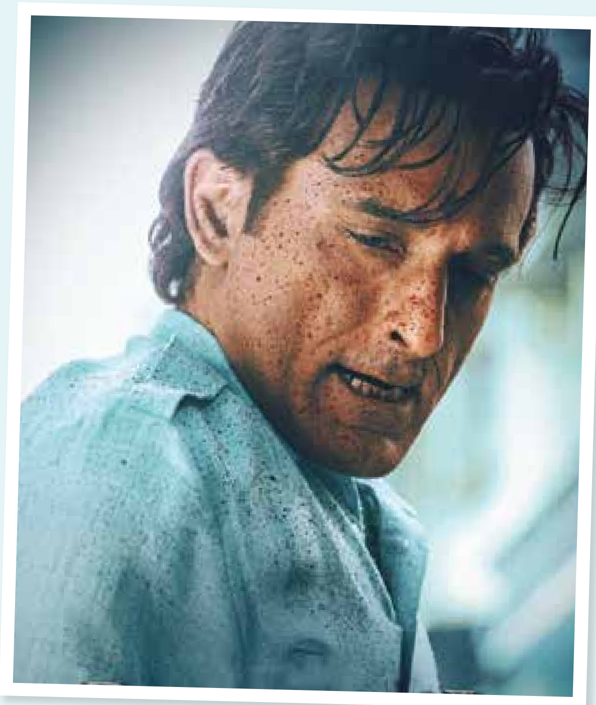

আদিত্য ধরের ছবি ধুরন্ধর। অন্যতম প্রধান চরিত্র অক্ষয় খান্না। তাঁর ফার্স্ট লুক এল সামনে। অক্ষয়ের মুখে রক্তের ছিটে, শার্টেও। চোখে, লড়াইয়ের পর জয়ের স্বস্তির চিহ্ন স্পষ্ট। তাঁর চোখ-মুখে রাগের ছাপ, চুল এলোমেলো। তাঁর চরিত্রকে অ্যাপেক্স প্রিডেটর নামে আখ্যা দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। ছবির প্রচারে এই কৌশল নেওয়া হয়েছে যা অবশ্যই আকর্ষণীয়। অক্ষয় ছবির অন্যতম ভিলেন। রণবীর সিংয়ের লুক আগেই প্রকাশিত। তিনিই ছবির চরিত্রদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। সঞ্জয় দত্তর চরিত্রকে বলা হয়েছে, দ্য জিন। অক্ষয়ের পোস্টার থেকে জানা যায়, ছবির ট্রেলার আসবে ১৮ নভেম্বর।

# আরও এক ব্লকবাস্টারের অপেক্ষায় অহন

৫৬০ কোটি টাকার ব্যবসা দেওয়ার পরে অহন পান্ডে এখন সত্যিই সারা দেশের হার্টথ্রব। প্রথম ছবিতে এই কামাল দেখিয়ে হৃত্বিক রোশনের 'কহো না পেয়ার হ্যায়' ছবির সঙ্গেই তুলনা চলছে তাঁর। তাহলে অহনের দায়িত্বটা একবার ভাবুন।

সেই ছেলে যে নিজের জন্মদিনটাও শুধু কাজ, কাজ আর কাজ নিয়ে থাকবেন, এতে আর আশ্চর্য কী। তার ওপর যশরাজ প্রোডাকশনসের মতো ব্যানার তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিচালনায় আসছেন আলি আব্বাস জাফর। জীবনের দ্বিতীয় ছবিতেই এই বিরাট সুযোগ পাওয়াটা সৌভাগ্যের। তবে ২৭ বছরের অহন পেয়েছেন। বলিউডে বহু তারকাকে তৈরি করেছেন যে জাফর, তিনি এবার অহনের মতো নব্য নায়ককে নিয়ে ময়দানে নামবেন। তাহলে অহনের প্রিপারেশনটাও কোন স্তরে হতে পারে, ভাবতে পারছেন? হ্যাঁ। অহনকে তৈরি করে নিচ্ছেন তিনি। এমন কিছু অ্যাকশন তাঁকে করতে হবে, যে দৃশ্য এর আগে কখনও দেখা যায়নি।

সেই সব দৃশ্যের প্রিপারেশন শুরু করেছেন অহন। তাঁর জন্মদিনের দিন থেকেই পরের ছবির কাজ শুরু হল। এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে!

# প্রতিরক্ষাকর্মীদের জন্য ফারহানের ছবি

এই প্রথম একটি ভারতীয় ছবি সারা দেশে প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত সেনা ও তাদের পরিবারের জন্য মুক্তি পাচ্ছে। ছবির নাম '১২০ বাহাদুর'। ৮০০ হলে ২১ নভেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। দেশের প্রত্যন্ত এলাকা এবং যেসব জায়গায় ছবি তেমনভাবে মুক্তি পেত না, সেখানেও ছবি মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্মাতারা। নির্মাতাদের তরফে সুশীল চৌধুরী বলেছেন, 'দেড় লক্ষের বেশি সক্রিয় সেনা আছেন, ৬ লক্ষের বেশি দর্শক আছেন। কিন্তু মাত্র শক্তিশালী ২০ মিলিয়ন প্রবীণ সেনা ও তাদের পরিবারের সদস্য যাঁরা ছবির দর্শক, তাঁদের ৩০ শতাংশ ছবি দেখতে পারেন। বাকি দেখতে না-পাওয়া ৭০ শতাংশের জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করছি।' নির্মাতাদের বক্তব্য, '১২০ বাহাদুর' ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাহস, শৌর্য ও সংগ্রামের ছবি। তাঁরা সম্মানিত এই কারণে যে যাদের কথা ছবিতে বলা হয়েছে, তাদের পরিবার এই ছবি দেখবেন। রেজাং লা-র ঐতিহাসিক যুদ্ধে ১২০ জন বীর বাহাদুর যে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই ঘটনার উপর ভিত্তি করে এই ছবি। ছবিতে আছেন ফারহান আখতার, রাশি খান্না প্রমুখ। পরিচালক রজনীশ রাজি ঘাই। মুক্তি পাবে ২১ নভেম্বর, ২০২৫।

# ২৫ বছর পর অক্ষয়ের সঙ্গে টাবু

প্রিয়দর্শনের ছবি ভূত বাংলা। এই ছবিতে আবার অক্ষয় কুমার ও টাবু একসঙ্গে পর্দায় আসছেন। ২৫ বছর আগে সেই ২০০০ সালে হেরা ফেরি-তে দুই তারকাকে দেখা গিয়েছিল। ছবি প্রসঙ্গে টাবু বলেছেন, 'অক্ষয়ের সঙ্গে খুব একটা দেখা হয় না, ছবিও করিনি অনেকদিন। প্রিয়নের সঙ্গে টাচে ছিলাম। তখনই জানলাম, অক্ষয় একইরকম আছে। প্রিয়নও সেইরকমই অধৈর্য, সেইরকমই নিজে যা চায়, তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়ার মানুষই আছে।' অক্ষয়ের প্রসঙ্গে টাবু বলেছেন, 'ও আজও একইরকম রসবোধ আর এনার্জিতে ভরা। এখনও ভোর চারটেয় ঘুম থেকে ওঠে, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাড়ি চলে যায়। এটা আমাদের সবার পক্ষেই খুব ভালো। ও বলে, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া উচিত। ও তাই করে। ও পার্টিতে যায় না। আমরা এখন পরিণত, তবে ও বদলায়নি।'

এই ছবিতে একটা ভূতুড়ে বাড়িতে অক্ষয় আটকে পড়েন এবং অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি হন-- এই নিয়েই ছবির গল্প। ছবির অন্য অভিনেতারা হলেন পরেশ রাওয়াল, রাজপাল যাদব, প্রয়াত আসরানি। ২০২৬ সালের ২ এপ্রিল ছবি মুক্তির সম্ভাব্য তারিখ।

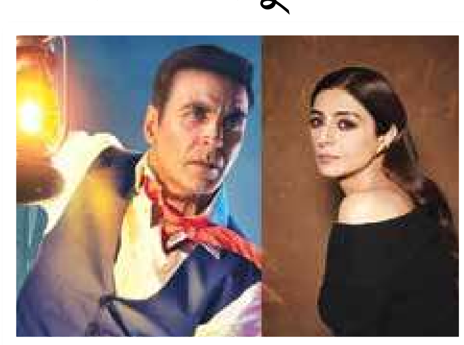

ময়নাগুড়িতে পুরবোর্ডের বৈঠক।

## পদত্যাগপত্র গ্রহণ

**ময়নাগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** ময়নাগুড়িতে পুরবোর্ডের বৈঠকে বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের উপস্থিতিতে পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের পদত্যাগপত্র গৃহীত হল। সোমবার দুপুরে ময়নাগুড়ি পুরসভায় এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। পুরসভার বিদায়ি চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। বৈঠকে কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল। গোবিন্দ বলেন, 'এদিনের বৈঠকে ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে অনন্তদেব অধিকারী এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে মনোজ রায়ের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। মঙ্গলবার ফের বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে নতুন চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের নাম প্রস্তাব করা হবে। তারপর কাউন্সিলারদের সমর্থনের ভিত্তিতে তাঁদের নির্বাচিত করা হবে।' শুক্রবার নতুন চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান শপথগ্রহণ করবেন বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।

## দুর্ঘটনায় আহত ১

**মালবাজার, ১৭ নভেম্বর :** সোমবার রাত প্রায় ৯টার সময় সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এক দুর্ঘটনা ঘটে। জাতীয় সড়কের ওপর একটি স্কুটার ও যাত্রীবাহী গাড়ির সংঘর্ষ হয়। তাতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন গুরজংঝোরা চা বাগানের নেপালি লাইনের বাসিন্দা সঞ্জীব ওরাওঁ। তিনি স্কুটার নিয়ে মালবাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় উলটোদিক থেকে আসা গাড়িটির সঙ্গে সঞ্জীবের স্কুটারের সরাসরি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার জেরে গাড়িটি রাস্তা থেকে পাশের ফুটপাথে উঠে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত ছুটে এসে সঞ্জীবকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে মাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

## স্মারকলিপি

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোমবার জেলা শাসকের কাছে চার দফা দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি জমা দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল এবং সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি শাখা। শ্রমকোড বাতিল, সেলস প্রমোশন আইনকে রক্ষা করা, বিধিবদ্ধ কাজের নিয়মাবলি তৈরি, হাসপাতাল ও ক্লিনিকে মেডিকেল ও সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাজের অধিকারকে সুরক্ষিত করার দাবি জানিয়েছে তারা। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, জেলা কমিটির সদস্য জয় চক্রবর্তী, বিমলেন্দু ঘোষ প্রমুখ।

### জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল নিয়ে চর্চা

# পদ পাবেন কারা

পুরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা একটা বড় 'ফ্যাক্টর'। অন্যদিকে, ক্ষমতাও বড় বিষম বস্তু। ফলে অভিজ্ঞতা নাকি ক্ষমতা, কী প্রাধান্য পাবে পদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে?

সৌরভ দেব

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের সদস্য কারা হবেন? এখন সেই কথাই ঘুরছে দলের কাউন্সিলার থেকে শহরবাসীর মুখে। চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলে পুরোনোরাই বহাল থাকবেন, নাকি সৈকত চট্টোপাধ্যায়-ঘনিষ্ঠ নতুন মুখ স্থান পাবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। অনেকেই মনে করছেন, ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নিজের হাতেই রেখেছিলেন সৈকত। এবারও সেই সমস্ত দপ্তরের ওপর নিজের ক্ষমতা বজায় রাখতে সৈকত তাঁর ঘনিষ্ঠদের চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলে জায়গা দিতে পারেন বলে মনে করছেন অনেকেই।

পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল গঠন করার এখনও হাতে সময় রয়েছে। চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তে কাউন্সিল গঠন হলেও দলের সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার কান ধরে ওঠবসের ঘটনার বিতর্ক জিইয়ে রেখে ১৪ তারিখ পুরসভার চেয়ারম্যান পদে শপথ নিয়েছেন সৈকত চট্টোপাধ্যায়।

> চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল গঠন করার এখনও হাতে সময় রয়েছে। চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তে কাউন্সিল গঠন হলেও দলের সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
>
> **সৈকত চট্টোপাধ্যায়**, চেয়ারম্যান জলপাইগুড়ি পুরসভা

**চর্চায় যাঁরা**

- লোপামুদ্রা অধিকারী
- স্বরূপ মণ্ডল
- তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
- উত্তম বসু
- পাপিয়া পাল

একইদিনে ভাইস চেয়ারম্যান পদে শপথ নিয়েছেন সন্দীপ মাহাতো। সেই পর্ব মিটতেই শুরু হয়েছে চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের সদস্য নিয়ে চর্চা। পুরসভা সূত্রে খবর, নতুন চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল তৈরি হবে পাঁচজন সদস্য নিয়ে। পাপিয়া পাল চেয়ারপার্সন থাকাকালীন কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন সন্দীপ মাহাতো, স্বরূপ মণ্ডল এবং লোপামুদ্রা অধিকারী। ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন সৈকত জল, শিক্ষা, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্য সহ প্রায় দশটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নিজের হাতেই রেখেছিলেন। পূর্ত, আলো, আবাস সহ কয়েকটি দপ্তরের দায়িত্ব ছিল সন্দীপ, স্বরূপ এবং লোপামুদ্রার হাতে। চর্চা শুরু হয়েছে, সৈকত তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলারদের এই পদে রাখতে পারেন। কারণ তাঁর অধীনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলারদের হাতে দিয়ে ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার চেষ্টা করতে পারেন তিনি। ইতিমধ্যে সৈকত-ঘনিষ্ঠ যে নামগুলো নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে তাঁদের অনেকেই প্রথমবারের নির্বাচিত কাউন্সিলার। শুধু তাই নয়, এঁদের যদি চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে কাউন্সিলারদের মধ্যেও মতবিরোধ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করেছেন কাউন্সিলারদের একাংশ। অন্যদিকে, অভিজ্ঞ কাউন্সিলার, যাঁরা চেয়ারম্যান পদে ছিলেন না, তাঁদেরও কাউন্সিলে নিয়ে আসা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে, পুরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সদস্যদের অভিজ্ঞতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। সেক্ষেত্রে লোপামুদ্রা অধিকারী, স্বরূপ মণ্ডলের পাশাপাশি প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তম বসু সহ একাধিক চেয়ারম্যান পারিষদের নাম নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। অভিজ্ঞদের তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের নামও। বিষয়টি নিয়ে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের দায়িত্ব পাওয়া বা না পাওয়া বড় কথা নয়। আমি মনে করি, আমরা প্রত্যেকেই জনপ্রতিনিধি। মানুষকে পরিষেবা দেওয়াটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।' দলের হস্তক্ষেপে এখন যদি চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল গঠিতও হয়, সেক্ষেত্রে বিতর্ক এড়াতে কারা জায়গা পাচ্ছেন এখন সেদিকেই তাকিয়ে জলপাইগুড়ি শহরবাসী।

৯ নম্বর ওয়ার্ডে জঞ্জালের স্তূপ।

# আবর্জনাময় রাস্তায় মূত্রত্যাগ

## নেই পথবাতি, বসছে নেশার আসর

শুভদীপ শর্মা

**ময়নাগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** বেহাল রাস্তা। তার পাশেই জমে রয়েছে আবর্জনা। পথবাতি না থাকায় রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকে এলাকা। সেখানেই বসে নেশার আসর। ময়নাগুড়ি শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা শিশু উদ্যান ও ময়নাগুড়ি গার্লস স্কুল সংলগ্ন রাস্তার এমনই হাল। সমস্যা সমাধানে ময়নাগুড়ি পুরসভার পরিকাঠামোর অভাবকে দায়ী করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল। যদিও শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাবী ভাইস চেয়ারম্যান ঝুলন সান্যাল।

ময়নাগুড়ি পুরসভায় বিভিন্ন কাজ করার পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে বলে জানালেন কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল। তবে তাঁর আশা, পুরসভার ভাবী চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এসে শহরের আরও উন্নয়ন করবেন।

ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজার লাগোয়া ৯ নম্বর ওয়ার্ড। ময়নাগুড়ি বাজারে থাকা জলপাইগুড়ি বাসস্ট্যান্ড দিয়ে মসজিদ হয়ে শিশু উদ্যান, ময়নাগুড়ি গার্লস স্কুল যাওয়ার রাস্তা, একইভাবে সুপার মার্কেট ও জলট্যাংকির পাশ দিয়েও রাস্তাটি গিয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে যেমন গার্লস স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করে, তেমনই ময়নাগুড়ি হাইস্কুলেও যাতায়াত করে বহু ছাত্রছাত্রী। শহরের একমাত্র শিশু উদ্যানেও এই রাস্তা ধরেই যান অনেকে।

বিগত কয়েক বছর ধরে এই রাস্তার পাশে আবর্জনা জমছে। আবর্জনার গন্ধে নাক ঢেকে যেতে বাধ্য হন সকলে। ময়নাগুড়ি শহরের চার নম্বর ওয়ার্ডের ব্যবসায়ী উত্তম সরকারের কথায়, 'ছেলেকে নিয়ে প্রতিদিন স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাই। নোংরা ও গন্ধে এলাকা দিয়ে যাওয়াই দায়।' এই জায়গাকেই মূত্রত্যাগের জায়গা বানিয়ে নিয়েছেন বাজারের কিছু ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন কাজে বাজারে আসা সাধারণ মানুষ। ফলে পথচলতি ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে লজ্জায় পড়তে হয়। বাসিন্দা দীপালি রায় বলেন, 'দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই একই পরিস্থিতি দেখে আসছি। মেয়েকে নিয়ে এই রাস্তা ধরেই স্কুলে যাওয়ার সময় দেখি অনেকেই লাইন দিয়ে মূত্রত্যাগ করছেন, যা দেখে লজ্জায় পড়তে হয়।'

এ তো গেল দিনেরবেলার সমস্যা। রাতে এলাকা অন্ধকার থাকার সুযোগে অনেকে নেশার আসর বসায়। তারপর মদের বোতল ফেলে রেখে চলে যায় বলে অভিযোগ। এমন অবস্থায় প্রয়োজন হলেও অনেকে এই রাস্তা ব্যবহার করেন না বলে অভিযোগ। অথচ এই এলাকাতেই দু'-দুটো প্রাথমিক বিদ্যালয়, গার্লস হাইস্কুল রয়েছে।

ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপ্পা সাহা জানান, ওই জায়গাটিকে বহু ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ মূত্রত্যাগের জায়গা বানিয়েছেন। এটা কখনোই কাম্য নয়। পাশাপাশি রাতেও যাতে ওই এলাকায় আলোর ব্যবস্থা করা হয় সেই দাবি জানান তিনি।

**সমস্যা যেখানে**

- ৯ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা শিশু উদ্যান ও ময়নাগুড়ি গার্লস স্কুল সংলগ্ন রাস্তা বেহাল
- এই জায়গাকে মূত্রত্যাগের জায়গা বানিয়েছেন অনেকে
- রাস্তার পাশে জমছে আবর্জনা
- পথবাতি না থাকায় রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকে এলাকা
- সেই সুযোগে বসে নেশার আসর

## বর্জ্য সাফাই ক্লাব কর্তৃপক্ষের

**ধূপগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** ধূপগুড়ির এসটিএস ক্লাবের তরফে মিলনি ময়দানে কালীপুজো ও ডাকবাংলো মাঠে মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। এর ফলে ওই মাঠ দুটিতে প্রচুর পরিমাণে আবর্জনা জমে ছিল। সোমবার সেই আবর্জনা পরিষ্কার করল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে সেগুলি পুড়িয়ে দিয়ে আবর্জনামুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

ক্লাবের সম্পাদক রাজেশকুমার সিং জানালেন, মেলা সম্পূর্ণভাবে ভাঙার পর ধাপে ধাপে মেলা প্রাঙ্গণ এবং পুজোমণ্ডপ চত্বর পরিষ্কার করা হয়েছে।

আগে ডাকবাংলো এলাকার বাসিন্দারা মাঠ পরিষ্কার নিয়ে সরব হয়েছিলেন। ক্লাব কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে উদাসীন বলে তাঁরা অভিযোগ তুলেছিলেন। পালটা ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবি, সম্পূর্ণ মেলা ভেঙে যাওয়ার পরই মাঠ পরিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ দাস জানান, মেলার মাঠ ও মিলনি ময়দান আবর্জনায় ভরে ছিল। সেগুলি পরিষ্কার করা খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি জানানো হয়েছিল। অবশেষে মাঠ পরিষ্কার করা হয়েছে।

আবর্জনা জ্বালিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হল।

তিস্তা পেরিয়ে স্কুলের পথে। জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের ক্যামেরায়।

## দাবিপত্র

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** জলপাইগুড়ি পুরসভাকে পুর কর্পোরেশনে উন্নীত করার দাবি নিয়ে সরব হল জলপাইগুড়ি সাফাইকর্মী একতা মঞ্চ। সোমবার সংগঠনের তরফে এই দাবি জানিয়ে ডাকযোগে সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দাবিপত্র পাঠনো হয়। কী কারণে পুরসভাকে কর্পোরেশনে উন্নীত করা দরকার, তার নেপথ্যে একাধিক কারণ সংগঠনের তরফে দাবিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি প্রতাপ রাউত বলেন, 'জলপাইগুড়িতে এখন কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে। একইভাবে শহরের আয়তন বাড়ছে। নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে পানীয় জল, জলনিকাশি ব্যবস্থা সহ একাধিক পরিষেবা আরও ভালো করা দরকার। যা কর্পোরেশন করা হলে পরিষেবার মান বাড়তে পারে বলে আমরা মনে করছি। যে কারণে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের সংগঠনের তরফে পুর কর্পোরেশনে উন্নীতকরণের দাবিপত্র পাঠিয়েছি।'

# সেসপুল গাড়ি মোটে দুটি, অপেক্ষা এক মাসের

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** বাড়ির সেপটিক ট্যাংক ভর্তি হতেই পুরসভায় আবেদনপত্র জমা পড়ে। প্রতিমাসে সেই আবেদনের সংখ্যাটা ৮০ থেকে ১০০-তে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সমস্যা হল, পুরসভায় সেপটিক ট্যাংক ক্লিনিং ট্রাক অর্থাৎ সেসপুলের গাড়ির সংখ্যা মাত্র ২টি। তাই আবেদনকারীদের ১ থেকে ২ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি পুর নাগরিকদের দাবি, সেসপুলের গাড়ির সংখ্যা আরও বাড়ানো হোক। এবিষয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ মাহাতো বলেন, 'আমাদের দুটি গাড়ি রয়েছে। তাই দিনে ২-৩টির বেশি পরিষেবা দেওয়া বেশিরভাগ সময়ই হয়ে ওঠে না। নগর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে এর আগে আবেদন করে একটি গাড়ি পেয়েছি। ফের এব্যাপারে আবেদন করা হবে। আশা করছি এতে সকলেরই সুবিধা হবে।' বর্তমানে জলপাইগুড়ি পুরসভার দুটি সেসপুলের গাড়ি রয়েছে। তা দিয়েই পরিষেবা প্রদানের কাজ চলছে। আবেদনকারীর বাড়ি থেকে ট্যাংক পরিষ্কার করে বালাপাড়ায় থাকা পিটে ফেলে ফের অন্য আবেদনকারীর বাড়ি যেতেই অনেকটা সময় চলে যায়। তাই একটি সেপটিক ট্যাংক ক্লিনিং গাড়ি দিয়ে দিনে ৩টির বেশি বাড়িতে পরিষেবা দেওয়া যায় না। এর মধ্যে মাসে ৮০ থেকে ১০০টি আবেদন জমা পড়লে যে কী পরিমাণে চাপ তৈরি হয় তা বোঝাই যাচ্ছে। পুর এলাকার এক বাসিন্দা তাপস পাল বলেন, 'আমি সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার জন্য শীতকাল আসার আগেই আবেদন করেছিলাম। কারণ আমার বাড়ির গলি দিয়ে গাড়ি ঢুকতে পারবে না। মাঠ দিয়ে এলে তবেই পরিষ্কার করা যাবে। বর্ষায় সম্ভব হবে না বলেই শীতের আগে আবেদন করি। কিন্তু দেড় মাস পর ফোন পেয়ে কাজ শেষ হতে এখন স্বস্তি পেলাম।'

**বাড়ানোর দাবি**

বিষয়টি মানছে পুর কর্তৃপক্ষও। এবিষয়ে পুরসভায় কর্মরত এক সাফাইকর্মী বলেন, 'পুরোনো গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হলে চাপ আরও বাড়ে। কিন্তু কাজ করতে তো হবে। আমরাও চাইছি নতুন গাড়ি আসুক। দিনে যদি একটি গাড়ি ৩টি বাড়ির পরিষেবা দেয়, তাহলে গাড়ি বাড়লে পরিষেবাও বাড়বে।' অন্যদিকে, আরেক আবেদনকারী তপন শিকদার এখন অপেক্ষায় দিন গুনছেন। তিনি বললেন, 'আমার বাড়ির সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার জন্য আবেদন করেছি। জানি না কবে গাড়ি আসবে। আমার এক বন্ধু জানাল দুই মাস পর ওর বাড়ির ট্যাংক পরিষ্কার হয়েছে।'

# শীতঘুমের আগে উষ্ণতার খোঁজে শহরে সাপেরা

সপ্তর্ষি সরকার

**ধূপগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** খাতায়-কলমে হেমন্তকাল। দুপুর ঢলতেই নামছে পারদ। সন্ধ্যার হিমেল হাওয়া জানান দিচ্ছে শীতের আমেজ। গৃহস্থের আলমারি থেকে ফুলহাতা জামা, শীতের হালকা পোশাক বেরিয়ে পড়েছে। দোপেয়েরা যখন শীতের কামড় থেকে বাঁচতে উষ্ণতার খোঁজে লেগে পড়েছেন, তখন শীতল রক্তের সরীসৃপ মরিয়া শীতঘুমের নিশ্চিত আস্তানা খুঁজতে। শীতঘুমের উপযুক্ত শুকনো এবং উষ্ণ আস্তানা খুঁজতে সাপ পৌঁছে যাচ্ছে শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়।

এতে সাপে-মানুষে সংঘাতের সম্ভাবনা বাড়ছে। বিপদের সেই চাপা আতঙ্কে দিন কাটছে নাগরিকদের। ধূপগুড়ি শহরে সাপ উদ্ধারের সঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবীদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, চলতি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে বিভিন্ন আবাসিক এলাকা থেকে শতাধিক সাপ উদ্ধার হয়েছে। বেশিরভাগই মারাত্মক বিষধর কোবরা এবং ক্রেট প্রজাতির। বাড়িঘর, দোকান, অফিসের আনাচকানাচে থেকে পাকড়াও করতে হচ্ছে সাপ।

প্রায় দু'দশক সাপ উদ্ধারের কাজে যুক্ত ডুয়ার্স নেচার অ্যান্ড স্নেক লাভার্স অর্গানাইজেশনের শুভাশিস ঘোষ বলেন, 'এবছর বর্ষা দীর্ঘায়িত হওয়ায় সাপও আস্তানা খোঁজার কাজে পিছিয়ে পড়েছে। ইঁদুরের মতো খাবারের খোঁজে বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে। গত দুই সপ্তাহে ব্যক্তিগতভাবে আমি ২১টি এবং সংগঠনের সবাই মিলে ৫০টির বেশি বিষধর সাপ উদ্ধার করে বনে ফিরিয়েছি।'

এই কাজে যুক্ত সকলেই জানান, বসতি এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া সাপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে গোখরো বা কমন ইন্ডিয়ান কোবরা, কালাচ বা কমন ক্রেট এবং শাখামুটি বা শঙ্খিনী নামে পরিচিত ব্যান্ডেড ক্রেট প্রজাতির সাপ। এছাড়া বিষহীন দাঁড়াশ বা ইন্ডিয়ান র‍্যাট স্নেক, বাশুয়া বা ইস্টার্ন ব্রোঞ্জ ব্যাক ট্রি স্নেকও প্রচুর উদ্ধার হয়েছে।

ধূপগুড়ি অ্যানিমাল লাভার্সের তরফে অনিকেত চক্রবর্তী বলেন, 'এই সময়টায় একটু বাড়তি সতর্ক থাকা ভালো। লেপকম্বল এমনকি

বিছানা থেকে আমরা বিষধর সাপ উদ্ধার করেছি।' উদ্ধার হওয়া সাপ প্রায় সবই পরিবেশকর্মীরা ছেড়ে দিচ্ছেন কাছাকাছি ফরেস্টে। তবে গৃহস্থের বাড়িতে সাপের উপদ্রব বাড়ায় তা কতটা আশঙ্কার হতে পারে, এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সর্পপ্রেমী মিন্টু চৌধুরী বলেন, শীতল রক্তের প্রাণী হিসেবে সাপ এইসময় উষ্ণতা খুঁজবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। সেই কারণে বাড়ির আশপাশ সাফ রাখতে হবে। ঘরের আনাচকানাচে পুরোনো জিনিস পরিষ্কার করতে হবে।

## মালে দৌরাত্ম্য পথকুকুরের

**মালবাজার, ১৭ নভেম্বর :** মাল শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পথকুকুরের সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। ফলে প্রায়দিনই শহরবাসী কুকুরের কামড়ে গুরুতরভাবে আহত হচ্ছেন। সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়া সকলেই ভয়ে ভয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করছেন। শহরের সত্যনারায়ণ মোড় থেকে কিশলয় স্কুল পর্যন্ত বিবেকানন্দ রোডে বহু বাইক আরোহী পথকুকুরের ধাওয়ার শিকার হয়েছেন। অনেক সময় অল্পের জন্য দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও পরিস্থিতি দিন-দিন আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। ঘড়ি মোড়, নারায়ণ ব্যানার্জি সরণি, নেতাজি কলোনি সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় এই একই ছবি দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছিল এক স্কুল পড়ুয়া সহ দুই তরুণ। পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি জানান, বিষয়টি পুরসভায় আলোচনা করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

শহরের নাগরিক সুকান্ত দাস বলেন, 'শহরের বিভিন্ন স্থানে একসঙ্গে প্রায় ১০-১৫টি কুকুর দলবেঁধে ঘুরছে। কখনো-কখনো তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই চলছে। রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার সময় সবাই ভয় পাচ্ছেন। দিনেরবেলাতেও পথকুকুরগুলি বাইক ও স্কুটার নিয়ে যাওয়ার সময় ধাওয়া করছে।'

যদিও পশুপ্রেমীদের মতে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য পথকুকুরদের নির্বীজকরণ করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন। শহরের পশুপ্রেমী স্বরূপ মিত্রের কথায়, 'বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের কাছে ফোন আসে কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে আমরাও নিরুপায়। প্রতিটি ব্লকে ডগ শেলটার থাকা প্রয়োজন।' শহরবাসীর দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত মানবিক উপায়ে পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, টিকাকরণ এবং নিরাপদ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

# রাজবাড়িদিঘিতে এখনও পড়ে কাঠামো

অনীক চৌধুরী

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** পুজোর মরশুম শেষ হয়েছে মাসখানেক হতে চলল। শহরের করলা নদীতে বিসর্জন দেওয়া প্রতিমার কাঠামো তোলা হয়েছে তখনই। অথচ হেরিটেজ তকমা পাওয়া জলপাইগুড়ির রাজবাড়িদিঘির কিন্তু সেই 'সৌভাগ্য' হয়নি। এখনও সেখানে পড়ে রয়েছে প্রতিমার কাঠামো। শুধু প্রতিমা নয়, প্রতিমার সঙ্গে দিঘিতে পড়ে রয়েছে পুজোর ঘট, কাপড় সহ একাধিক সামগ্রীও।

এতে একদিকে রাজবাড়িদিঘিতে প্রতিদিন সকালে স্নান করতে আসা মানুষগুলো সমস্যায় পড়ছেন। তেমনই বাড়ছে দূষণের আশঙ্কাও। স্নান করতে এসে অনেকেই বলছেন, 'জলাশয়ে নামলেই পায়ে বিঁধছে প্রতিমার কাঠামোর ভাঙা অংশ।' সেগুলিকে দিঘির কিনারে নিজেরাই সরিয়ে রাখছেন তাঁরা।

রাজবাড়িদিঘিতে পড়ে প্রতিমার কাঠামো ও অন্যান্য পুজোর সামগ্রী।

এখনও কেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কাঠামো তোলেনি, সেই প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। রাজবাড়িদিঘিতে প্রতিদিন স্নান করতে আসা প্রসেনজিৎ দাসের কথায়, 'প্রতিমা বিসর্জন তো সেই কবে হয়ে গিয়েছে। এখনও কেন সেগুলো দিঘির জলে পড়ে রয়েছে? কেউ সাফাই করছেন না। কারও কোনও হেলদোলই নেই।'

প্রশাসনের এমন নীরব ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

> প্রতিমা বিসর্জন তো সেই কবে হয়ে গিয়েছে। এখনও কেন সেগুলো দিঘির জলে পড়ে রয়েছে? কেউ সাফাই করছেন না। কারও কোনও হেলদোলই নেই।
>
> **প্রসেনজিৎ দাস**
> শহরবাসী

শহরবাসীর মতে, বিসর্জন দিয়ে প্রতিমার কাঠামো তুলে ফেলা যেতেই পারে। বেশ কিছুদিন ধরে প্রতিমার কাঠামো জলে পচে জলকে নষ্ট করছে। অবিলম্বে সেই কাঠামো তুলে ফেলার আর্জি জানাচ্ছেন আশপাশের এলাকার মানুষজনও।

বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমী রাজা রাউতও। তিনি জানান, রাজবাড়িদিঘি শুধু ঐতিহ্য নয়, তার একটা গুরুত্ব রয়েছে। এখানে প্রচুর জলজ জীবও বসবাস করে। তাঁর কথায়, 'দিঘিটি যেহেতু চারিদিক থেকে আটকানো, তাই এখান থেকে দূষিত জল বাইরে যেতে পারে না। বৃষ্টি এবং ভূগর্ভস্থ জল ছাড়া জল এখানে আসে না। তাই প্রতিমা বিসর্জন হওয়ার পর তা দ্রুত পরিষ্কার না করলে ক্ষতি বাড়বে বই কমবে না।'

যদিও এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার ফোনে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আমি ইঞ্জিনিয়ারদের বলছি, দ্রুত প্রতিমার কাঠামো ও অন্যান্য জিনিস সরিয়ে ফেলার জন্য।' হেরিটেজের তকমা পাওয়া এই ধরনের সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বলেও মনে করছেন অনেকেই। কিন্তু এই বিষয়ে পুরসভার তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

# রেফার রোগে আক্রান্ত মেডিকেল

বিশ্বজিৎ সরকার

**রায়গঞ্জ, ১৭ নভেম্বর :** শহরের বুকে দাঁড়িয়ে আছে রায়গঞ্জ মেডিকেলের ঝাঁ চকচকে দশতলা ভবন। কিন্তু এই মেডিকেল কলেজই এখন রেফার রোগে ভুগছে। তথ্য অনন্ত এমনটাই বলছে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত পথ দুর্ঘটনায় জখম ১১৭ জনকে রায়গঞ্জ মেডিকেল থেকে রেফার করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেককেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। গুরুতর অবস্থায় থাকা রোগীদের রায়গঞ্জে মেডিকেল থেকে শিলিগুড়ি বা কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথেই অনেক রোগীর মৃত্যু হয়। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত রেফার রোগীদের অন্যত্র নিয়ে যেতে গিয়ে পথেই মৃত্যু হয়েছে ৭০ জনের। রবিবারও মৃত্যু হয় একটি মিষ্টির দোকানের কর্মচারী বছর কুড়ির রেজাউল হকের। রায়গঞ্জে মেডিকেল থেকে তাঁকে রেফার করা হলেও, আর্থিক ক্ষমতা না থাকায় তাঁকে পরিবারের লোকজন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যেতে পারেননি। রায়গঞ্জ মেডিকেলেই মৃত্যু হয় তাঁর। আদপে এখনও রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিউরো সার্জারির কোনও ব্যবস্থা নেই। নেই এমআরআইয়ের ব্যবস্থাও। দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে রেফার করা ছাড়া যে কোনও উপায় নেই, তা স্বীকার করে নিয়েছেন রায়গঞ্জ মেডিকেলের সুপার প্রিয়ঙ্কর রায়। এই পরিস্থিতিতে নিউরোসার্জন ও যন্ত্রপাতি চেয়ে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সম্প্রতি বাইক নিয়ে সিকিমে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন এক দম্পতি। দু'জনেরই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হওয়ায় তাঁদের রায়গঞ্জ মেডিকেল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়। কারণ, এখানে নিউরো সার্জারির ব্যবস্থাই নেই। তবে বাড়ি দক্ষিণবঙ্গে হওয়ায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পরিবারের লোকেরা। রায়গঞ্জ থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হলেও, কোনও উপায় না থাকায় তাঁদের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে, মেডিকেলে দাঁড়িয়ে বললেন ওই দম্পতির আত্মীয় আশুতোষ মাইতি ও তন্ময় রায়। রোজই দুর্ঘটনায় জখমকে নিয়ে রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিতে হয় । কারণ, ট্রমা কেয়ার সেন্টার তো দূরের কথা, এখানকার মেডিকেলে নেই একজন নিউরোসার্জন।

রায়গঞ্জ মেডিকেল সূত্রে খবর, চলতি বছর এখনও পর্যন্ত পথ দুর্ঘটনায় জখম ১১৭ জনকে রেফার করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে। দূরত্বের জন্য সঠিক সময়ে পৌঁছে চিকিৎসা শুরু না হওয়ায়, পথেই মৃত্যু হয়েছে ৭০ জনের। রবিবারই মৃত্যু হয়েছে একটি মিষ্টির দোকানের কর্মচারী রেজাউল হকের (২০)। মেডিকেল থেকে তাঁকে রেফার করা হলেও, আর্থিক ক্ষমতা না থাকায় তাঁকে পরিবারের লোকজন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যেতে পারেননি। রায়গঞ্জ মেডিকেলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ৭ নভেম্বর রামপুর লহগুায় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিসেন তিনি। তাঁর দাদা স্মাইল হক বলেন, 'ওর মা ভিক্ষাবৃত্তি করেন। চিকিৎসক উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করেছিলেন। পাড়ার লোকেরা মিলে চাঁদা তুলে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু চাঁদা তোলা শেষ না হতেই মৃত্যুর খবর কানে এল। যদি রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিউরো সার্জারির ব্যবস্থা থাকত, তবে ভাইয়ের মৃত্যু হত না।'

রায়গঞ্জ থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পথে গত ৬ নভেম্বর মারা যান হেমতাবাদের অমল সোরেন (২৬)। তিনিও পথ দুর্ঘটনায় জখম হয়েছিলেন। টাকার অভাবে সঠিক সময়ে পরিবারের লোকজন শিলিগুড়ি নিয়ে যেতে পারেননি। অমলের দাদা সনাতন সোরেন বলেন, 'চিকিৎসক উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করেছিলেন। কিন্তু টাকার অভাবে নিয়ে যেতে পারিনি। কী আর করব, ভাইকে বাঁচাতে পারলাম না।'

## রিসিভড কপি দেওয়া হচ্ছে না বিরোধী সমর্থকদের

# পক্ষপাতিত্বে অভিযুক্ত বিএলও

অভিষেক ঘোষ

**মালবাজার, ১৭ নভেম্বর :** এসআইআর সমীক্ষা নিয়ে বিএলও'র বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুললেন মাল পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। ফর্ম জমা করার সময় কয়েকজনকে রিসিভড কপি দিলেও প্রচুর ভোটারকে তা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মালের মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল।

সোমবার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ মাল জংশন প্রাইমারি স্কুলে অস্থায়ী শিবির করে বসেছিলেন ১২৯ পার্টের বিএলও সন্তোষ পাসোয়ান। সকাল থেকেই অনেক ভোটার তাঁদের ফর্ম নিয়ে আসছিলেন জমা দিতে। প্রথম দিকে দুটো ফর্ম যাচাই করে একটিতে স্বাক্ষর ও রিসিভ করে দেওয়া হয়েছে। তবে পরবর্তীতে ভিড় বেড়ে গেলে জমা নেওয়ার ফর্মটি শুধুমাত্র যাচাই করা শুরু করেন বিএলও। সেই এলাকার অনেকেই দ্বিতীয় ফর্মে বিএলও-কে

বিতর্কিত বিএলও সন্তোষ পাসোয়ান।

স্বাক্ষরের অনুরোধ করেন। কিন্তু স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, শুধু তাঁদের ফর্ম রিসিভ করা হয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থক হলে সেই ফর্ম ঠিকভাবে যাচাই করেননি সন্তোষ।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'আমরা বিজেপির সমর্থক। সেজন্যই আমাদের সঙ্গে পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে, রিসিভড কপিতে স্বাক্ষর করেননি বিএলও।' আরেক বাসিন্দা কৃষ্ণা সরকারের বক্তব্য, 'যে সকল ভোটার তৃণমূলের সন্দেহের তালিকায় আছেন, বেছে বেছে তাঁদের সঙ্গেই এমন ব্যবহার করা হচ্ছে।' আরও অভিযোগ, দুজন মহিলা এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁদের অপমানজনক কথা বলেন সন্তোষ।

### সাফাই নয়

- যাঁরা তৃণমূলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, শুধু তাঁদের ফর্ম রিসিভ করা হয়েছে
- অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থক হলে সেই ফর্ম ঠিকভাবে যাচাই করেননি বিএলও
- বিএলও বলেছেন, স্বাক্ষর করা বাধ্যতামূলক নয়
- অভিযোগের কোনও সাফাই দিতে চাননি বিএলও

রিতা মোহন্ত নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'আমি তিনবার এসেছি বিএলও'র কাছে। তবুও তিনি সই করে দেননি। উপরন্তু বলেছেন, স্বাক্ষর করা বাধ্যতামূলক নয়। তাছাড়াও ওঁর নাকি সময়ের খুব অভাব।' এলাকার বিজেপির বুথ লেভেল এজেন্ট মিথিলেশ ঝা'র বক্তব্য, স্থানীয়দের সমর্থনে কথা বলতে যাওয়ায় সন্তোষ কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন। বিষয়টি দলীয়ভাবে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে সন্তোষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহার অভিযোগ, বিএলও সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যায়, তারপরেও ওঁর কাঁধে এত বড় দায়িত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তৃণমূল কংগ্রেসের টাউন সভাপতি পুলিন গোলদার বলেন, 'বিএলও'র অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকা উচিত। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠলে প্রশাসন খতিয়ে দেখবে।'

# মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিচ্ছেন রবিপন্থীরা

গৌরহরি দাস

**কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর :** জেলা সভাপতির কাছ থেকে পদত্যাগের নির্দেশ পাওয়ার পর কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আগেই জানিয়েছিলেন, তিনি জেলা সভাপতির নির্দেশ মানবেন না। রাজ্য থেকে নির্দেশ না দিলে বা মুখ্যমন্ত্রী না বললে চেয়ারম্যানের পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করবেন না। এবার নিজের শক্তি প্রদর্শনের জন্য দলে নিজের অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়িতে বৈঠক করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বৈঠকে দলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি পরিমল বর্মন, খোকন মিয়াঁ, আবেদ আলি মিয়াঁ, শিবু পাল ছাড়াও দলের পুরোনো দিনের নেতা লক্ষ্মীকান্ত সরকার, সায়ের আলি মিয়াঁ, আজিজুল হক, কমলেশ অধিকারী সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের সবমিলিয়ে শ'দেড়েক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কোচবিহার-২ ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি পরিমল বর্মন বলেন, 'বর্তমানে জেলায় যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট চলছে তা নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। একতরফাভাবে জেলায় দলের পুরোনো দিনের নেতাদের ছেঁটে ফেলার যে চক্রান্ত চলছে সেটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। জেলায় প্রথম দিন থেকে দলকে যিনি দাঁড় করিয়েছেন, আমাদের সেই নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে ছেঁটে ফেলার যে চক্রান্ত চলছে, আমরা সকলেই মনে করছি, সেটা ঠিক নয়। তাই আমরা ঠিক করেছি, বিষয়টি লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বা সুব্রত বক্সী যদি আমাদের বলেন চুপ করে বসে থাকতে, আমরা চুপ করে বসে থাকব।' একই সুর প্রাক্তন ব্লক সভাপতি খোকন মিয়াঁর গলাতেও।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে চেয়ারম্যানের পদ থেকে রবি ঘোষের পদত্যাগ ইস্যু নিয়ে দলের মধ্যে এমন বিদ্রোহ দেওয়ায় যথেষ্ট বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে দলের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে। তাঁদের মতে, পদত্যাগ ইস্যু নিয়ে কোচবিহারে দলের অন্দরে যা ঘটছে, তা কোনওভাবেই কাম্য নয়। এতে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে। রাজ্য নেতৃত্বের উচিত অবিলম্বে বিষয়টি হস্তক্ষেপ করা।

বৈঠকের পর এদিন দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'সোমবার আমার বাড়ির অফিসে দলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেগুলি দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। আমিও তাতে সহমত প্রকাশ করেছি।'

### নেতারা দু'ভাগ

- অনুগামীদের নিয়ে পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়িতে বৈঠক করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
- অনুগামীদের মতে, পুরোনো দিনের নেতাদের ছেঁটে ফেলার চক্রান্ত চলছে
- জেলা নেতৃত্বের কেউ বলছেন দল যখন যা নির্দেশ দেয় সেটা মানা উচিত
- কেউ বলছেন রবি অনুগামীরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে স্বাগত

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'এদিন দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়িতে একটা বৈঠক হয়েছে। সেখানে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি আমার স্ট্যান্ড সেখানে তুলে ধরেছি। সবাই সেটা সমর্থন করেছেন। পাশাপাশি আগামীদিনের কিছু কর্মসূচিও আমরা আলোচনা করেছি।'

কোচবিহারে দলের প্রথম দিন থেকে রবির সঙ্গে ছিলেন দলের বর্তমান জেলা সহ সভাপতি আবদুল জলিল আহমেদ।

তিনি বলেন, 'প্রথম দিন থেকে রবি আর আমি ছিলাম, এটা সত্যি কথা। তবে দল যখন যা নির্দেশ দেয় সেটা মানা উচিত। পদত্যাগ নিয়ে যে নির্দেশটা এসেছে সেটা রাজ্যের নির্দেশ বলেই আমি জানি।'

তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'রবির অনুগামীরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটাকে স্বাগত জানাই।' জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

## স্মারক বক্তৃতায় বললেন শোভনলাল

# ঐতিহ্যের নামে হিন্দুত্ববাদের আস্ফালন

অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্তকে উত্তরীয় পরাচ্ছেন অশোক ভট্টাচার্য।

তমালিকা দে

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** বর্তমান সময়ে ঐতিহ্যচর্চার নামে যেভাবে হিন্দুত্ববাদের আস্ফালন চলছে তা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করলেন অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত। সোমবার শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে এক স্মারক বক্তৃতায় তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অবমূল্যায়নেরও নিন্দা করেছেন। তিনি মনে করেন, রাশিয়া বা চিনের দিকে না তাকিয়ে ভারতীয় পথেই মার্কসবাদ নিয়ে চর্চা করে এদেশের মার্কসবাদ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের স্ত্রী রত্না ভট্টাচার্যের চতুর্থ প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এদিন স্মৃতিরক্ষা সমিতি এই আলোচনার আয়োজন করেছিল। বিষয় ছিল 'সংস্কৃতি, সুকান্ত ভাবনা ও ঐতিহ্য ফিরে দেখা অতীত ও বর্তমান সময়'। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত স্মারক বক্তৃতায় বলেন, 'এটা একটা অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও বিতর্কিত সময়। এই সময়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে আমাদের মনে। এমন অনেক বিষয় উঠে আসছে যা নিয়ে হয়তো আগে কোনওদিন ভাবিনি। কিন্তু এখন তা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।' তাঁর মতে, 'ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষার নামে বর্তমান সময়ে অপচর্চা চলছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এমনকি রাজা রামমোহনেরও অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে।' দু'দিন আগেই মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী বিজেপির ইন্দরসিং পারমার রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশদের দালাল ছিলেন বলে মন্তব্য করেছিলেন। যা নিয়ে দেশজুড়ে তুমুল বিতর্ক হয়। এদিন শোভনলাল দত্তগুপ্ত তাঁর বক্তব্যে এই ধরনের মন্তব্যের নিন্দা করেছেন।

এদিনের বক্তৃতায় দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যে উন্নত দিকগুলো রয়েছে সেগুলোকে ভিত্তি করে এক নতুন বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান অধ্যাপক দত্তগুপ্ত। জয়প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দেব, বিনোবা ভাবে যেভাবে বামপন্থার সঙ্গে ভারতীয়তার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন, সেদিকেও তিনি দৃষ্টিপাত করেন। ভারত তথা বাংলার নবজাগরণের মনীষীদের মূল্যায়নে বামপন্থীদের এযাবৎ ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রচলিত বামপন্থী ধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং ঋত্বিক ঘটক তাঁদের শিল্পচর্চায় ভারতীয় মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।' এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটির কথা। ভারতীয় বামপন্থীদের একাংশের মধ্যে ভারতীয় মনীষীদের উপেক্ষা করার যে প্রবণতা দেখা গিয়েছে তার বিরুদ্ধে লেনিনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বক্তব্য তুলে ধরেন।

তাঁর আরও পর্যবেক্ষণ, রাশিয়া বা চিনের দিকে তাকিয়ে নয়, ভারতীয় পথেই মার্কসবাদ চর্চা করে এদেশে মার্কসীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ঐতিহ্য রক্ষার নামে বর্তমান শাসকদল যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তা রুখে দেওয়ার এটাই একমাত্র পথ বলে মনে করছেন অধ্যাপক দত্তগুপ্ত। রত্না ভট্টচার্য স্মৃতিরক্ষা সমিতি আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে মহিলা বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষের বাবা মানবেন্দ্র ঘোষের হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় শিল্পী আরাত্রিকা সিনহা সংগীত পরিবেশন করেন।

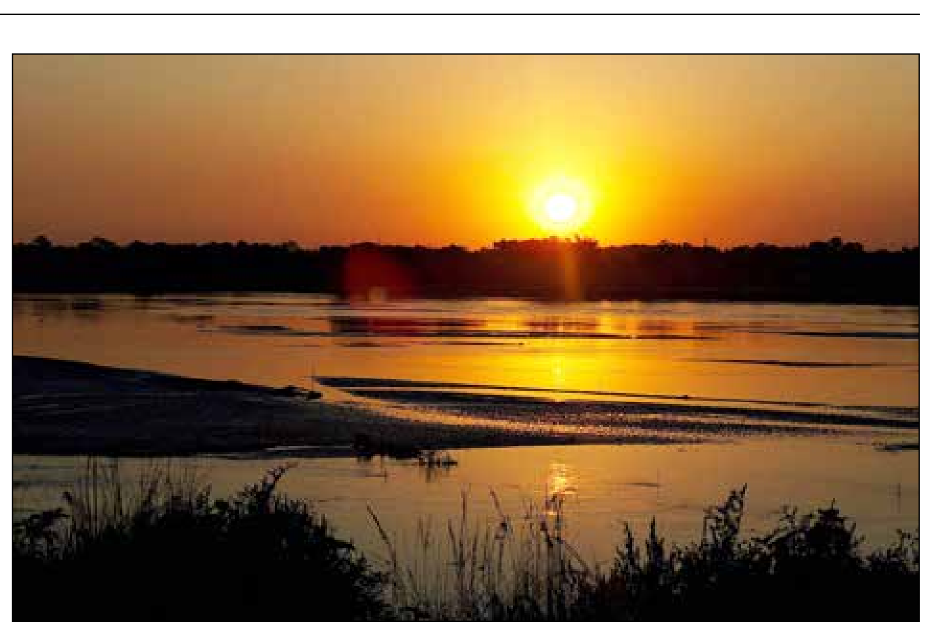

সূর্য যখন পাটে।। সোমবার ঘোকসাডাঙ্গা-পুণ্ডিবাড়িগামী রাস্তায় তোর্ষা সেতুতে। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

# মৃত্যুদণ্ড ঢাকায়

*প্রথম পাতার পর*

মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে সম্ভবত নিশ্চিতই ছিলেন আওয়ামী লিগ নেত্রী। সে কারণেই বোধহয় রায় ঘোষণার আগে সোমবার সকালে তিনি বলেন, 'আমি রায়ের পরোয়া করি না।

আল্লা জীবন দিয়েছেন, তিনিই নেবেন। আগামীদিনে বাংলাদেশে আমার দল আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে।' হাসিনা-পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় তিনি আমেরিকা থেকে বলেন, 'আমার মাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতে পারে। কিন্তু তিনি ভারতে সুরক্ষিত আছেন।'

যদিও হাসিনার মৃত্যুদণ্ড এখনই কার্যকর হবে, এমনটা নয়। কারণ তিনি ভারত সরকারের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন। মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার বারবার তাঁকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানালেও এখনও সম্মত হয়নি নয়াদিল্লি। ফলে ট্রাইবিউনালের রায়কে সামনে রেখে ঢাকা হাসিনাকে ফেরানোর কথা বললেও তাতে নয়াদিল্লি কর্ণপাত করবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল অবশ্য জানিয়েছেন, হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতকে তাঁরা আবার চিঠি লিখবেন। তাঁর ভাষায়, 'গণহত্যাকারীদের আশ্রয় দেওয়া অব্যাহত রাখলে ভারতকে বুঝতে হবে, সেটা বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও নিন্দনীয় আচরণের শামিল।' রায়টি নিয়ে ভারত বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া সোমবার রাত পর্যন্ত না জানালেও কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক মন্তব্য করেছে, নয়াদিল্লি বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের রায়কে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশের জনতাকে শান্ত, সংযত ও দায়িত্বশীল থাকার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। জামায়াতে ইসলামির তরফে বলা হয়েছে, 'ট্রাইবিউনালে জামায়াতে নেতাদের বিচার ছিল ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মিথ্যাচার ও আজকের বিচার হল যথার্থ নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও প্রশ্নাতীত বিচার।' বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'শেখ হাসিনার এই বিচার তাঁর অপরাধের তুলনায় যথেষ্ট নয়। তবে এটা শুধু অতীতের বিচার নয়, বরং ভবিষ্যতের শিক্ষাও বটে।' তবে আওয়ামী লিগের নেতা জাহাঙ্গির কবির নানকের বক্তব্য, 'যে রায় ঘোষণা করা হয়েছে, তা বাংলার জনগণ মানবে না।' রায়ে ট্রাইবিউনাল স্পষ্ট উল্লেখ করেছে, শেখ হাসিনা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন।

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং প্রাক্তন আইজিপি চৌধুরী আল মামুনের বিরুদ্ধেও মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রমাণ মিলেছে বলে ঘোষণা করেছে ট্রাইবিউনাল। সোমবার বেলা সাড়ে ১২টায় শুরু হয় ৪৫৩ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণা। যদিও ট্রাইবিউনাল রায়ের সংক্ষিপ্ত অংশই পাঠ করে। রায় ঘোষণা হতেই এজলাসে উল্লাসে ফেটে পড়েন সরকার পক্ষের লোকেরা।

ট্রাইবিউনালের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে হাসিনা বলেন, 'গত বছর জুলাই-অগাস্টে যতজনের মৃত্যু হয়েছে, সেজন্য আমি শোকাহত। কিন্তু আমি কিংবা কোনও রাজনৈতিক নেতা কখনও কোনও আন্দোলনকারীকে হত্যা করার নির্দেশ দিইনি। আমাকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে দেশের বিচার বিভাগকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।'

# সীমান্ত নিরাপত্তায় বসছে যন্ত্র

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** দিল্লির নির্দেশে তিন সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ছে। ভারত-বাংলাদেশ, ভারত-নেপাল এবং ভারত-ভুটান সীমান্তে চলাচলকারী গাড়ির ওপর নজরদারি চালাতে এএনপিআর (অটোম্যাটিক নম্বর প্লেট রিডার) বসানোর নির্দেশিকা এসেছে। এই যন্ত্রে ওই এলাকা দিয়ে চলাচলকারী সব গাড়িকেই চিহ্নিত করা যাবে। প্রথম ধাপে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি সীমানা এবং ভারত-ভুটান সীমান্তের জয়গাঁ ও চামুর্চি সীমানায় এএনপিআর বসাতে বলা হয়েছে। সেইমতো কাজ শুরু করেছে এসএসবি। পাশাপাশি সিসি ক্যামেরা বাড়ানোর নির্দেশ এসেছে।

সীমান্তে মানুষের চাইতে ধীরে ধীরে যান্ত্রিক নজরদারিতে গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশিকা এসেছে বলে এসএসবি সূত্রে খবর। দিল্লি বিস্ফোরণের পর নেপাল এবং ভুটান সীমান্ত এলাকায় বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে পেট্রলিংও। এদেশ থেকে অপরাধীরা পালাতে না পারে, সন্ত্রাসবাদী প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যই এই পদক্ষেপ।

# বাড়িতে চুরি

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলা মোড় এলাকায় এক সেনা জওয়ানের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। রবিবার গভীর রাতে মুকেশকুমার ঝা নামে ওই সেনা জওয়ান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ঘুমিয়েছিলেন। সেই সময় দুষ্কৃতীরা কায়দা করে ঘরের তালা খুলে ভেতর ঢুকে সোনার অলংকার ও নগদ এক লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় বলে সেনা জওয়ানের দাবি। গোটা বিষয়টি নিয়ে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মুকেশকুমার বলেন, 'কায়দা করে তালা খুলে ভেতরে ঢুকেছিল দুষ্কৃতীরা। নগদ টাকাপয়সা ও গয়না নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি।'

# পথে পুলিশের দাদাগিরি

**শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** পুলিশের বাসের ধাক্কায় ভাঙল লুকিং গ্লাস। সেই গ্লাস ভাঙার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেধড়ক মারধরের শিকার হলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাসের কনডাক্টর। অভিযোগ, বাস থেকে তিনজন পুলিশকর্মী নেমে ওই কনডাক্টরকে বেধড়ক মারধর করেন। ঘটনায় ওই কনডাক্টরের জামাও ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

কনডাক্টর আক্রান্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি শুরু করেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। নিগমের ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে বলেন, 'এধরনের ঘটনা একেবারেই অনভিপ্রেত। আমরা এব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করছি।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি ইস্ট রাকেশ সিং বলেন, 'অভিযোগ পেলে অবশ্যই দেখা হবে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে এদিন বিকেল চারটের দিকে। তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে ইসলামপুর রুটের ওই বাসটি যাত্রী নিয়ে বের হয়।

দার্জিলিং মোড় দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের একটি গাড়িতে ধাক্কা লাগে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসের একপাশের লুকিং গ্লাস ভেঙে যায়। এরপরই নিগমের বাস রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে। কনডাক্টর নেমে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করেন। ঘটনায় দাঁড়িয়ে যায় ওই পুলিশের বাসটিও।

এরপরই পুলিশের বাস থেকে তিনজন পুলিশকর্মী নেমে আসেন। কনডাক্টরের সঙ্গে শুরু হয় বচসা। পরে ওই তিন পুলিশকর্মী তাঁর ওপর চড়াও হয়ে যান বলে অভিযোগ ওই কনডাক্টরের। রাস্তার মধ্যেই চলে মারধর।

# রাহুল যেন বোঝা হয়ে উঠছেন

*প্রথম পাতার পর*

তাই জোটে মাতব্বরি করতে গিয়ে একে একে শরিকদের হারাতে হচ্ছে।

যাঁর হাতে এমন হার, সেই নীতীশ কুমার একসময়ে ছিলেন বিরোধী জোটে। এবার বিহারের আসন বণ্টন টানাটানিতে যেমন সময় গেল, তেমনই এড়ানো গেল না নিজেদের মধ্যে লড়াই। তারপর মহাগঠবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী মুখ কে হবেন বা আদৌ কেউ হবেন কি না, তা নিয়েও মনকষাকষি। সব মিলিয়ে বেশ অগোছাল

চেহারাটা। অথচ আয়োজনে ত্রুটি ছিল না। ভোটার অধিকার যাত্রায় নেমে পড়েছিলেন রাহুল গান্ধি। তাতে বিস্তর ভিড় হল। মনে হল পাশা ওলটাবে। কোথায় কী!

গত ১৭ অগাস্ট থেকে দু'সপ্তাহে মোট ১,৩০০ কিলোমিটার চলেছিল ভোটার অধিকার যাত্রা। ২০টি জেলা ছুঁয়ে যাওয়া সেই যাত্রায় মাঝেমধ্যেই সঙ্গী হয়েছিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। ভোটের ফল বেরোলে দেখা গেল, ওই যাত্রাপথের ৩১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাত্র একটি, আরারিয়ায় জিতেছে কংগ্রেস। আরজেডি আর বামেদের প্রাপ্তি শূন্য।

সেই যে ঢাকঢোল বাজিয়ে ভোটার অধিকার যাত্রা হল, ব্যাস। তারপর ভোটের আগে দু'মাস রাহুলকে আর বিহারে দেখা যায়নি। ওই সময় তিনি দক্ষিণ আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। ততদিনে যা নিয়ে এত হইচই সেই এসআইআর পর্ব চুকেছে। কেউ কিছুই করেনি। অথচ আরও পাঁচ রাজ্যের ভোটের আগে বিহার ভোটের গুরুত্ব কাউকে আলাদা করে বোঝাতে হবে না।

একদিকে মোদি-শা'র টানা প্রচার, অন্যদিকে এসআইআর নিয়ে চাপানউতোর। পাশাপাশি ভাঁড়ার খালি করে মহিলাদের নগদ বিতরণ। তার মধ্যে কোথায় রাহুল! অবস্থা বুঝে তেজস্বী আলাদা যাত্রা করে অবস্থা সামলানোর চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু ড্যামেজ কন্ট্রোল কতটা হয়েছে, তা ফলেই দেখা যাচ্ছে। শেষদিকে আবার হঠাৎ উড়ে এসে কয়েকটা জনসভা করা আর পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু করার ছিল না রাহুলের, করেনওনি।

বিহারের বিধানসভার ভোটে ২০২০ সালের পর এত খারাপ রেজাল্ট করেনি কংগ্রেস। ২০১৫ সালে ২৭টা, ২০২০ সালে ১৯টা। আর এবার ৬টা। ফলে শুধু কংগ্রেসের মধ্যে নয়, তাদের নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে 'ইন্ডিয়া' জোটেও। এমনিতেই তাদের দাদাগিরি নিয়ে বারেবারেই ক্ষোভ জানিয়েছে অন্য শরিকরা। যে নেতা ভোট এনে দিতে পারেন না, তাঁর মাতব্বরি অন্যরা মানবে কেন? একসময় ক্ষমতা ছিল বলে এখন তাঁদের খবরদারি কে মানবে?

বেশিরভাগ রাজ্যে তারা প্রান্তিক শক্তি। একার জোরে লড়ার মুরোদ নেই। ভোটে লড়তে শরিকদের লাগে। পাশাপাশি রাহুল আদৌ কতটা সিরিয়াস, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে নিজের দলেই। বিজেপি যেভাবে মন দিয়ে ভোট করায়, তার অর্ধেকও মনোযোগী নয় সোনিয়া গান্ধির পার্টি। ফলে প্রতি ভোটে জমি হারাচ্ছে কংগ্রেস।

আরও একটা বিপদ রয়েছে। কংগ্রেসের নিজেদের দলেই বিদ্রোহ। আগেই রাহুলের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরে গিয়েছেন বেশকিছু নেতা। এবার আরও ক'জন শশী থারুর অপেক্ষায় আছেন, দেখতে হবে!

# চুক্তিই অস্ত্র ভারতের

*প্রথম পাতার পর*

বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, 'মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত কাউকে আশ্রয় দেওয়া ন্যায়বিচারের পরিপন্থী এবং বন্ধুসুলভ আচরণ নয়। ভারতের এখন বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের অনুরোধ মেনে নেওয়া উচিত।' কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক সেই চিঠির জবাব দিলেও প্রত্যর্পণ নিয়ে মন্তব্য করেনি।

বিদেশমন্ত্রক শুধু জানিয়েছে, 'ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের শান্তি, গণতন্ত্র, স্থায়িত্বের পাশাপাশি সেদেশের জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই উদ্দেশে আমরা সবসময় সমস্ত পক্ষের সঙ্গে গঠনমূলকভাবে যুক্ত থাকব।' এবারই প্রথম নয় আওয়ামী লিগ নেত্রী এদেশে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে বারবার প্রশ্ন উঠেছে, ভারত কি তাঁকে ঢাকার হাতে তুলে দিতে বাধ্য?

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিষয়টি অত সহজ নয়। নয়াদিল্লির আরেকটি বড় যুক্তি হতে পারে যে, হাসিনার বিচারে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড উপেক্ষিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে ফেরত পাঠাতে ভারতের আদালতই প্রথম আপত্তি তুলতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনে অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে দেওয়া রায়কে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

তাছাড়া ভারতের মানবাধিকার নীতি অনুযায়ী কোনও দেশে অভিযুক্তের জীবন, স্বাধীনতা বা নির্যাতনের ঝুঁকি থাকলে তাঁকে সেখানে ফেরত পাঠানো যাবে না। হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারতের সেই নীতি আর জোরালো হবে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। ভারতে মৃত্যুদণ্ড থাকলেও বিদেশে প্রত্যর্পণ করার ক্ষেত্রে যে নীতি নয়াদিল্লি দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করে আসছে। তা হল, যে দেশে মৃত্যুদণ্ডের বাস্তব ঝুঁকি আছে, সেদেশে কাউকে ফেরত পাঠানো হবে না।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হচ্ছে, দণ্ডিত কাউকে আশ্রয় দেওয়া ভারতের নৈতিক দায়িত্বের পরিপন্থী। কিন্তু ভারতের কাছে উলটো যুক্তি আছে। হাসিনা শুধু প্রতিবেশী দেশের নেত্রী নন, গত ১৫ বছরে তিনি ভারতের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র। সীমান্তে নিরাপত্তা, জঙ্গিবিরোধী অভিযান, বাণিজ্য- সবক্ষেত্রে তিনি ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই কারণে ভারত তাঁকে ফেরত পাঠানোর ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চাইবে না বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

ভারত এখনও কোনও অবস্থান ঘোষণা না করে শুধু বলেছে, বাংলাদেশের চিঠি 'পর্যালোচনা' করা হচ্ছে। কূটনৈতিক ব্যাখ্যায় এর অর্থ, ভারত সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবে না। বরং ভারত চাইলে তাঁকে দলাই লামার মতো দীর্ঘমেয়াদি আশ্রয়ও দিতে পারে।

# গোড়ায় গলদ গোতির, দাবি অশ্বীনের

**চেন্নাই, ১৭ নভেম্বর :** টি২০ ক্রিকেট আর টেস্ট এক নয়।

গৌতম গম্ভীরকে সবার আগে যা বুঝতে হবে। কুড়ির ফরম্যাটে একঝাঁক অলরাউন্ডার দরকার লাগে। কিন্তু লাল বলের দীর্ঘমেয়াদি ফরম্যাটে প্রতি বিভাগে বিশেষজ্ঞ ক্রিকেটার গুরুত্বপূর্ণ। নাহলে সমস্যা। ইডেন গার্ডেন্সে ভারতের অপ্রত্যাশিত টেস্ট হার নিয়ে কাটাছেঁড়ায় এমনই প্রতিক্রিয়া রবিচন্দ্রন অশ্বীনের।

## সামলাতে পারতেন না শচীন-বিরাটও!

ধৈর্যের সঙ্গে কপিবুক টেকনিকেও ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজে বড় রান পাননি ওয়াশিংটন সুন্দর।

শুভমান গিলদের হেডস্যরকে কাঠগড়ায় তুলে অশ্বীনের যুক্তি, ‘চারজন স্পিনার নিয়ে লাভ হয় না। বরাবরই এটা মনে করি আমি। ওয়াশিংটন সুন্দরকে তো বলই করাতে পারেনি দ্বিতীয় ইনিংসে। চার স্পিনার নিচ্ছ, অথচ একজনকে বলই দিচ্ছ না! এতে কিন্তু ওর আত্মবিশ্বাস ধাক্কা খাবে।’

প্রাক্তন অফস্পিনার আরও বলেছেন, ‘টি২০তে একঝাঁক অলরাউন্ডার লাগে। টেস্টে কিন্তু স্পেশালিস্টদের মঞ্চ। টিম কম্বিনেশন নিয়ে এই রকম ভাবনায় আখেরে ক্ষতি দলের। আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরবে বি সাই সুদর্শনের মতো ক্রিকেটারদের। ওয়াশিংটনের ব্যাটিংয়ের ক্ষমতা আছে। কিন্তু ওকে তিনে নামানো কতটা সঠিক, সময়ই তার উত্তর দেবে। সুদর্শন কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। ওর সামনে উজ্জ্বল কেরিয়ার পড়ে রয়েছে।’

অশ্বীনের পথে হেঁটে গোতির পরিকল্পনা নিয়ে সোচ্চার চেতেশ্বর পূজারাও। তবে পিচ নিয়ে সুর চড়ালেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ‘ক্রাইসিসম্যান’। বলেছেন, ‘র‌্যাঙ্ক টার্নারে ভাগ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা টার্নিং পিচে খেলতে পারি না, এমন নয়। কিন্তু ভারতের উচিত আরও কিছুটা ভালো পিচে খেলা। বোলারদের উইকেট থেকে সুবিধা পাওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমন দরকার পিচে ভারসাম্য বজায় থাকা। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে মাথায় রাখতে হবে, এমন পিচ দরকার, যেখানে সাফল্যের সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা থাকবে। জোর দিতে হবে স্কিলেও।’

হরভজন সিং মনে করেন, এই পিচে বিরাট কোহলি, শচীন তেন্ডুলকারদের পক্ষেও সফল হওয়া কঠিন ছিল। গম্ভীররা কার্যত এভাবে টেস্ট ক্রিকেটের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিচ্ছেন। ১০৩ টেস্টে চারশো প্লাস উইকেটের মালিকের দাবি, ‘বল যেভাবে টার্ন করছিল, ব্যাটাররা কোনও হদিস পাচ্ছিল না। তা তোমার টেকনিক যতই ভালো হোক। তুমি শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি হলেও এই পিচে টিকে থাকা কঠিন হত। একটা বল লাফাচ্ছে। পরেরটা নীচু। কোনওটা আবার লম্বা টার্ন। স্কিল দিয়ে যার মোকাবিলা কার্যত অসম্ভব।’

> বল যেভাবে টার্ন করছিল, ব্যাটাররা কোনও হদিস পাচ্ছিল না। তা তোমার টেকনিক যতই ভালো হোক। তুমি শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি হলেও এই পিচে টিকে থাকা কঠিন হত। একটা বল লাফাচ্ছে। পরেরটা নীচু। কোনওটা আবার লম্বা টার্ন। স্কিল দিয়ে যার মোকাবিলা কার্যত অসম্ভব।
>
> **হরভজন সিং**

ভারতীয় দলের হারের কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছেন মাইকেল ভন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের কটাক্ষ, পিচ নিয়ে গম্ভীররা যা করেছে, তাতে এই হারটা প্রাপ্য ছিল। এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে এই ধরনের পিচ বানালে যা হওয়ার তাই হয়েছে। হারটা প্রাপ্য ছিল ভারতের। দুর্দান্ত জয় দক্ষিণ আফ্রিকার।’

বিশ্বকাপ জিতে ছুটির মেজাজে রিচা ঘোষ। হিমাচলপ্রদেশের জিভিতে ছুটি কাটাচ্ছেন শিলিগুড়ির উইকেটরক্ষক-ব্যাটার।

# ফেডারেশনের সভায় আজ ক্লাব প্রতিনিধিরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** লিগ কীভাবে শুরু করা যায় সেই নিয়েই মঙ্গলবার আলোচনায় বসতে চলেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবগুলি। এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে কলকাতার তিন ক্লাবের মধ্যে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কোনও প্রতিনিধি থাকছেন না। ইস্টবেঙ্গলে ইমামির তরফে একজন এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সিইও উপস্থিত থাকার কথা এই সভায়।

এদিনই বিড ইভালুয়েশন কমিটির চেয়ারম্যান এল নাগেশ্বর রাও উচ্চ আদালতের কাছে পেশ করার রিপোর্ট তৈরি করে ফেলেছেন বলে খবর। আগামী ১৯ নভেম্বর ফুটবলারদের পিটিশনও আদালতে জমা পড়ার কথা। সম্ভবত মঙ্গলবারের সভায় বিনিয়োগকারী ছাড়া কীভাবে লিগ করা যায় সেই নিয়েই আলোচনা হতে চলেছে। এছাড়াও নাগেশ্বর রাও কী কী বিষয় আদালতের সামনে তুলে ধরবেন, সেই সবও ক্লাবগুলিকে জানানো হবে। তবে যা পরিস্থিতি তাতে সব ক্লাবই নিজেরা টাকা দিয়ে লিগ করার ব্যাপারে একমত নয়।

বেশ কিছু ক্লাব হয়তো বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নও তুলতে পারে। শুধু তাই নয়, কেন এফএসডিএল-কে রাজি করানো গেল না বা অন্য কোনও বিনিয়োগকারী কেন পাওয়া গেল না, এই ধরনের অস্বস্তিকর প্রশ্নও উঠে আসতে পারে সভায়। একইসঙ্গে সবাই টাকা দিতে রাজি না হলে আদৌ লিগ শুরু করা যাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই গেল।

ইডেন গার্ডেন্সে জয়ের আনন্দে কোচ শুকরি কনরাডকে জড়িয়ে ধরেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা।

# ইডেন জয় সেরা তিনে : রাবাদা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে ইতিহাস।

২০১০-এর পর ২০২৫। ১৫ বছর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারতের মাটিতে টেস্ট জয়ের স্বাদ দক্ষিণ আফ্রিকার। শুধু ইডেন-ইতিহাসে থেমে থাকতে রাজি নন প্রোটিয়া শিবির। লক্ষ্য পরিষ্কার-সিরিজ জয়। স্পিন অস্ত্রে বাজিমাতের পর সেই আত্মবিশ্বাসে ঝলক কোচ শুকরি কনরাডের গলায়।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দলের কোচের কথায়, দক্ষিণ আফ্রিকা আর এখন শুধু পেস-নির্ভর দল নয়। ম্যাচ জেতানোর মতো স্পিনারও তাদের হাতে রয়েছে। কনরাড বলেছেন, ‘পাক সিরিজে সেরা হয়েছিল মুথুস্বামী। ইডেন টেস্টে ওকে খেলায়নি, যা আমাদের স্পিন গভীরতা বুঝিয়ে দিচ্ছে।’

## স্পিন ‘জুজু’ দেখাচ্ছেন কনরাড

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জয়ের পাশে রবিবারের জয়কে রাখছেন। কনরাডের কথায়, ‘বছরের শুরুতে লর্ডসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিলাম আমরা। এই জয়টা খুব কাছাকাছি থাকবে। ইডেন দ্বৈরথে আমরা কখনও হাল ছাড়িনি। ক্রিকেটারদের জন্য আমি গর্বিত। পরস্পরের পাশে থেকেছে, এককাট্টা হয়ে লড়েছে। কিছুদিন আগে পাকিস্তানে টেস্ট জিতেছি। এবার ভারতে। তবে কাজ এখনও বাকি। লক্ষ্য সিরিজ জেতা।’ কাগিসো রাবাদা ইডেন জয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ইতিহাসের সেরা তিন সাফল্যের মধ্যে রাখছেন। পাঁজরের চোটের জন্য শেষ মুহূর্তে ছিটকে গেলেও সারাক্ষণ ডাগআউটে বসে সতীর্থদের উৎসাহ জুগিয়েছেন। রাবাদার দাবি, ‘চলতি মরশুমে বেশ কয়েকটা ঐতিহাসিক সাফল্য পেয়েছি আমরা। সেক্ষেত্রে কোনটা সেরা বলা মুশকিল। তবে যে পরিস্থিতিতে ইডেনে জিতেছি আমরা, সেকথা মাথায় রেখে সেরা তিনে অবশ্যই রাখব। চোটের জন্য খেলতে পারিনি। কিন্তু বাকিরা দায়িত্বটা সামলেছে। আর বাইরে থেকে ম্যাচের প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা অনুভব করেছি আমি।’

## টিম কম্বিনেশন, পিচ বিতর্কে জেরবার

# সমালোচনা ভুলে গম্ভীর নজরে দ্বিতীয় টেস্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** পিচ নিয়ে অভিযোগ মানতে নারাজ। দাবি, চাপ নিতে পারেনি ব্যাটাররা! টিম কম্বিনেশন নিয়েও একই অবস্থান। তবে মুখে যাই বলুন, ইডেন গার্ডেন্সে হারে তিনি যে কাঠগড়ায়, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না গৌতম গম্ভীরের।

ভিতরে ভিতরে চললে হারের ময়নাতদন্ত। যে রিপোর্ট সামনে রেখে কাল দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতি শুরু করছে ভারতীয় দল। ক্রিকেটারদের ছুটি বাতিল করে ব্যর্থতার ইডেনেই সকালে সদলবলে গা ঘামানো। বুধবার কলকাতা থেকে সরাসরি গুয়াহাটির বিমানে উঠে পড়বেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার বড় প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। ঘরের মাঠে টার্নিং পিচ, স্পিন পরিকল্পনায় বাজিমাতের সুপারহিট থিয়োরি মুখ থুবড়ে পড়েছে গম্ভীর জমানায়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত বছর তিনটি টেস্টে হেরেছে। ইডেনে প্রোটিয়া ধাক্কা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্পিনারদের সামনে বেলাইন টিম ইন্ডিয়া।

জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের মতো পেসার হাতে থাকার পরও দলের টার্নিং পিচ নিয়ে কাঁদুনিতে অনেকেই অবাক। সমালোচনার ঝড় বইলেও নিজের অবস্থান থেকে শুভমান গিলদের হেডস্যর সরবেন নিশ্চয়তা নেই। ফলে ২২ নভেম্বর শুরু গুয়াহাটি টেস্টে টার্নিং পিচ না হলে, সেটাই খবর। ফলে আবারও শুকনো পিচে সাইমন হার্মার, কেশব মহারাজদের সামলানোর চ্যালেঞ্জ।

অনিশ্চয়তা জারি শুভমানকে নিয়েও। হাসপাতাল থেকে গতকাল ছাড়া পেলেও সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে খেলা নিয়ে সংশয়। আপাতত শুভমানকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি। সবদিক খতিয়ে দেখেই তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। টিম ডক্টর, ফিজিওদের সবুজ সংকেত যেখানে গুরুত্বপূর্ণ হবে। তবে গতকাল পর্যন্ত যা খবর, তাতে খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

টিম কম্বিনেশন, চার স্পিনারের থিয়োরিকে ঘিরে প্রথম দিন থেকেই বিতর্ক। প্রাক্তনদের দাবি, গম্ভীর টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চাইছে টি২০ ফর্ম্যাটের ভাবনা দিয়ে। ফল যা হওয়ার তাই। র‌্যাংক টার্নার বানাচ্ছে, অথচ বিশেষজ্ঞ ব্যাটার বসিয়ে অলরাউন্ডাররা অগ্রাধিকার পাচ্ছে!

কেউ কেউ আবার গম্ভীর বনাম শুভমান দেখছেন! গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আহমেদাবাদ টেস্টের সময় গিল বলেছিলেন, ঘরের মাঠে ‘র‌্যাংক টার্নার’-এর পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে চান। বোলার, ব্যাটার, স্পিনার, পেসার- সবার কথা মাথায় রেখে ভারসাম্যের উইকেট গুরুত্ব পাবে।

অথচ, ইডেনের পিচ নিয়ে গম্ভীরের আচরণে উলটো দৃশ্য। ভারতীয় দলের হেডকোচের চাপে ম্যাচের আগে দিন চারেক জলের ছিটে পড়েনি বাইশ গজে। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে পিচ নিয়ে ধেয়ে আসা একঝাঁক প্রশ্নের মুখে বলতে বাধ্য হন গম্ভীর। জানান, এরকম পিচই নাকি চেয়েছিলেন!

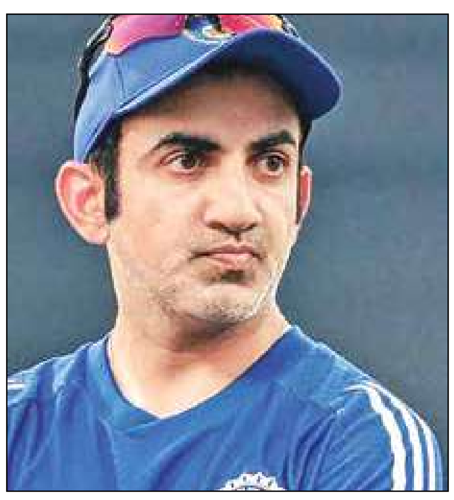

র‌্যাংক টার্নার বানিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট হেরে প্রাক্তনদের তোপের মুখে কোচ গৌতম গম্ভীর।

দ্বিতীয় টেস্টে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। শুভমান না খেললে লড়াই মূলত বি সাই সুদর্শন ও দেবদত্ত পাডিক্কাল। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্টে ১৫০ করেছিলেন দেবদত্ত। যদিও অনিল কুম্বলের ভোট সুদর্শনের দিকে। বলেন, ‘আশা করব শুভমান সুস্থ হয়ে উঠবে। যদি না হয়, সুদর্শনের দলে ফেরা উচিত।’

# দ্রাবিড়ের জায়গায় দায়িত্বে সাঙ্গাকারা

**জয়পুর, ১৭ নভেম্বর :** হেডকোচের নাম ঘোষণা করে দিল রাজস্থান রয়্যালস। রাহুল দ্রাবিড়ের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন কুমার সাঙ্গাকারা। অতীতেও রয়্যালসের হেডকোচের গুরুভার সামলেছেন। তিন মরশুমে সাঙ্গাকারার প্রশিক্ষণে আইপিএলে খেলেছে পিঙ্ক ব্রিগেড। পুরোনো দায়িত্বেই প্রত্যাবর্তন। ফ্র্যাঞ্চাইজির ‘এক্স হ্যান্ডেলে’ যে খবরে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে।

২০২২, ২০২৩, ২০২৪— তিন আইপিএলে দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব সামলান সাঙ্গাকারা। এরমধ্যে ’২২-এ ফাইনালে ওঠে পিঙ্ক ব্রিগেড। ২০২৪-এ প্লে-অফ। কিন্তু ২০২৫ বিশ্বকাপ জেতার পর রাহুল দ্রাবিড়ের আগমনে কোচের দায়িত্ব হারান সাঙ্গাকারা। তাঁকে ফ্র্যাঞ্চাইজির ‘ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট’ করা হয়। বছর কাটতে না কাটতে দ্রাবিড়ের বিদায় এবং হেডকোচের আসনে সাঙ্গা।

ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে খবর, কোচ এবং ডিরেক্টর— দুই ভূমিকাই সামলাবেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি। সহকারী কোচ বিক্রম রাঠোর। দ্রাবিড়ের সময়ে ব্যাটিং কোচ ছিলেন। পদোন্নতি হয়ে সহকারী কোচ। অপর সহকারী কোচ হিসেবে থাকছেন ট্রেভর পেনি। প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড পেসার শেন বন্ড বোলিং কোচের পদেই থাকছেন।

## হেডকোচ ঘোষণা রাজস্থানের

> প্রধান কোচ হিসেবে ফিরতে পেরে আমি গর্বিত। প্রতিভাবান একঝাঁক খেলোয়াড়ের সঙ্গে কাজ করতে পারব। ভালো লাগছে। বিক্রম, ট্রেভর, শেনদের সঙ্গে কাজ করা বরাবর উপভোগ করেছি। মিলিতভাবে চেষ্টা করব ক্রিকেটারদের থেকে সেরাটা বের করে আনতে।
>
> **কুমার সাঙ্গাকারা**

দুই বছর পর পুরোনো পদে ফিরছেন কুমার সাঙ্গাকারা।

শনিবারই রাজস্থান রয়্যালস পরিবারে রবীন্দ্র জাদেজার প্রত্যাবর্তনের খবর ঘোষণা করা হয়েছে। ‘অসন্তুষ্ট’ সঞ্জু স্যামসনের বিদায়, জাদেজার ফেরাকে স্বাগত জানানো হয়। এবার পুরোনো দায়িত্বে সাঙ্গা। রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কর্নধার মনোজ বাদালে বলেছেন, ‘হেডকোচ হিসেবে সাঙ্গার প্রত্যাবর্তনে আমরা খুশি। ওর লিডারশিপ দক্ষতা, রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।’

তিনি আরও জানান, সাঙ্গার উপস্থিতিতে সবদিক থেকে ভারসাম্যের পরিবেশ তৈরি করবে। রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজি বরাবর শ্রীলঙ্কান তারকার নেতৃত্ব গুণের ওপর ভরসা রেখেছে। তাঁদের বিশ্বাস, দলকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবে সাঙ্গাকারার উপস্থিতি।

সাঙ্গাকারা বলেছেন, ‘প্রধান কোচ হিসেবে ফিরতে পেরে আমি গর্বিত। প্রতিভাবান একঝাঁক খেলোয়াড়ের সঙ্গে কাজ করতে পারব। ভালো লাগছে। বিক্রম, ট্রেভর, শেনদের সঙ্গে কাজ করা বরাবর উপভোগ করেছি। মিলিতভাবে চেষ্টা করব ক্রিকেটারদের থেকে সেরাটা বের করে আনতে।’

# এটিপি ফাইনালস জিতে বছর শেষ সিনারের

**তুরিন, ১৭ নভেম্বর :** কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়াকে হারিয়ে ফরাসি ও ইউএস ওপেন ফাইনালে হারের বদলা নিলেন। একইসঙ্গে এটিপি ফাইনালসে খেতাবরক্ষায় সফল হলেন ইতালির জানিক সিনার। আলকারাজকে ৭-৬, ৭-৫ গেমে হারিয়ে ট্রফি হাতে বছর শেষ করার আনন্দে তারপরই তিনি উঠে যান গ্যালারিতে। সেখানে অপেক্ষারত বান্ধবী লায়লা হাসানোভিচকে দ্রুত আলিঙ্গনে বাঁধেন ইতালির তরুণ। যা ক্যামেরাবন্দি করতে ভুল হয়নি উপস্থিত চিত্র সাংবাদিকদের। অথচ এই লায়লার হাতে আংটি দেখে তাঁর সঙ্গে বিয়ের জল্পনা ছড়ানোয় সিনার বলেছিলেন, কোনও সম্পর্কই নাকি নেই তাঁদের মধ্যে।

> অসাধারণ একটা সপ্তাহ শেষ হল। আজ কোর্টের চারপাশে দুর্দান্ত পরিবেশ ছিল। শেষপর্যন্ত সবার মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি বলে আমি খুশি।
>
> **জানিক সিনার**

দ্বিতীয়বার এটিপি ফাইনালস জয়ের পর ইতালির জানিক সিনার।

দ্বিতীয়বার এটিপি ফাইনালস জিতে সিনার বলেছেন, ‘অসাধারণ একটা সপ্তাহ শেষ হল। আজ কোর্টের চারপাশে দুর্দান্ত পরিবেশ ছিল। শেষপর্যন্ত সবার মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি বলে আমি খুশি।’ অন্যদিকে হারের পর আলকারাজ সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়েছেন সিনারকে।

অন্যদিকে, স্প্যানিশ তরুণের মন্তব্য, ‘আমি ভালোই খেলেছি। কিন্তু সমস্যা হল আজ সামনে এমন একজন ছিলেন যিনি ইন্ডোর টেনিসে দুই বছর পরাজয় কী জিনিস ভুলে গিয়েছেন। যোগ্য হিসেবেই ও চ্যাম্পিয়ন। ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।’ হেরে গেলেও আলকারাজ এটিপি র‌্যাংকিংয়ে শীর্ষেই থাকলেন। দুই নম্বরে সিনার।

# মরশুমে স্মরণের দ্বিতীয় দ্বিশতরান

**জম্মু ও মুম্বই, ১৭ নভেম্বর :** রনজি ট্রফির এলিট গ্রুপ ‘ডি’-র ম্যাচে ঘরের মাঠে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ভালো জায়গায় জম্মু ও কাশ্মীর। দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের স্কোর ২৭৫/৪। এখনই লিড ৩২৪ রানের। ক্রিজে রয়েছেন আব্দুল সামাদ (৭৭) ও কানহাইয়া ওয়াধওয়ান (৮২)।

গতকালের ৮৮/৬ স্কোর থেকে সোমবার সকালে হায়দরাবাদকে ১২১ রানে অল আউট করতে বেশি সময় লাগেনি জম্মু ও কাশ্মীরের। গত ম্যাচে দিল্লির বিরুদ্ধে জম্মুর রনজি জয়ের নায়ক ছিলেন আকিব নবি। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধেও তিনি প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট তুলে নিলেন।

৪৯ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা জম্মু শুরুতেই শুভম খাজুরিয়ার (৫) উইকেট হারায়। তবে ওপেনার কামরান ইকবাল (৫০) ও বিভ্রান্ত শর্মা (৪৫) বড় রানের ভিত গড়ে দেন।

## শতরান সিদ্ধেশ, আকাশের

অন্যদিকে, এলিট গ্রুপ ‘বি’-র ম্যাচে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে দ্বিশতরান করলেন কর্ণাটকের রবিচন্দ্রন স্মরণ। রবিবার প্রথম দিনের শেষে তিনি অপরাজিত ছিলেন ১১০ রানে। সোমবার দ্বিতীয় দিনে কর্ণাটক যখন ৫৪৭/৮ স্কোরে ইনিংস ডিক্লেয়ার করছে তখনও স্মরণ অপরাজিত ২২৭ রানে। চলতি মরশুমে এটি তাঁর দ্বিতীয় দ্বিশতরান। এদিন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ১০০০ রানও হয়ে গেল। ৫ রানের জন্য শতরান ফসকেছেন করুণ নায়ার (৯৫)। কর্ণাটকের পাহাড় প্রমাণ রানের জবাবে ধুঁকছে চণ্ডীগড়। দ্বিতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ৭২/৪। শ্রেয়স গোপাল তুলে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

পুদুচেরির বিরুদ্ধে শতরানের পর আকাশ আনন্দ।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে পুদুচেরির বিরুদ্ধে জয়ের পথে মুম্বই। এলিট গ্রুপ ‘ডি’-র ম্যাচে সোমবার মুম্বই প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ৬৩০/৫ স্কোরে। দিনের শেষে পুদুচেরির স্কোর ৪৩/৩। রবিবারের অপরাজিত ৮০ রান থেকে খেলতে নেমে এদিন ১৭০ রান করলেন সিদ্ধেশ লাড। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটাই তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংস। এছাড়াও শতরান পেয়েছেন আকাশ আনন্দ (অপরাজিত ১০৭)। ব্যাট হাতে অর্ধশতরানের (৫৬) পর বল হাতেও ৩ উইকেট পেয়েছেন শার্দূল ঠাকুর।

# জয়ের মঞ্চ প্রস্তুত সামি-ঈশ্বরণদের

**অসম-২০০ বাংলা-২৬৭/৪**
**(দ্বিতীয় দিনের শেষে)**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৭ নভেম্বর :** প্রথম ইনিংসের লিড নিয়ে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত। যদিও নিজেদের গ্রুপে শীর্ষে থাকা বাংলার লক্ষ্য ম্যাচ জিতে পুরো ৭ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা। কল্যাণীতে অসমের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষে লক্ষ্যপূরণের যে মঞ্চটা প্রস্তুতও করে নিয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল।

গতকাল প্রথম দিনেই মহম্মদ সামির নেতৃত্বে বোলিং ব্রিগেড দলের জন্য রাস্তাটা মসৃণ করে দেন। ১৯৪ রানে ৮ উইকেট খুইয়ে বসে রিয়ান পরাগহীন অসম। আজ বাকি ২ উইকেট তুলতে দেরি করেনি বাংলা। দিনের চতুর্থ ওভারে ২০০ রানে অসমের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে দেয়। জবাবে বাংলার স্কোর ২৬৭/৪। ৬৭ রানের লিড হাতে হাফডজন উইকেট।

দিনের দ্বিতীয় ওভারে মুখতার হোসেনকে (৯) আউট করে প্রথম ইনিংসে নিজের প্রথম উইকেট তুলে নেন ঈশান পোড়েল। সামি ফেরান অসমের অধিনায়ক সুমিত ঘাদিগাঁওকরকে (৫৩)। সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝে অধিনায়কোচিত ইনিংসে উপহার দেন সুমিত। সামি ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল তিনটি করে উইকেট নেন। মহম্মদ কাইফের ঝোলায় দুই শিকার।

প্রতিপক্ষকে কম রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর বাংলার শুরুটাও ভালো হয়নি। অহেতুক ঝুঁকি নিতে গিয়ে রান আউট হন সুদীপকুমার ঘরামি (২)। দলের স্কোর তখন মাত্র ৭। তবে আতঙ্ক দ্রুত ঢাকা পড়ে যায় টপ অর্ডারের বাকিরা রান পাওয়ায়। দ্বিতীয় উইকেটে শাকির হাবিব গান্ধিকে (৫৮) নিয়ে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৬৬) ১২২ রানের পার্টনারশিপ গড়েন।

দুইজনের সামনেই সুযোগ ছিল ইনিংসটাকে আরও লম্বা করার। কিন্তু অহেতুক ভুলের খেসারতে উইকেট উপহার দিয়ে ফেরেন দুইজনেই। এরমধ্যেই ‘কট বিহাইন্ড’ আউটের পর মাঠের মধ্যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিপদে শাকির। দিনের খেলা শেষে ম্যাচ রেফারি ডেকেও পাঠান তাঁকে। শাস্তির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ক্রিজ জমে গিয়ে বড় স্কোর করতে পারেননি বাংলার ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাটার অনুষ্টুপ মজুমদার (৪৩)। অসমের আকাশ সেনগুপ্তের বলে লেগবিফোর আউট হয়ে ফেরেন। ২১৩/৪ স্কোর থেকে বাকি দিনে আরও উইকেট হারায়নি বাংলা। পড়ন্ত বিকেলের বাইশ গজে উত্তাপ বাড়ান শাহবাজ আহমেদ। ৬৭ বলে ঝোড়ো ৬১ রান করে অপরাজিত আছেন। ৬টি চারের সঙ্গে দুইটি বিশাল ছক্কা হাঁকান শাহবাজ। সুমন্ত গুপ্ত অপরাজিত ২৫ রানে। দুজনে মিলে অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে ৪৪ রান যোগ করেছেন। বাংলার হাতে ৬৭ রানের লিড। সোমবার যে লিডটাকে যত দ্রুত সম্ভব বাড়িয়ে নিয়ে জয়ের জন্য ঝাঁপানোর সুর বাংলা শিবিরে।

## বাংলা-অসম রনজি ম্যাচ

অধিনায়ক অভিমন্যুও সেই কথা জানান। পাশাপাশি ভারতীয় টেস্ট দলে বারবার ডাক পেয়েও অভিষেকের সুযোগ না পেলেও বিষয়টিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতেও নারাজ। ঈশ্বরণের যুক্তি, নির্বাচন তাঁর হাতে নেই। পারফর্ম করাটা তাঁর কাজ, সেটাই করে যেতে চান। ফোকাস আপাতত অসম ম্যাচে। বাংলার হয়ে খেলা সবসময় গর্বের। বাংলার জার্সিতে মাঠে নামলে বাড়তি তাগিদ অনুভব করেন।

অর্ধশতরানের পথে অভিমন্যু ঈশ্বরণ (বাঁয়ে)। তিন উইকেট তুলে নিলেন মহম্মদ সামি। কল্যাণীতে সোমবার।

# বাংলাদেশের বিপক্ষেই নয়া সূচনায় খালিদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন আগেই শেষ হয়েছে। তাই বাংলাদেশ ম্যাচকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রথম ধাপ হিসেবেই দেখতে চাইছেন খালিদ জামিল।

দুই দলেরই পরিস্থিতি এক। এখনও জয় আসেনি একটা ম্যাচেও এবং ইতিমধ্যেই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছে দল। এই পরিস্থিতিতেও কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস খালিদ দেখাতে পেরেছেন। এবারই স্কোয়াড থেকে তিনি বাদ দেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সব ফুটবলারকে। কাফা নেশনস কাপের সময়ে বারবার চেয়েও তিনি পাননি ফুটবলারদের। তা সত্ত্বেও সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে তিনি আপুইয়া ও শুভাশিস বসুকে ডাকতে বাধ্য হন। কিন্তু এবারও যখন শিবির শুরু হওয়ার দিনে ফুটবলার ছাড়তে রাজি হয়নি মোহনবাগান তখন আর কিছু ভাবেননি খালিদ। পরিষ্কার মোহনবাগানের সব ফুটবলারকে বাদ দিয়েই দল গড়েন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘এটাই সঠিক সময় দলটাকে নতুন করে গড়ে তোলার। যারা দেশের হয়ে ১০০ শতাংশ দিতে প্রস্তুত, আমার দলে তারাই স্বাগত। নতুন করে তৈরি করছি দলটাকে। তবে সিনিয়ার-জুনিয়ারের সঠিক ভারসাম্য আনতে খানিকটা সময় লাগবে।’ এই দলে মাত্র সাতজন ফুটবলার আছেন যাঁদের বয়স ২৫-এর বেশি। বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামতে পারবেন কি না সেটা পরিষ্কার না হলেও দলে ডেকে নেওয়া হয়েছে রায়ান উইলিয়ামসকে।

**এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব**

**বাংলাদেশ বনাম ভারত**

**সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০, **স্থান :** ঢাকা
**সম্প্রচার :** ফ্যানকোড অ্যাপ

সুযোগ মিলবে কিনা জানা নেই, তারপরও প্রস্তুতিতে খামতি নেই রায়ান উইলিয়ামসের।

তিনি এইমুহূর্তে ঢাকাতেই আছেন ভারতীয় দলের সঙ্গে। আরাতা ইজুমির পর তিনিই প্রথম বিদেশি ফুটবলার যিনি ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে দলে ঢুকলেন। যা খবর, মাঠে নামতে পারলে প্রাক্তন এই অজি ফুটবলারকে ১১ নম্বর জার্সি দেওয়া হচ্ছে। যার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এতদিন এই জার্সির একচ্ছত্র মালিক স্বয়ং সুনীল ছেত্রী।

গত মার্চে ভারত নিজেদের মাঠে প্রথম খেলে বাংলাদেশের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে হওয়া ড্র থেকেই যেন পিছিয়ে যাওয়া শুরু ভারতের। তারপর হংকং ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে তাদের মাঠে গিয়ে হারেই শেষ যাবতীয় স্বপ্ন। নিজেদের মাঠে যে বাংলাদেশ তাদের প্রথম জয় ছিনিয়ে নিতে চাইবে, এই কথা বলাই বাহুল্য।

ভারতের দুর্গ আগলাতে তৈরি হচ্ছেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। ঢাকায় সোমবার।

এমনিতেই ঢাকায় পৌঁছানোর পর থেকে নিরাপত্তাজনিত কারণে খানিকটা গুটিয়েই থাকতে হচ্ছে ভারতীয় দলকে। ফলে গত শনিবার ঢাকা পৌঁছানোর পর থেকেই অনুশীলন ছাড়া বাইরে বেরোনোর ঝুঁকি নিচ্ছেন না কোচ-ফুটবলাররা। তাই নিজের দল ও ওখানকার পরিস্থিতি, দুইয়ে মিলেই সম্ভবত ম্যাচটা যে কঠিন হতে চলেছে সেই কথা এদিন বলতে দ্বিধা করেননি খালিদ। তাঁর বক্তব্য, ‘আমাদের জন্য ম্যাচটা সহজ হবে না। বাংলাদেশ খুবই ভালো দল। জানি এই ম্যাচে খুবই চাপ থাকবে। তবে আমরা শুধু নিজেদের খেলাতেই ফোকাস করছি। কারণ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য জয়।’ রায়ানকে নিয়ে যখন ধোঁয়াশা তখন বাংলাদেশ দলে অবশ্য হামজা চৌধুরী কী সমিত সোমরা মাঠে নামছেনই। ফলে আবারও একটা কঠিন পরীক্ষা ভারতের সামনে।

# বিশ্বকাপে নরওয়ে বিপাকে ইতালি

## বেলিংহামকে সতর্ক করলেন টুচেল

কেরিয়ারে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে চলেছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড।

**মিলান, ১৭ নভেম্বর :** ২৮ বছর পর আবার ফিফা বিশ্বকাপের মঞ্চে নরওয়ে। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডদের কাছে হেরে চাপে ইতালি।

১৯৯৮, শেষবার বিশ্বকাপে খেলেছিল নরওয়ে। তারপর থেকে লাগাতার ব্যর্থতা। হাল্যান্ড, আলেকজান্ডার সরলোথদের পারফরমেন্সে ভর করে আরও একবার ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধে জায়গা করে নিল তারা।

সরাসরি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে রবিবার জিততেই হত ইতালিকে। তাও আবার ৯ গোলের ব্যবধানে। সেখানে নরওয়ের প্রয়োজন ছিল মাত্র ১ পয়েন্ট। ম্যাচের প্রথমার্ধে ভালো ফুটবল খেললেও একের বেশি গোল করতে পারেনি ইতালি। ১১ মিনিটে আজ্জুরিদের এগিয়ে দেন পিও এসপোসিতো। দ্বিতীয়ার্ধে পালটা আক্রমণে ইতালির ওপর চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করে নরওয়ে। সেই লক্ষ্যে সফল হাল্যান্ডরা। ৬৩ মিনিটে নরওয়েকে এগিয়ে দেন আন্তোনিও নুসা। এরপরই পরপর দুই মিনিটে দুটি গোল করেন হাল্যান্ড (৭৮, ৭৯)। ম্যাচের যোগ করা সময় আজ্জুরিদের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন জোর্গেন লারসেন।

নরওয়ের এই জয়ে ইতালির আগামী বছর বিশ্বকাপে খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে না পারায় প্লে-অফ খেলতে হবে নিকোলো বারেল্লা, ম্যানুয়েল লোকাতেল্লি, জিয়ানলুকা মানচিনিদের। যদিও সেই লড়াই সহজ হবে না। ২০১৮-য় সুইডেন এবং ২০২২-এ উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার কাছে হেরে এই প্লে-অফ থেকেই ছিটকে গিয়েছিল ইতালি। আরও একবার বিশ্বকাপ খেলতে না পারার আশঙ্কা এখন থেকেই ঘিরে ধরছে আজ্জুরি ব্রিগেডকে। সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে কোচ জেনারো গাত্তুসো বলেছেন, ‘ভয় পাচ্ছি না বললে মিথ্যে বলা হবে। আমাদের মানসিকতায় বদল আনতে হবে।’

অলউইন রেকর্ড নিয়ে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শেষ করলেন হ্যারি কেনরা।

অন্যদিকে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আলবেনিয়াকে ২-০ গোলে হারাল ইংল্যান্ড। ফলে শুধু বিশ্বকাপের ছাড়পত্র আদায়ই নয়, এই পথে এক অনন্য নজিরও গড়েছে তারা। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৮ ম্যাচের ৮টিতেই জিতল ‘থ্রি লায়ন্স’। এই ৮ ম্যাচে ২২ গোল করলেও কোনও গোল হজম করেনি ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে ইউরোপের প্রথম দল হিসাবে কোনও ম্যাচ না হারার পাশাপাশি ক্লিনশিট রাখার রেকর্ড গড়ল টমাস টুচেলের দল।

এরপরও একটা অস্বস্তি থেকেই গিয়েছে ইংল্যান্ড শিবিরে। তারকায় ঠাসা দল। ফলে প্রথম একাদশ সাজানো কঠিন হয়ে পড়ছে টুচেলের জন্য। বিষয়টা ইতিবাচক এই কথা ঠিক। তবে আলবেনিয়া ম্যাচে জয় নিশ্চিত হওয়ার পর জুডে বেলিংহামকে তুলে নেন তিনি। যা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন বেলিংহাম। ম্যাচ শেষে অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদ তারকাকে এই বিষয়ে সতর্ক করে দেন টুচেল। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হবে। বুঝতে হবে তোমার সতীর্থ সাইডলাইনে অপেক্ষা করছে। তাঁকে সম্মান দেখাতে হবে।’

ম্যাচের সেরা নিকেশ রাই। ছবি : রহিদুল ইসলাম

## ফ্রেন্ডসের ফুটবলে জিতল ড্রুক

**চালসা, ১৭ নভেম্বর :** মঙ্গলবাড়ি সরবতি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের গোপীনাথ দাস ও ফুলেশ্বরী রায় ট্রফি ফুটবলে সোমবার ভুটানের ড্রুক একাদশ ৩-০ গোলে হারিয়েছে এমবিএসজি বয়েজকে। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন নিকেশ রাই। তাদের অন্য গোলটি সোহান রাইয়ের। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে নামবে নাগরাকাটার ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ও বিন্নাগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি।

## টানা তিন জয় জলপাইগুড়ির

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** গঙ্গারামপুরে আয়োজিত রাজ্য স্কুল ক্রিকেটে টানা তিন ম্যাচ জিতল জলপাইগুড়ি অনূর্ধ্ব-১৭ ক্রিকেট দল। সোমবার তারা ৩৮ রানে হারিয়েছে হাওড়াকে। জলপাইগুড়ি প্রথমে ১৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৩ রান করে। সর্বোচ্চ ১৮ রান করে আবির ঘোষ। এসকে দানিশ আহমেদ নিয়েছে ১৬ রানে ৫ উইকেট। জবাবে হাওড়া গুটিয়ে যায় ৪৫ রানে। সৌম্যজ্জ্বল চন্দ্রর অবদান ১২ রান। রোহিত রায় বসুনিয়া ৯ রানে এবং শিবম কুমার সাহা ৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে। ম্যাচের সেরা রোহিত।

# বিদেশেও দাপট দেখাল ইস্টবেঙ্গল

**ইস্টবেঙ্গল এফসি-৩**
**(সিলকি, ফাজিলা, রেস্টি)**
**বাম খাতুন এফসি-১ (হামৌদি)**

বাম খাতুন এফসি-র বিরুদ্ধে জয়ের পর লাল-হলুদ ফুটবলাররা। উহানে।

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** মহাদেশীয় মঞ্চেও স্বপ্নের জাল বুনছে অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল।

প্রতিকূল পরিবেশ। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারল না লাল-হলুদ প্রমীলাবাহিনীর সামনে। উহানে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে বাম খাতুন এফসি-কে ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। পরিকল্পনামাফিক ফুটবলেই ইরানের ঘরোয়া লিগের সফলতম দল এবং ১১ বারের চ্যাম্পিয়নদের হেলায় হারাল মহিলা মশাল ব্রিগেড।

ম্যাচের ৪ মিনিটেই গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন সিলকি দেবী। গোলের পর ক্রমাগত বিপক্ষ রক্ষণে চাপ বজায় রাখলেন ফাজিলা ইকওয়াপুট, রেস্টি নানজিরি, জ্যোতি চৌহানরা। ইরানের ক্লাবটিও অবশ্য সমতা ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিল। তবে লাল-হলুদ রক্ষণ সজাগ থাকায় বিপদ ঘটেনি। ৩২ মিনিটে ফাজিলার গোলে ব্যবধান বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। আমনাহ নবাবির পাস জালে পাঠান উগান্ডার স্ট্রাইকার। ৩৫ মিনিটে সৌম্যা গোগুলোথের পাস বক্সে পেয়েছিলেন রেস্টি। তবে তাঁর শট ক্রসবার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়।

বাম খাতুন একমাত্র গোলটি করে প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে। নিজেদের বক্সে হ্যান্ডবল করেন জ্যোতি। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে পেনাল্টি দেন রেফারি। ইরানের ক্লাবটির হয়ে স্পট কিকে লক্ষ্যভেদ করেন মোনা হামৌদি। ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক পান্থই চানু সঠিক দিকে ঝাঁপালেও বলের নাগাল পাননি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফের ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন ফাজিলা। তবে গোললাইন থেকে বল বিপন্মুক্ত করেন বাম খাতুনের এক ডিফেন্ডার। ৭৯ মিনিটে আরও একবার ফাজিলার শট পোস্টে প্রতিহত হয়। শেষদিকে অবশ্য অল আউট আক্রমণে লাল-হলুদ রক্ষণকে বেশ কয়েকবার কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলল ইরানের ক্লাবটি। অবশেষে ৮৭ মিনিটে দর্শনীয় গোলে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করেন রেস্টি। প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে বল জালে পাঠান তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ‘মশাল গার্লস’-এর পরের ম্যাচ ২০ নভেম্বর। প্রতিপক্ষ গতবারের এএফসি চ্যাম্পিয়ন উহান জিয়াংদা উইমেন্স এফসি। প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয় তার আগে নিঃসন্দেহে একটু হলেও বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে লাল-হলুদ শিবিরে।

## ফুটবল বিশ্বের মহারণে কঙ্গো, নেই নাইজিরিয়া

**আবুজা, ১৭ নভেম্বর :** আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে থেকে ফুটবলের মহারণে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে চমক দিল কঙ্গো প্রজাতন্ত্র। প্লে-অফ ফাইনালে তাদের কাছে হেরে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার দৌড় থেকে ছিটকে গেল নাইজিরিয়া। নির্ধারিত সময় নাইজিরিয়া-কঙ্গো ম্যাচ শেষ হয় ১-১ গোলে। টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ম্যাচ জিতল কঙ্গো। এর আগে ১৮৭৪ সালে একবারই বিশ্বকাপ খেলেছিল কঙ্গো। তখন অবশ্য ওই দেশের নাম ছিল জাইরে। এদিকে, হারের পর প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে ‘কালো জাদু’র অভিযোগ এনেছেন নাইজিরিয়ার কোচ এরিক শেলা। কঙ্গো টিম ম্যানেজমেন্ট যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে। তবে এই কথাও ঠিক আফ্রিকান ফুটবলে ‘কালো জাদু’ নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়।

ম্যাচের সেরা মিন্টু রায় ও প্রণব বর্মন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

## কিডস কাপে লাকির ৪ শিকার

**আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর :** আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব ও বলাই মেমোরিয়াল ক্লাবের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১২ ডুয়ার্স কিডস কাপ ক্রিকেটে সোমবার টাউন ক্লাব মাঠে বেলাকোবা পাবলিক ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১৭৩ রানে হারিয়েছে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। বেলাকোবা প্রথমে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২১২ রান তোলে। সুরজ সরকার ৫২ রানে অপরাজিত ছিল। রোহিনী চৌধুরী ৪৩ রানে পেয়েছে ২ উইকেট। জবাবে শিবশংকর ৮.৪ ওভারে গুটিয়ে যায় ৩৯ রানে। লাকি বর্মনের শিকার ৪ উইকেট। ম্যাচের সেরা মিন্টু রায়।

বিএমসি মাঠে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ‘বি’ ৫ উইকেটে জয় পেয়েছে বোনজার ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। বোনজার প্রথমে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৪ রান করে। কুন্তল রেখে আসে ৩৮ রান। প্রণব বর্মন ৩৫ রানে নিয়েছে ২ উইকেট। জবাবে শিবশংকর ‘বি’ ৫ উইকেটে ১১৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রণব বর্মন ২৩ রান করে।

## মরতে চাইছেন যুবরাজের বাবা

**চণ্ডীগড়, ১৭ নভেম্বর :** বিতর্কিত কথা বলে খবরের শিরোনামে আসতে অভ্যস্ত যুবরাজ সিংয়ের বাবা। ৬৭ বছরে পৌঁছে যোগরাজ উপলব্ধি করেছেন তাঁর পাশে এখন কেউ নেই। একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে এখন তিনি মরতে চাইছেন। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, ‘মা, ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনি, সবাইকে আমি ভালোবাসি। বদলে কারও থেকে কিছু চাই না। আমি মৃত্যুর জন্য তৈরি। আমার জীবন সম্পূর্ণ। ঈশ্বর চাইলে যে দিন খুশি নিজের কাছে আমাকে ডেকে নিতে পারেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।’

যুবরাজের মা শবনমের সঙ্গে যোগরাজের প্রথম বিয়ে হয়। তবে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। যোগরাজ হতাশা মাখা গলায় বলেছেন, ‘প্রতিটি বিকেলে একা বসে থাকি। ঘর ফাঁকা থাকে। বাড়িতে রান্নার লোক আছে। খিদে পেলে তাঁরাই খাবার দিয়ে যায়।’

শবনমের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর যুবরাজ তাঁর মায়ের সঙ্গেই চলে যান। আর সেটাই তাঁর জীবনে সমস্যা ডেকে এনেছে বলে তিনি মনে করেন। যোগরাজ বলেছেন, ‘আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল যুবরাজ ও ওর মায়ের আমাকে ছেড়ে যাওয়া। যার জন্য গোটা জীবন দিয়েছি, সে কী করে আমাকে ছেড়ে যেতে পারে! এইভাবেই সবকিছু শেষ হয়। ঈশ্বরের কাছে জানতে চেয়েছি, কী এমন করেছি যে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল? ভুল হয়তো কিছু ছিল। তারপরও বলব আমি নির্দোষ। কারও ক্ষতি করিনি।’

## নিষ্ফলা ছোটদের বড় ম্যাচ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৮ যুব লিগের কলকাতা ডার্বি নিষ্ফলা। ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র।

প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল। এদিন সবুজ-মেরুনের ঘরের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণে ঝড় তোলে লাল-হলুদ ব্রিগেড। প্রথমার্ধের শেষদিকে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। তা থেকে সরাসরি গোল হয়নি। স্পট কিক রুখে দেয় বাগান গোলরক্ষক নন্দন রায়। ফিরতি বলে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেয় প্রীতম গাইন।

৫৮ মিনিটে গোল শোধ মোহনবাগানের প্রেম হাঁসদার। ম্যাচের বাকি সময় মাঝমাঠ দখলের লড়াইয়েই সীমাবদ্ধ থাকল দুই দল। বলা যায় ছোটদের বড় ম্যাচ তেমন উপভোগ্যও হল না। এদিন আবার ডার্বি দেখতে মাঠে এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের সহকারী কোচ বিনো জর্জ ও দলের হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটো।

ট্রফি নিয়ে আরসি ইম্ফলের ফুটবলাররা। ছবি : অনীক চৌধুরী

## খেতাব আরসি ইম্ফলের

**জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** সারা ভারত আন্তঃ সাই মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আরসি ইম্ফল। সোমবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারাল গুয়াহাটিকে। জলপাইগুড়ি বিশ্ববাংলা সাই কমপ্লেক্সে গোল করেন ইম্ফলের হেরিনা ও ম্যাচের সেরা মালেমনগনবি। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার ইম্ফলের আলকনা। চ্যাম্পিয়নদের হাতে ট্রফি তুলে দেন জলপাইগুড়ি সাই সেন্টারের ইনচার্জ ওয়াসিম আহমেদ সহ অন্যরা।

## প্রস্তুতিতে সাউল, প্রভসুখান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর :** সোমবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেন সাউল ক্রেসপো ও গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিল। ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্রামে ছিলেন প্রভসুখান। আগেই জানা গিয়েছিল দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন প্রভসুখান। অবশেষে এদিন মাঠে নেমে পড়লেন। যদিও এদিন বেশিরভাগ সময়টাই সাইডলাইনে ছিলেন তিনি। সাউলও মূলত ফিজিওর তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব করলেন। পরে বল পায়ে হালকা অনুশীলন করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

## জিতল রয়্যাল, সাতখাইয়া

**চালসা, ১৭ নভেম্বর :** চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে চালসা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স মঙ্গলবাড়ি ১১০ রানে হারিয়েছে ডমিনেটর কিংকে। রয়্যাল ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৬ রান করে। জবাবে ডমিনেটর কিং ১০ ওভারে ৯ উইকেটে আটকে যায় ৪৬ রানে। ৪ উইকেটের সঙ্গে ৫৮ রান করে গৌরব মাঝি ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

দ্বিতীয় খেলায় সাতখাইয়া টি মেকার ৭ উইকেটে জয় পেয়েছে মহাবারি টাইটেন বেব দলের বিরুদ্ধে। প্রথমে মহাবারি ৭.৪ ওভারে ৩৫ রানে গুটিয়ে যায়। জবাবে সাতখাইয়া ৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ৩ উইকেটের সঙ্গে ১৩ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সুজন যোশী।

## আর্চারিতে বিচারক সুশান্ত

**মালবাজার, ১৭ নভেম্বর :** অরুণাচল প্রদেশের ইউপিয়া-নাহারলাগুনে গোল্ডেন জুবিলি স্টেডিয়ামে ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ৪২তম এনটিপিসি সাব-জুনিয়র ন্যাশনাল আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ওই প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব সামলানোর জন্য আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার তরফে ডাক পেয়েছেন মাল ব্লকের ডামডিমের সুশান্ত দে। প্রতিযোগিতা চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত।

## সেরা আরতি, শান্ত

**মেটেলি, ১৭ নভেম্বর :** জয় জোহার মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত হল পুরুষ ও মহিলা বিভাগের রোড রেস। সোমবার সকালে ইনডং মোড় থেকে মেটেলি চা বাগানের নন্দীগ্রাম ময়দান পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার মহিলা বিভাগের দৌড়ে প্রথম হয়েছেন আরতি ওরাওঁ। দ্বিতীয় সীমা কোল মুন্ডা ও তৃতীয় তরণী বারলা। কিলকোট মোড় থেকে মেটেলি চা বাগানের নন্দীগ্রাম ময়দান পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার পুরুষদের রোড রেসে প্রথম হয়েছেন শান্ত সিং। দ্বিতীয় পঙ্কজ চিকবরাইক এবং তৃতীয় সমীর ওরাওঁ। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ১৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন।

## হারল সুকান্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর :** উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে সোমবার শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে সুকান্ত মহাবিদ্যালয়কে। অপরূপ ঈশ্বরারি জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি চারটি গোল বিশ্বজিৎ দাস, সতীশ বর্মন, সুমনকুমার পাল ও রূপম মণ্ডলের। বাগডোগরার কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় ২-১ গোলে জিতেছে বীরপাড়া কলেজের বিরুদ্ধে।